পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 234 Friday, 25 July, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ২৩৪ সংখ্যা ❋ ৮ শ্রাবণ ১৪৩২, শুক্রবার, ২৫ জুলাই ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

নতুন ওবিসি তালিকা নিয়ে বড় নির্দেশ হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুলাইঃ নতুন ওবিসি তালিকার উপর কলকাতা হাইকোর্টের স্থগিতাদেশকে চ্যালেঞ্জ করে বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে রাজ্য সরকার। আর এদিনই হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্যে ওবিসি-র নতুন তালিকার উপর স্থগিতাদেশের মেয়াদ বাড়াল। আগামী ৩১ আগস্ট পর্যন্ত নতুন তালিকার উপর স্থগিতাদেশ বজায় থাকছে বলে জানাল বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নতুন ওবিসি তালিকার উপর গত ১৭ জুন স্থগিতাদেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট। সেই স্থগিতাদেশকে চ্যালেঞ্জ করে এদিন শীর্ষ আদালতে প্রধান বিচারপতির এজলাসে মামলার মেনশন করে দ্রুত শুনানির আর্জি জানান রাজ্যের তরফে আইনজীবী কপিব সিব্বল। প্রধান বিচারপতি বিআর গভাই মামলা দায়েরের অনুমতি দেন। আবার নতুন ওসিবি তালিকা নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননারও একটি মামলা দায়ের হয়েছে বলে সুপ্রিম কোর্টে জানান সিব্বল। আদালত অবমাননার মামলার উপরেও স্থগিতাদেশের আবেদন জানান তিনি। আগামী সোমবার (২৮ জুলাই) রাজ্যের মামলাটি শুনবে সুপ্রিম কোর্ট। যেহেতু সুপ্রিম কোর্টে আদালত অবমাননার মামলারও শুনানি হবে আগামী সপ্তাহে। তাই হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চেও আদালত অবমাননার শুনানি পিছিয়ে গেল। আগামী ৫ আগস্ট দুপুর দুটোয় পরবর্তী শুনানি।

'আমি জানি কী চলছে, আমার মুখ খোলাবেন না' বিচারপতি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুলাইঃ তথ্য সংস্কৃতি সচিবের এত দুঃসাহস কী করে হয়! বিস্মিত আদালত। টলিগঞ্জে স্টুডিও পাড়ার গোলমাল নিয়ে যে মামলা চলছে, তাতে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। হাইকোর্ট যা নির্দেশ দিয়েছে, তার বাইরে গিয়ে কাজ করেছেন সচিব। এমনটাই অভিযোগ উঠল আদালতে। কাজে বাধা দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে মামলা করেছিলেন টলিগঞ্জের একাধিক পরিচালক। গত ৮ জুলাই রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের আইনজীবী আদালতকে জানিয়েছিলেন, ৭ জুলাই বৈঠকের নোটিস দেওয়া হয়েছে ও ১৬ জুলাই সচিবের নেতৃত্বে হবে। আদালত নির্দেশ দিয়েছিল, ওই বৈঠকে মামলায় যুক্ত সব পক্ষকে ডাকতে হবে। আলোচনা করে সমস্যা সমাধান করার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। এদিকে, হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে রবীন্দ্র সদনে রাজ্যের তথ্য-সংস্কৃতি দফতরের সচিব শান্তনু বসুর ডাকা বৈঠকে ১১ জন পরিচালক উপস্থিত হন। কিন্তু সেখানে ছিলেন না ফেডারেশনের সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস। এক পক্ষ কেন অনুপস্থিত ছিলেন? কেন বৈঠকের সব শর্ত মানা হয়নি, সেই প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি সিনহা। রাজ্যের কৌঁসুলি অনিন্দ্য মিত্রকে এদিন বিচারপতি বলেন, ''কে ওঁকে আলাদা করে বৈঠক করতে বলেছে? গত ৮ জুলাই একটি নোটিস দিয়ে রাজ্য বলে যে সবাইকে একসঙ্গে ডেকে বৈঠক হবে। সেখানে কী করে তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সচিব একজনকে আলাদা ডাকলেন?'' সেই প্রশ্নই তুলেছে আদালত। আইনজীবীকে বিচারপতি সিনহা আরও বলেন, ''এখানে কিছু একটা আছে এর পিছনে। কিছু একটা চলছে। কিছু বিষয় লুকোনোর চেষ্টা করা হচ্ছে। সচিবের ভূমিকা কিন্তু অনেক প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে। কিছু ঢাকা দিতে একজন সিনিয়র আইনজীবীকে এনে ম্যানেজ করার চেষ্টা হয়েছে। আমি জানি কী চলছে। আমার মুখ খোলাবেন না। সচিব যা নোটিস দিয়েছেন, কোর্টকে বলেছেন, তার উল্টো কাজ করেছেন। সেই কারণে আপনাকে দাঁড় করানো হয়েছে।'' আদালত নির্দেশ দিয়েছে, আগামী ৩০ জুলাই সব পক্ষকে নিয়ে বৈঠক করে আগামী ৮ আগস্ট হাইকোর্টে রিপোর্ট জমা দিতে হবে তথ্য সংস্কৃতি সচিবকে।

সিরিয়াল থেকে ছড়াচ্ছে বিষ, গন্ডগোল, আত্মহত্যা!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ জুলাইঃ বাংলা টেলিভিশনের ধারাবাহিকগুলিতে যে একের পর এক 'বাজে' কনটেন্ট পরিবেশিত হচ্ছে, তা সমাজে ভয়ঙ্কর প্রভাব ফেলছে বলে মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মহানায়ক উত্তম কুমারের স্মৃতিতে আয়োজিত সম্মান প্রদান মঞ্চে দাঁড়িয়ে এদিন তিনি বলেন, সিরিয়ালে সারাক্ষণ বিষ দেওয়া, ঝগা়া, গুন্ডামি- এসব দেখানো হচ্ছে। এতে বাচ্চারা ভুল শিখছে, অনেকে আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছে। প্রযোজক ও পরিচালকদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, ''দয়া করে খারাপ কিছু শেখাবেন না। এটার দিকে নজর দিন। শুধুমাত্র সিরিয়াল টানতে গেলে রোজ গণ্ডগোল দেখাতে হবে, এটা ঠিক নয়। কত ভাল জিনিস রয়েছে, সেগুলিও দেখানো যায়।'' এদিনের অনুষ্ঠানে শুধু ধারাবাহিক নয়, বাংলা ভাষা নিয়ে চলা 'সন্ত্রাস' এর বিরুদ্ধেও সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ''আজ বাংলা ভাষায় কথা বললেও শাস্তি পেতে হচ্ছে। তাদের জেলে ভরা হচ্ছে, এটা আমরা বরদাস্ত করব না। ৩০ কোটি মানুষ বাংলা বলেন। আমাদের নতুন ভাষা আন্দোলন গড়তে হবে।'' উত্তম

মহানায়ক সম্মানের মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী

কুমারকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে মমতা বলেন, ''উত্তম কুমার আমাদের দেশের, জাতির গর্ব। উনি প্রত্যেকটা গানে লিপ দিতেন, এটা ওনার বিউটি। আমি জীবনে আফশোস নিয়ে বেঁচে আছি, তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি কোনওদিন। সুচিত্রা সেন মৃত্যুর সাত দিন আগে দেখা করতে চেয়েছিলেন। সুপ্রিয়াদির সঙ্গেও যোগাযোগ ছিল। কিন্তু উত্তমদার সঙ্গে দেখা না হওয়াটা বারবার কষ্ট দেয়।'' ছোটবেলার স্মৃতিচারণা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আমাদের ভবানীপুরে অনেকগুলো সিনেমা হল ছিল, মা আমাকে নিয়ে যেত, আমি কিছুটা দেখার পর ঘুমিয়ে পড়তাম, কিন্তু ছোটবেলায় শোনা সেই গানগুলো আজও ঠোঁটস্থ। কারণ, স্বর্ণযুগের বাংলা গানের বাজার কিন্তু কখনও ফুরবে না। তখনকার বাংলা গানের মাধুর্য্য, সংস্কৃতি, সুর একবার ভাবুন তো।'' বাংলা সিনেমার প্রসারে রাজ্যের ১০০টা জায়গায় ৪০৫০ জন বসার মতো সিনেমা হল তৈরি হচ্ছে, জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এগুলি হচ্ছে। এর ফলে রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকায় সিনেমা হলের চাহিদা বাড়বে বলেই মনে করি।'' এরপরই টিভি সিরিয়ালের প্রসঙ্গ টেনে আনেন তিনি। এদিনের অনুষ্ঠান থেকে মহানায়ক সম্মান জানানো হয় সোমনাথ কুন্ডু, আনন্দ আঢ্য, গার্গী রায়চৌধুরী, ইমন চক্রবর্তী, রুপঙ্কর বাগচীকে এবং গৌতম ঘোষকে মহানায়ক শ্রেষ্ট সম্মান জানানো হয়।

ভোটার তালিকার প্রস্তুতি শুরু, একধাক্কায় বিএলওদের ভাতা দ্বিগুণ করল কমিশন, কেন আশঙ্কার মেঘ?

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাইঃ ভোটার তালিকা সংশোধন ও বিশেষ ড্রাইভের কাজে যুক্ত বিএলও এবং সুপারভাইজারদের ন্যূনতম বাসরিক বেতন একধাক্কায় প্রায় দ্বিগুণ করল নির্বাচন কমিশন। নতুন নির্দেশ অনুযায়ী, বুথ লেভেল অফিসাররা বছরে ১২ হাজার টাকা এবং বিএলও সুপারভাইজাররা ১৮ হাজার টাকা করে পাবেন। পাশাপাশি, বিশেষ ড্রাইভের জন্য বিএলওদের অতিরিক্ত ২ হাজার টাকা ইনসেনটিভও দেবে কমিশন। ২৪ জুলাই প্রকাশিত নির্দেশে কমিশন জানিয়েছে, ২০১৫ সালের পুরনো নির্দেশ বাতিল করে এই নতুন বেতন কাঠামো কার্যকর করা হচ্ছে। সমস্ত রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের জানানো হয়েছে, এই নির্দেশ দ্রুত বাস্তবায়ন করে সংশ্লিষ্টদের জানিয়ে দিতে হবে। জানা যাচ্ছে, দেশজুড়ে ভোটার তালিকা সংশোধন, নবীন ভোটার যুক্তকরণ এবং মৃত ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো পরিচালনার জন্য বুথ লেভেল অফিসাররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। প্রতি বছর হাজার হাজার বিএলও, সুপারভাইজার এবং সংশ্লিষ্ট কর্মীরা এই কাজে নিযুক্ত থাকেন। নির্বাচন কমিশনের মতে, তাঁদের এই প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দিতেই এই আর্থিক সংস্কার। তবে সেই সঙ্গে ঘনিয়েছে আশঙ্কার মেঘও। কারণ ইতিমধ্যেই বিহারে শুরু হয়েছে স্পেশ্যাল ইনটেনসিভ রিভিউ। অনেকের অনুমান, অন্যান্য রাজ্যেও এমনটা শুরু হবে। বাংলাতেও হতে পারে বলেও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে শাসক দল। এই পরিস্থিতিতে অনেকেই দুয়ে দুয়ে চার করছেন যে, স্পেশ্যাল ইনটেনসিভ রিভিউ করার জন্যই এই ভাতা বাড়াল কমিশন। যদিও নতুন ভাতা কাঠামোকে স্বাগত জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের একাংশ। তাঁদের মতে, এতদিন এই কাজের জন্য খুবই সামান্য পারিশ্রমিক দেওয়া হত। নতুন কাঠামোতে ইনসেনটিভ ও স্থায়ী বেতন বৃদ্ধির ফলে কর্মীদের উৎসাহ অনেকটা বাড়বে এবং কাজের মানোন্নয়ন ঘটবে।

'ছাব্বিশের ভোটে তৃণমূল ৭০টা সিটও পাবে না', কী করতে হবে, জানিয়ে দিলেন মিঠুন

দুরন্ত বার্তা, ডায়মন্ড হারবার, ২৪ জুলাইঃ সম্প্রতি ডায়মন্ড হারবারের সভা থেকে ছাব্বিশের ভোট নিয়ে বড় ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেকের দাবি ছিল, আগামী ভোটে বাংলায় বিজেপি ৫০টা আসনও পাবে না। এদিন ভোটার তালিকা ইস্যুতে রাজ্যের শাসকদলকে আক্রমণ শানাতে গিয়ে এ প্রসঙ্গে বড় দাবি করেছেন অভিনেতা তথা বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তীও। মিঠুনের দাবি, ভোটার লিস্ট থেকে ভুয়ো ভোটার বের করে দিলে তৃণমূল ৭০টা সিটও পাবে না। ভিন রাজ্যে বাঙালিদের ওপর অত্যাচারের অভিযোগে বিজেপি এবং কেন্দ্রের সরকারের বিরুদ্ধে সরব তৃণমূল। অবিলম্বে অত্যাচার বন্ধ না হলে দেশজুড়ে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন ওই অভিযোগ উড়িয়ে মিঠুনের দাবি, দেশের কোথাও বাঙালিদের ওপর কোনও অত্যাচার হয়নি। আসলে সামনে ভোট, তাই তৃণমূল এটাকে ইস্যু করে কাজে লাগাতে চাইছে। বিজেপি নেতা, অভিনেতার বক্তব্য, কোথাও কোনও বাঙালির ওপর অত্যাচার বা কোনও সত্যিকারের নাগরিককে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে না। বেছে বেছে তাদেরই বাদ দেওয়া হচ্ছে যারা বেআইনিভাবে প্রবেশ করেছিলেন। এরপরই মিঠুন বোমা ফাটান। মিঠুনের দাবি, বাংলার ভোটার লিস্টে এই অনুপ্রবেশের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। ওরাও (তৃণমূল) জানে এদের (ভুয়ো নাগরিকদের) বেছে বেছে বার করে দিলে এরা ৭০টা সিটও পাবে না। তাই ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ হতেই তা আটকাতে তৃণমূল উঠে পড়ে লেগেছে। তবে তৃণমূলের এই আক্রমণের সামনে কর্মীরা যাতে মাথা নত না করেন, অনুপ্রবেশ ঠেকাতে যাতে কমিশনকে যোগ্য সাহায্য করা হয়, এ জন্য বাংলার সমস্ত নাগরিককে আহ্বান জানিয়ে মিঠুন বলেন, ''প্রতিটি এলাকায় কর্মীদের বলব, খোঁজখবর শুরু করুন, কারা অনুপ্রবেশ করে বাংলায় রয়েছে। কারও ওপর কোনও আক্রমণ হলে সরাসরি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। এজন্য দুটি ফোন নম্বরও এদিন দেন মিঠুন।''

ছাব্বিশে যদি কোনও মুসলিম উপমুখ্যমন্ত্রী হয়, অবাক হওয়ার কিছু নেই। দিলীপ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুলাইঃ নতুন দল গঠন করার কথা ঘোষণা করেছেন ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে অন্তত ৫০টি আসনে প্রার্থী দিতে তিনি চান। তৃণমূল বিধায়কের এই ঘোষণায় রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল পড়েছে। প্রশ্ন উঠছে, হঠাৎ কেন নতুন দল গঠনের কথা ঘোষণা করলেন ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক? হুমায়ুনের এই ঘোষণার পিছনে অন্য 'অভিসন্ধি' খুঁজে পাচ্ছেন রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষ। কী বললেন তিনি? হুমায়ুন কবীর একসময় কংগ্রেসে ছিলেন। বিজেপির হয়েও লোকসভায় প্রার্থী হয়েছিলেন। এবার তিনি নতুন দল গঠনের কথা ঘোষণা করেছেন। হুমায়ুনের এই ঘোষণা নিয়ে বৃহস্পতিবার দিলীপ ঘোষ বলেন, ''ওঁকে কেউ কোনওদিন ধরে রাখতে পারেনি। পশ্চিমবঙ্গে যত দল, সব করা হয়ে গিয়েছে। তাই নতুন দল করার দরকার।'' এরপরই দিলীপ বলেন, ''আমার যেটা মনে হচ্ছে, এতদিন উনি যেসব ডায়লগ দিতেন, সেসব শুধু ওঁর ইচ্ছে নয়, তৃণমূলও চাইত। যেদিকে পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি যাচ্ছে, ছাব্বিশে যদি কোনও মুসলিম উপমুখ্যমন্ত্রী হয়, অবাক হওয়ার কিছু নেই। আইএসএফ বা নতুন দলের যে কথা উঠছে, ১০০টা মুসলিম সিট জেতার মতো পরিস্থিতি আছে, নতুন দল হবে মুসলিমদের। তারা দাবি করবে, উপমুখ্যমন্ত্রী চাই তাদের। পরের বার বলবে, যে মুখ্যমন্ত্রী করবে মুসলিমকে, তাকে আমরা সাপোর্ট করব। সেই পরিস্থিতির দিকে আগের পরিস্থিতি আবার তৈরি হচ্ছে রাজ্যে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবটা জানেন।'' আর কয়েকমাস পরই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। সেই নির্বাচনে ভোট ভাগাভাগি হলে কি সুবিধা হবে বিজেপির? এই নিয়ে দিলীপ বলেন, ''আমরা কোনও ভাগাভাগিতে বিশ্বাস করি না। সবার সাথে, সবার বিকাশে

যোজনাবদ্ধভাবে এগোচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সব জানেন।'' পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় বাংলাদেশ হওয়ার দিকে এগোচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, ''বামপন্থীরা করে দিয়েছিল রাস্তা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই রাস্তা ধরে গাড়ি চালিয়ে এগোচ্ছেন। দেশভাগের বিশ্বাসী, এই স্লোগান আমরাই দিয়েছি। ভারতীয় সংবিধানের আঁধারে রাজনীতি করি আমরা। বিজেপি এই ভাবেই চলবে।'' এদিন তিনি আরও একবার জানিয়ে দেন, বিজেপির সঙ্গেই রয়েছেন। বলেন, ''গোটা পশ্চিমবঙ্গের কর্মীদের সঙ্গে আছি আমি।''

ব্রিটেনের সঙ্গে 'ঐতিহাসিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি' সই করল ভারত

লন্ডন, ২৪ জুলাইঃ বৃহস্পতিবার লন্ডনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল এবং ব্রিটেনের ব্যবসা ও বাণিজ্য সচিব জনাথন রেনল্ডস একটি ঐতিহাসিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এটি ব্রেক্সিটের পর স্বাক্ষরিত সবচেয়ে বড় বাণিজ্য চুক্তি এবং ভারতের সঙ্গে ব্রিটেনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাণিজ্যিক অংশীদারিত্ব। প্রধানমন্ত্রী মোদি জানান, এই চুক্তি দু'দেশের সমৃদ্ধির রূপরেখা। বহু বছরের পরিশ্রমের পর আজ এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে পৌঁছলাম। তিনি বলেন, এই চুক্তির ফলে বছরে ৩৪ বিলিয়ন ডলারের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। চুক্তির মাধ্যমে ভারতীয় টেক্সটাইল, জুতো, রত্ন ও গয়না, সামুদ্রিক খাবার এবং ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যের জন্য ব্রিটেনের বাজারে ঢোকা আরও সহজ হবে। পাশাপাশি কৃষিপণ্য ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্য রফতানির ক্ষেত্রেও নতুন সুযোগ আসবে। এতে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন ভারতের কৃষক, মৎস্যজীবী, যুব সম্প্রদায় ও ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্প ক্ষেত্র। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ''ভারতের জনগণ ব্রিটেনের তৈরি উন্নত মানের মেডিক্যাল ডিভাইস ও অ্যারোস্পেস পণ্য সহজলভ্য ও প্রতিযোগিতামূলক দামে পাবে।'' প্রধানমন্ত্রী স্টারমার বলেন, ''এই চুক্তি দুই দেশের মানুষের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। মজুরি বাড়বে, জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে এবং কর্মসংস্থান ও ব্যবসার সুযোগ তৈরি হবে। এটি ব্রেক্সিট পরবর্তী ব্রিটেনের সবচেয়ে বড় এবং অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য চুক্তি।'' চুক্তিটি ভারতের ক্ষেত্রেও তাৎপর্যপূর্ণ। এটি গত এক দশকে ভারতের কোনও উন্নত দেশের সঙ্গে করা প্রথম বড় বাণিজ্য চুক্তি। পাশাপাশি ব্রিটেনের জন্যও এই চুক্তি ইউরোপীয় ইউনিয়ন যাওয়ার পর সবচেয়ে অর্থবহ বাণিজ্যিক পদক্ষেপ। চুক্তির আওতায় ৯৯ শতাংশ ভারতীয় পণ্য ব্রিটেনের বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পাবে। এতে করে ২০৩০ সালের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য মূল্য ১২০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছনোর লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। এ ছাড়াও চুক্তিতে একটি সামাজিক নিরাপত্তা চুক্তিও রয়েছে, যার ফলে ভারতীয় কোম্পানিগুলি ব্রিটেনে কর্মী পাঠাতে পারবে দ্বিগুণ সামাজিক নিরাপত্তা খরচ ছাড়াই, যা ব্যবসার জন্য খরচ কমাবে। বর্তমানে ব্রিটেন ভারতের ষষ্ঠ বৃহত্তম বিনিয়োগকারী। দেশটিতে প্রায় ১,০০০ ভারতীয় কোম্পানি ১ লক্ষেরও বেশি মানুষকে নিয়োগ দিয়েছে এবং প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ভারতের ব্রিটেনে রফতানি হয়েছে ১৪.৫ বিলিয়ন ডলার, যা আগের বছরের তুলনায় ১২.৬ শতাংশ বেশি। অন্যদিকে, আমদানি বেড়েছে ২.৩ শতাংশ হারে, যা ৮.৬ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। এই ঐতিহাসিক চুক্তি দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে বলে মনে করছেন কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।

'ভাষা সন্ত্রাস বন্ধ হবে, কি হবে না?' গুরুগ্রাম-রাজস্থানে বাঙালি নিপীড়ন নিয়ে প্রশ্ন মমতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুলাইঃ ভিন রাজ্যে বাঙালি শ্রমিকদের উপর 'ভাষা সন্ত্রাস', পরিচয় যাচাইয়ের নামে হেনস্থা এবং বেআইনি ভাবে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানোর অভিযোগ তুলে কেন্দ্র এবং বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে ফের বিস্ফোরক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন টুইটে তিনি লেখেন, ভাষা সন্ত্রাস বন্ধ হবে, কি হবে না? মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, হরিয়ানার গুরুগ্রামের বিভিন্ন জেলা থেকে ধৃতদের বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ক্রমাগত রিপোর্ট পাচ্ছে। পরিচয় যাচাইয়ের অজুহাতে হরিয়ানা পুলিশ পশ্চিমবঙ্গের বাংলা ভাষাভাষী মানুষদের আটক করছে বলে অভিযোগ। ঘটনার প্রতিবাদে সোশ্যাল মাধ্যমে তিনি লেখেন, 'সেই সব বাঙালি নাগরিকদের সব কাগজপত্র ঠিকঠাক ছিল। তবু তাঁদের বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানো হয়েছে। আমাদের আধিকারিকদের কাছে তাঁদের উপযুক্ত নথির কপি এসেছে।' এই ঘটনা নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এই ধরনের ভাষাভিত্তিক অত্যাচার, নিপীড়ন আমরা সহ্য করব না। দয়া করে বন্ধ করুন এই ভাষা সন্ত্রাস।'

নিম্নচাপের প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গে প্রবল বৃষ্টির আশঙ্কা, মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কতা জারি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুলাইঃ উত্তর বঙ্গোপসাগরে ফের সক্রিয় নিম্নচাপ। মঙ্গলবার, তৈরি হয়েছে একটি নতুন নিম্নচাপ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় তা আরও শক্তি সঞ্চয় করবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। এই নিম্নচাপ পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে যাবে। ফলে দক্ষিণবঙ্গ এবং উত্তর ওড়িশার দিকে তার প্রভাব পড়বে সবচেয়ে বেশি। আবহাওয়াবিদদের মতে, নিম্নচাপের জেরে মঙ্গলবারই দুই ২৪ পরগনা ও দুই মেদিনীপুরে হতে পারে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি। পাশাপাশি হাওড়া, হুগলি, ঝাড়গ্রাম, বীরভূম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার কিছু কিছু জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। শুক্রবার, ২৫ জুলাই পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হতে পারে। বিশেষ করে পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে-পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ায় অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রবল। এছাড়াও পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হুগলি ও ঝাড়গ্রামে হবে ভারি বৃষ্টি। ২৬ জুলাই থেকে বর্ষার

দাপট কিছুটা কমলেও পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূমে চলবে ভারি বৃষ্টি। অন্য জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ২৭ জুলাই উপকূলবর্তী জেলা-উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুরে ভারি বৃষ্টির আশঙ্কা। এরই মধ্যে ২৮-২৯ জুলাই নতুন করে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হওয়ার পূর্বাভাসও মিলেছে। ফলে ওই সময়ে আরও এক দফা প্রবল বর্ষণ দেখা যেতে পারে দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। বিশেষ করে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, দুই বর্ধমান, মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, হাওড়া ও হুগলিতে কোথাও কোথাও অতি ভারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতা এবং আশেপাশের অঞ্চলেও ২৪ ও ২৫ জুলাই ভারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। ২৬-২৭ জুলাই মাঝারি বৃষ্টি চলবে, তবে ২৮-২৯ জুলাই ফের বাড়বে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ। অপরদিকে উত্তরবঙ্গেরও কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টি শুরু হবে ২৪ তারিখ থেকে। বিশেষত ২৫-২৭ জুলাই দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলায় বৃষ্টিপাত বাড়বে বলে পূর্বাভাস। সমুদ্র উত্তাল থাকবে ২৪ থেকে ২৮ জুলাই পর্যন্ত। তাই মৎস্যজীবীদের ওই সময় সমুদ্রে যেতে কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে এই নিম্নচাপের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়বে বলেই আশঙ্কা করা হচ্ছে।

মৃত্যুবার্ষিকীতে 'মহানায়ক' উত্তম কুমারকে স্মরণ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২৪ জুলাই ঃ মৃত্যুবার্ষিকীতে 'মহানায়ক' উত্তম কুমারকে স্মরণ ও শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা লিখেছেন, মহানায়ক উত্তম কুমার-এর মৃত্যু বার্ষিকীতে তাঁকে জানাই আমার অন্তরের শ্রদ্ধা। আমাদের সবার মনের মণিকোঠায় আজও উত্তমকুমার বাঙালির চিরন্তন ম্যাটিনি আইডল। তাই তাঁর মৃত্যুর পর ৫৪ বছর কেটে গেলেও, তাঁর প্রতি অনুরাগ আমাদের কিন্তু এতটুকুও কমেনি।মুখ্যমন্ত্রী আরও লেখেন, আমি গর্বিত, সিনেমায় ও বাঙালি মননে উত্তমকুমারের অনন্য অবদানকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমাদের সরকারই ২০১২ সাল থেকে বিশিষ্ট অভিনেতা-অভিনেত্রীদের স্বীকৃতি জানানোর জন্য মহানায়ক সম্মান পুরস্কার চালু করেছে। আমি রেলমন্ত্রী থাকার সময়ই টালিগঞ্জ মেট্রো রেলস্টেশনের নাম পাল্টে রাখা হয় ' উত্তমকুমার'। তাঁর নামাঙ্কিত 'উত্তম মঞ্চ'-কেও নতুন করে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। উত্তম কুমার বাঙালির স্বপ্নের মহানায়ক - চিরকালীন ভালোবাসা। তাঁর মৃত্যুদিনে আমি আর একবার তাঁকে আমার প্রণাম জানাই।

ভারত-ব্রিটেন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি, জয়রামের নিশানা

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই ঃ ভারত-ব্রিটেন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট বা এফটিএ) সই হবে বৃহস্পতিবার লন্ডনে। সেই উপলক্ষে লন্ডনে উপস্থিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এ নিয়ে নিশানা করে এক্স-এ একটি পোস্ট করলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ। তিনি লিখেছেন, ভারত চায় ব্রিটেন আরও একটি ও ভীষণ কার্যকরী এফটিএ ঘোষণা করুক। ফিউজিটিভ ট্রান্সফার এগ্রিমেন্ট। ভাগোড়োয়ানমিক্স মডেলের তিন নক্ষত্র এখনও ঘরে ফেরার অপেক্ষায়- বিজয় মাল্য, নীরব মোদী ও ললিত মোদী।

পরিযায়ী শ্রমিকের মৃতদেহ আনতে গিয়ে দুর্ঘটনা, প্রাণ গেল আরও দু'জনের

নদিয়া, ২৪ জুলাই ঃ নদিয়া জেলার শান্তিপুর থানার বেলঘড়িয়া ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোড়ালিয়া খাপড়া ঢাঙ্গার বাসিন্দা কানাই বিশ্বাস, বয়স ৪২। মহারাষ্ট্রের পুনেতে হোটেলে কাজ করতেন। সেখানেই অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর তাঁর মৃত্যু হয়। পরিবার তাঁর মৃতদেহ অ্যাম্বুলেন্সে করে বাড়িতে আনার উদ্যোগ নেয়।তাদের দুর্ভাগ্যজনকভাবে নাগপুরের কাছে সেই অ্যাম্বুলেন্স দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় অ্যাম্বুলেন্স চালক ও কানাই বিশ্বাসের আত্মীয় পঙ্কজ বিশ্বাসের। পরিযায়ী শ্রমিকের মৃতদেহ আনতে গিয়ে দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল আরও দু'জনের।

ভারতীয় পুরুষ ফুটবল দলের প্রধান কোচের পদের জন্য খালিদ, কনস্টানটাইন এবং তারকোভিচের নাম

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই ঃ অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের (এআইএফএফ) টেকনিক্যাল কমিটি বুধবার ঘোষণা করেছে যে তাঁরা ভারতীয় পুরুষ ফুটবল দলের প্রধান কোচের ভূমিকার জন্য তিনজনকে সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত করেছে। জামশেদপুর এফসি কোচ খালিদ জামিল, ভারতের প্রাক্তন বস স্টিফেন কনস্টানটাইন এবং কিরগিজস্তানের প্রাক্তন পুরুষ জাতীয় ম্যানেজার স্টেফান তারকোভিচ হলেন এই পদের জন্য সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত তিনজনের নাম।এই মাসের শুরুতে মানোলো মার্কেজ পুরুষদের জাতীয় দলের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করার পর থেকে পদটি শূন্য রয়েছে। কমিটি ঘোষণা করেছে যে তালিকা সংকুচিত করার আগে তারা এই মাসের শুরুতে প্রাপ্ত ১৭০টি আবেদন পর্যালোচনা করেছে।

২০০৬ মুম্বই ট্রেন বিস্ফোরণঃবম্বে হাইকোর্টের রায় স্থগিত করল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই ঃসম্প্রতি ২০০৬ সালে মুম্বইয়ে লোকাল ট্রেনে ধারাবাহিক বিস্ফোরণের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হওয়া ১২ জনকেই বেকসুর মুক্তি দিয়েছিল বম্বে হাই কোর্ট। উচ্চ আদালতের এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় মহারাষ্ট্রের সন্ত্রাসদমন শাখা (এটিএস)। শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাই, বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রন এবং বিচারপতি এনভি আঞ্জারিয়ার বেঞ্চ বৃহস্পতিবার মামলাটি শুনেছে। বৃহস্পতিবার বম্বে হাইকোর্টের রায় স্থগিত করেছে সুপ্রিম কোর্ট। তবে, সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করে জানিয়েছে, স্থগিতাদেশ অভিযুক্তদের জেল থেকে মুক্তির উপর প্রভাব ফেলবে না।উল্লেখ্য, মুম্বইয়ে লোকাল ট্রেনে বিস্ফোরণের ঘটনায় নিম্ন আদালত মোট ১২ জনকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল। তাঁদের মধ্যে ফয়জল শেখ, আসিফ খান, কমল আনসারি, ইথশাম সিদ্দিকি এবং নভেদ খানকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। বাকি সাত জনকে বিস্ফোরণে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ওই ১২ জনই নিম্ন আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন। গত সোমবার ওই ১২ জনকে বেকসুর খালাস ঘোষণা করে বম্বে হাই কোর্ট। বিচারপতি অনিল কিলোর এবং বিচারপতি শ্যাম চন্দ্রকের পর্যবেক্ষণ ছিল, যথোপযুক্ত প্রমাণের অভাব রয়েছে। তাই অভিযুক্তদের বেকসুর খালাস করা হল।

গণতন্ত্রের শিকড়ে সংবিধানই সর্বস্বঃনির্বাচন কমিশনের কড়া বার্তা সমালোচকদের

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাইঃসংবিধানই ভারতীয় গণতন্ত্রের জননী-এই মৌলিক সত্যকেই সামনে রেখে নিজেদের অবস্থান একবারে স্পষ্ট করল ভারতের নির্বাচন কমিশন। সাম্প্রতিক সময়ে বিরোধীদের একের পর এক প্রশ্ন, অভিযোগ এবং নির্বাচনী পদ্ধতি নিয়ে তুলকালামের প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার এক জরুরি বিবৃতি জারি করে নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দিল, তারা কোনও চাপ বা বিভ্রান্তির কাছে নতি স্বীকার করবে না। বরং গণতন্ত্রের প্রহরী হিসেবে সংবিধানের আদর্শেই অটল থাকবে কমিশনের কাজের রূপরেখা।এই বিবৃতির মাধ্যমে একদিকে যেমন কমিশন নিজের অবস্থান পুনরায় ব্যাখ্যা করেছে, তেমনই দেশের প্রতিটি নাগরিককে একটি গুরুত্বপূর্ণ চিন্তার খোরাক দিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের ভাষায়, ' সংবিধানই হল ভারতীয় গণতন্ত্রের জননী।'' এই বাক্যের মধ্যেই যেন ধ্বনিত হল স্বাধীন ভারতের সমস্ত নির্বাচনী নীতির ভিত্তি। সেই কারণেই নির্বাচন প্রক্রিয়ায়, সচেতন এবং তথ্যভিত্তিক পদক্ষেপের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, বিভিন্ন মহল থেকে যে ধরনের অভিযোগ এবং প্রশ্ন উঠছে, সেগুলির উত্তর একটাই-সংবিধান। একাধিক মহলে নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করা হচ্ছে। কেউ কেউ বলছেন, কমিশন রাজনৈতিক চাপের কাছে মাথা নত করছে। কেউ কেউ আবার বলছেন, একাধিক ভুলভ্রান্তি থেকে তৈরি হয়েছে আজকের ভোটার তালিকা-যেখানে মৃত, ভুয়া, বা বিদেশি ভোটারের নাম রয়েছে। এই প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনের কটাক্ষ, ' ভয়ে, নির্বাচন কমিশন কি কিছু মানুষের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে মৃত ভোটার, স্থায়ীভাবে অভিবাসী ভোটার, দু'টি স্থানে নিবন্ধিত ভোটার, ভুয়া ভোটার অথবা বিদেশী ভোটারদের নামে ভুয়ো ভোট দেওয়ার পথ তৈরি করবে?''-এ প্রশ্ন যেন ঘুরিয়ে একবারেই বুঝিয়ে দিল, তারা এমনকিছু করতেই পারে না যা সংবিধানের বিরোধী।নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য অনুযায়ী, তারা ভোটার তালিকাকে নিখুঁত ও বাস্তবসম্মত করার কাজ করছে নিরবচ্ছিন্নভাবে। তাদের ভাষায়, ' কমিশন কি একটি স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, সুষ্ঠু নির্বাচন এবং শক্তিশালী গণতন্ত্রের ভিত্তিপ্রস্তর, নিখুঁত ভোটার তালিকা প্রস্তুত করছে না?''-এই প্রশ্নের মধ্যে রয়েছে আত্মবিশ্বাস ও দায়বদ্ধতার বার্তা। কমিশন এও মনে করিয়ে দিয়েছে, রাজনৈতিক মতাদর্শের উর্ধ্বে উঠে এবার সমস্ত নাগরিকের উচিত গভীরভাবে ভাবা, সত্যিই কি দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করার সময় এসে গিয়েছে না?বর্তমানে, বিহার সহ একাধিক রাজ্যে ভোটার তালিকা নিয়ে বিস্তর বিতর্ক তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে বিহারে বসবাসকারী বাংলাদেশি অভিবাসীদের ভোটার তালিকায় থাকা বা মৃত ভোটারদের নাম মুছে না ফেলার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে বিরোধীরা। পাশাপাশি, এনআরসি, সিএএ, বা নাগরিকত্ব সংক্রান্ত রাজনীতির পটভূমিকায় এই বিতর্ক আরও ঘনীভূত হয়েছে। এরই মাঝে নির্বাচন কমিশনের এই বিবৃতি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।এই মুহূর্তে দেশে লোকসভা নির্বাচন আসন্ন। তার আগেই ভোটার তালিকা পর্যালোচনা, হালনাগাদ এবং বিতর্কিত নামগুলি মুছে ফেলা নিয়ে কাজ করছে কমিশন। এসময়ে কোনও রাজনৈতিক দল বা সংস্থা যদি এই প্রক্রিয়াকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বা পক্ষপাতদুষ্ট বলে মনে করে, তবে সেটি সরাসরি সংবিধানের প্রতি অবিশ্বাস প্রদর্শনের শামিল বলেই ইঙ্গিত দিয়েছে কমিশন। কমিশনের বক্তব্য, এই প্রশ্নগুলিতে, কখনও না কখনও, আমাদের সকলকে এবং ভারতের সমস্ত নাগরিককে রাজনৈতিক মতাদর্শের বাইরে গিয়ে গভীরভাবে ভাবতে হবে।এর আগেও একাধিকবার নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এক্ষেত্রে কমিশন ফের মনে করিয়ে দিয়েছে, ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা শুধুমাত্র প্রশাসনিক কাজ নয়, বরং এটি একটি নৈতিক ও সাংবিধানিক দায়িত্ব। একটি সুষ্ঠু, স্বচ্ছ এবং তথ্যনির্ভর ভোটার তালিকাই গণতন্ত্রের মেরুদণ্ড। ভুল বা ভুয়া নাম থেকে শুরু করে দ্বৈত নাম, মৃত ব্যক্তি বা বিদেশিদের উপস্থিতি-এসবই গণতন্ত্রকে দুর্বল করে। ফলে, কমিশনের স্পষ্ট বার্তা-এবার এর বিরুদ্ধে কঠোর হতে হবে, সংবিধানের নির্দেশ মেনেই।এই বিবৃতিতে আরও একটি দিক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। নির্বাচন কমিশন শুধু সমালোচনার জবাব দেয়নি, বরং নাগরিকদের দায়িত্বও মনে করিয়ে দিয়েছে। যে কোনও গণতান্ত্রিক দেশে কেবলমাত্র সংস্থা নয়, সাধারণ মানুষও গণতন্ত্রের অংশীদার। তাই এই মুহূর্তে সমস্ত নাগরিকের কর্তব্য-তথ্য যাচাই করা, সচেতন থাকা এবং যুক্তিসঙ্গত আলোচনা করা। কমিশনের বার্তা স্পষ্ট-' এসেছে ভাবার, কেবল রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে গিয়ে. দেশের গণতন্ত্রকে কতটা রক্ষা করা যায়।''এবারে কমিশনের এই বক্তব্যকে কেন্দ্র করে নতুন করে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। ইতিমধ্যেই বিরোধী দলগুলি কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে বারবার প্রশ্ন তুলে এসেছে। আগামী দিনে এই বিবৃতিকে হাতিযার করে হয়তো কমিশন নিজেকে আরও দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চাইবে গণমাধ্যম ও রাজনৈতিক আঙ্গিনায়।যদিও প্রশ্ন এখানেই শেষ নয়। ভোটার তালিকার ভুল শুধরে কমিশন কতটা কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারে, কতটা স্বচ্ছতা বজায় রাখা যায়, আর কতটা তথ্য-প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার হয়, সেটাই আগামী নির্বাচনের আগে বড় পরীক্ষা হয়ে উঠবে। তবে এই মুহূর্তে নির্বাচন কমিশন নিজের অবস্থান পরিস্কার করে জানিয়ে দিল, সংবিধানের ছত্রছায়ায় থেকেই তারা পরিচালিত হবে এবং কোনও প্রকার ভ্রান্ত পথে পা রাখবে না।সারকথা, নির্বাচন কমিশনের এই বিবৃতি শুধুমাত্র একখানি প্রতিক্রিয়া নয়, বরং গণতন্ত্রে বিশ্বাসী প্রতিটি ভারতীয়ের কাছে একটি সজাগবার্তা। সংবিধানকে সম্মান জানিয়ে যে কাজ শুরু হয়েছিল স্বাধীন ভারতের প্রভাতবেলায, সেই আলোয় পথ হাঁটতেই এখন সকলে মিলিত হোন-এই আশাই রেখেছে কমিশন। রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে সকল নাগরিকের উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশনের এই বার্তা যেন একপ্রকার গণতন্ত্রের পুনর্জাগরণের ডাক।

তিন দিন ঝাড়খণ্ডে ভারী বৃষ্টিপাত, জারি কমলা সতর্কতা

রাঁচি, ২৪ জুলাই ঃ শুক্রবার থেকে তিন দিন ধরে ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে আবহাওয়া দফতর কমলা সতর্কতা জারি করেছে।শুক্রবার যেসব এলাকায় অতি ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব জেলাগুলি। এছাড়াও, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাগুলির কিছু অংশ বাদে বাকি এলাকাগুলিতে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও, কিছু জায়গায় বজ্রপাতের সাথে বৃষ্টি এবং ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে হাওয়া বইতে পারে।শনিবার দক্ষিণ ও মধ্যাঞ্চলের কিছু অংশে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কিছু অংশে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও, ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে তীব্র বাতাস বইতে পারে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। ২৭ জুলাই রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কিছু অংশে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও, পশ্চিমাঞ্চল এবং সংলগ্ন মধ্যাঞ্চলের কিছু জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। আবহাওয়া অধিদফতর এই অঞ্চলের কিছু জায়গায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার

মধ্যপ্রাচ্যের উত্তপ্ত প্রেক্ষাপটে সংলাপই একমাত্র পথঃরাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের কূটনৈতিক বার্তা

নিউইয়র্ক, ২৪ জুলাইঃবিশ্ব যখন মধ্যপ্রাচ্যের ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা ও হিংসার আতঙ্কে বিপর্যস্ত, তখন রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় শান্তির বার্তা দিল ভারত। রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত হরিশ পি. এই আলোচনায় অংশ নিয়ে এক গম্ভীর ও সংযত ভাষণে জানালেন, মধ্যপ্রাচ্যের দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা কোনওভাবেই সামরিক পদক্ষেপ বা সংঘর্ষ দিয়ে সমাধান করা যাবে না। শান্তি স্থাপনের একমাত্র পথ হল সংলাপ ও কূটনৈতিক উদ্যোগ-এমনটাই স্পষ্ট করে দিল ভারতের অবস্থান।প্যালেস্টাইন-সহ সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের ত্রৈমাসিক উন্মুক্ত আলোচনায় ভারত তার ঐতিহ্যগত ও নীতিগত অবস্থানকেই তুলে ধরল। রাষ্ট্রদূত হরিশ পি. জানান, সামনের পথ স্পষ্ট এবং ভারত এই বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে আসছে। চলমান মানবিক দুর্ভোগ অব্যাহত রাখা উচিত নয়। তাঁর কথায়, পরিস্থিতি গুরুত্ব শুধু রাজনৈতিক স্তরেই নয়, মানবিক স্তরেও অত্যন্ত জটিল। বিশেষত, সাধারণ মানুষের উপর যে নিদারুণ প্রভাব পড়ছে, তার জন্য অবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ জরুরি।এই আলোচনায় রাষ্ট্রদূত যে চারটি বিষয়ে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন, তা হলযুদ্ধবিরতির দ্রুত বাস্তবায়ন, মানবিক সহায়তার নিরাপদ ও টেকসই সরবরাহ, পণবন্দিদের অবিলম্বে মুক্তি এবং সর্বোপরি, কূটনৈতিক সংলাপের মাধ্যমে স্থায়ী শান্তির দিশা খোঁজা। হরিশ পি.-র বক্তব্য অনুযায়ী, শান্তির কোনও বিকল্প নেই। যুদ্ধবিরতি কার্যকর করতে হবে। সমস্ত পণবন্দিকে মুক্তি দিতে হবে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংলাপ এবং কূটনীতিই একমাত্র কার্যকর পথ।ভারতের এই অবস্থান নতুন নয়। বহু দশক ধরেই প্যালেস্টাইন সমস্যা থেকে শুরু করে সিরিয়া, লেবানন কিংবা ইয়েমেন-প্রতিটি সংকটেই ভারত এক সুসংহত ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়েছে। ভারতের পররাষ্ট্রনীতি বরাবরই দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও অহিংস পন্থার উপর জোর দিয়েছে। এবারও রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের এই বক্তব্য সেই ধারাবাহিকতাকেই বজায় রাখল।বিশ্ব রাজনীতির বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই মুহূর্তে যেখানে গাজা, পশ্চিম তীর এবং ইজরায়েল সহ পুরো মধ্যপ্রাচ্য আগুনের রেখায় ঘেরা, সেখানে ভারতের মত একটি বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশের এই বার্তা শুধু রাজনৈতিক নয়, নীতিগত দিক থেকেও এক গুরুত্বপূর্ণ হস্তক্ষেপ। সাম্প্রতিক গাজা-ইজরায়েল সংঘর্ষে বহু সাধারণ নাগরিক নিহত ও আহত হয়েছেন, লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহীন, খাদ্য ও ওষুধ সংকটে বিপর্যস্ত। এই পরিস্থিতিতে মানবিক সহায়তার প্রশ্নে জাতিসঙ্ঘে ভারতের জোরালো বার্তা স্পষ্টতই একটি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। ভারতের এই বার্তা মধ্যপ্রাচ্যের উভয় পক্ষের কাছেই একটি সংযত বার্তা হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। ভারত একদিকে যেমন ইজরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে, তেমনই প্যালেস্টাইনবাসীর ন্যায্য অধিকার ও স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্নকেও সমর্থন জানিয়েছে। এই ব্যালান্সড স্টান্স ভারতের পররাষ্ট্রনীতির একটি বড় বৈশিষ্ট্য বলেই মনে করেন বিশ্লেষকরা। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মঞ্চে এই মুহূর্তে বহু রাষ্ট্রই কেবল বিবৃতি দিয়ে নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করছে, কার্যকর সমাধানের পথে বাস্তব উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। এই প্রেক্ষিতে ভারতের এই বার্তা-যেখানে সংলাপকে সর্বাগ্রে রাখা হয়েছে-তা বিশ্বশান্তির নীতিগত ভিত্তিকে আরও শক্ত করতে পারে। যুদ্ধবিরতি শুধু সাময়িক বিরতি নয়, বরং সেটি দীর্ঘস্থায়ী শান্তির দিকে যাওযার সেতুবন্ধন হতে পারে-এমন ধারণাতেই আস্থা রাখছে ভারত।ভারতের বক্তব্যে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে মানবিক সহায়তা শব্দটি। গাজা ও অন্যান্য সংঘর্ষবিধ্বস্ত অঞ্চলে ওষুধ, খাবার, জ্বালানি পৌঁছানোর ব্যবস্থা যেন বাধাপ্রাপ্ত না হয়, তা নিশ্চিত করাও একান্ত জরুরি বলে মনে করছে ভারত। এর জন্য প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে একযোগে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়েছে। ভারত মনে করে, কূটনীতির মাধ্যমেই যদি একটি নিরপেক্ষ ও স্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করা যায়, তাহলে সেই প্রেক্ষাপটে মানবিক সহায়তাও কার্যকরভাবে পৌঁছবে প্রকৃত প্রয়োজনে।ভারত এই মঞ্চে আবারও স্মরণ করিয়ে দিয়েছে-জাতিসঙ্ঘের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য হল শান্তি এবং নিরাপত্তা বজায় রাখা। তাই এই সংস্থা কেবল বিবৃতি বা পর্যবেক্ষকের ভূমিকায় নয়, বাস্তব সমাধানে সক্রিয় অংশগ্রহণে বিশ্বাস করুক-এমনটাও চায় ভারত। তার জন্য আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সদিচ্ছার পাশাপাশি দরকার কঠোর নীতিগত অবস্থান।ভ্ভসাম্প্রতিক বিশ্ব পরিস্থিতিতে ভারতের এই ভূমিকা যে কেবল কূটনৈতিক নয়, বরং এক মানবিক নেতৃত্বের পরিচয়-তা স্বীকার করছেন বহু আন্তর্জাতিক বিশ্লেষক। শান্তির প্রশ্নে ভারত আবারও প্রমাণ করল, সংঘর্ষ নয়, সমঝোতা ও সংলাপই বিশ্বের ভবিষ্য গড়তে পারে। জাতিসঙ্ঘের মত গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চে এই বার্তা যেমন মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন পক্ষকে অনুপ্রাণিত করতে পারে, তেমনই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভবিষ্য পথে ভারতকে আরও নির্ভরযোগ্য কণ্ঠস্বর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করল।

লন্ডনে প্রধানমন্ত্রীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা, প্রবাসী ভারতীয়দের আপ্যায়নে মুগ্ধ মোদী

লন্ডন ও নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই ঃ লন্ডনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন প্রবাসী ভারতীয়রা। লন্ডনে বসবাসকারী প্রবাসী ভারতীয়দের আপ্যায়নে মুগ্ধও হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। বৃহস্পতিবার ভোররাতে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে বেশ কয়েকটি ছবি তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, ব্রিটেনে প্রবাসী ভারতীয়দের উষ্ণ অভ্যর্থনায় মুগ্ধ। ভারতের অগ্রগতির প্রতি তাঁদের স্নেহ এবং আবেগ সত্যিই হৃদয়গ্রাহী।ভারতীয় সময় অনুযায়ী, বুধবার গভীর রাতে লন্ডনে পৌঁছনোর পর এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, লন্ডনে অবতরণ করলাম। এই সফর আমাদের দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমাদের জনগণের জন্য সমৃদ্ধি, প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া হবে। বিশ্বের অগ্রগতির জন্য ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে একটি শক্তিশালী বন্ধুত্ব অপরিহার্য।

এসআইআর ইস্যুতে সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ বিরোধীদের, উত্তাল লোকসভা

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই ঃবিহারে বিশেষ নিবিড় পর্যালোচনা (এসআইআর) ইস্যুতে বৃহস্পতিবারও সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন বিরোধীরা। বৃহস্পতিবার অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে, সংদ ভবন চত্বরে মকর দ্বারে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন বিরোধী দলের সাংসদরা। উপস্থিত ছিলেন সোনিয়া গান্ধী-সহ অন্যান্য বিরোধী দলের নেতারা।কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ বলেন, আমরা গত ৩ দিন ধরে দাবি করে আসছি, এসআইআর নিয়ে আলোচনা হোক, কিন্তু এখনও পর্যন্ত বিজেপি মন্ত্রীর তরফ থেকে কোনও উত্তর আসেনি। আমরা কেবল তাদের জিজ্ঞাসা করতে চাই এসআইআর নিয়ে আলোচনা হবে কিনা। হ্যাঁ কি না, তারা উত্তর দেওয়ার পর, সংসদের কার্যক্রম শুরু হতে পারে। আম আদমি পার্টির সাংসদ সঞ্জয় সিং বলেন, দিল্লিতে বসবাসকারী পূর্বাঞ্চলীয় এবং বিহারিদের বাড়িঘর এবং দোকান ভেঙে ফেলা হচ্ছে। আমরা এর প্রতিবাদ করেছি। পূর্বাঞ্চলের সমাজবাদী পার্টির সাংসদরাও আমাদের প্রতিবাদকে সমর্থন করেছেন। আমরা দিল্লির মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছি যারা কষ্ট পাচ্ছেন, বিহারের মানুষ দিল্লিতে সমস্যায় পড়ছেন, বিহারের ভোটার তালিকা থেকে তাদের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে, এই কারণেই আমরা প্রতিবাদ করছি।বিরোধীদের তীব্র নিন্দা করে বিজেপি সাংসদ রবি শঙ্কর প্রসাদ বলেছেন, বিরোধীরা বিশেষ করে কংগ্রেস, সংসদকে চলতে দিচ্ছে না। তারা বাইরে এসে বলে যে তাদের কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না, কিন্তু তারা সংসদে আলোচনায় অংশ নেয় না, এর অর্থ কী? আমরা বলতে চাই, বিরোধীদের আলোচনা করা উচিত, আমরা আলোচনার জন্য প্রস্তুত। তারা আলোচনা থেকে পালিয়ে যাচ্ছে।এদিকে, বৃহস্পতিবারও উত্তাল হল সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভা। এদিন বেলা এগারোটা থেকে অধিবেশন শুরু হলে, বিরোধীরা বিভিন্ন ইস্যুতে স্লোগান দিতে থাকেন, তাই লোকসভার অধিবেশন প্রথমে দুপুর বারোটা পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয়। পরে অধিবেশন শুরু হলেও একই পরিস্থিতি বজায় থাকে। তাই দুপুর দু'টো পর্যন্ত লোকসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়।

লড়েছেন গুরুত্বপূর্ণ মামলা, রাজ্যসভায় শপথ নিলেন উজ্জ্বল নিকম

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই ঃ রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে বৃহস্পতিবার শপথ নিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী উজ্জ্বল নিকম। সম্প্রতি উজ্জ্বল নিকমকে রাজ্যসভায় মনোনীত করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। আর বৃহস্পতিবার রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে শপথ নেন উজ্জ্বল নিকম। ২০০৮ সালের ২০১১ মুম্বই হামলায় ধৃত একমাত্র জঙ্গি অজমল আমির কসাবের বিচারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন বিশিষ্ট সরকারি আইনজীবী উজ্জ্বল। সন্ত্রাসবাদ বিরোধী আইনের অধীনে অকাট্য সাক্ষ্যপ্রমাণ পেশ করে আদালতে কসাবের অপরাধ প্রমাণের পথ সুগম করেছিলেন তিনি।শুনানিতে নিকম বার বার বলেছিলেন, কসাব কোনও ' যুবক' নয়, বরং একটি বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের মুখ্য অংশ। ২০১০ সালে আদালত কসাবকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে এবং পরবর্তী পর্যায়ে সেই রায় সুপ্রিম কোর্ট ও রাষ্ট্রপতির দ্বারাও অনুমোদিত হয়। অবশেষে, ২০১২ সালের ২১ নভেম্বর কসাবের ফাঁসি কার্যকর হয়। পাশাপাশি ১৯৯৩ মুম্বইয়ে ধারাবাহিক বিস্ফোরণ, গুলশন কুমার হত্যা, প্রমোদ মহাজন হত্যার মতো গুরুত্বপূর্ণ মামলার আইনজীবী ছিলেন তিনি। পাশাপাশি ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে মুম্বই উত্তর-মধ্য কেন্দ্রে উজ্জ্বল নিকমকে প্রার্থী করে বিজেপি। তবে কংগ্রেস প্রার্থীর কাছে হেরে যান তিনি।

সদনে কথা বলতে দেওয়া হয় না বিরোধীদেরঃপ্রিয়াঙ্কা পাল্টা কটাক্ষ কঙ্গনার

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাই ঃ সদনে কথা বলতে দেওয়া হয় না বিরোধীদের, এমনটাই অভিযোগ করলেন কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা। পাল্টা কটাক্ষ করেছেন অভিনেত্রী তথা বিজেপি সাংসদ কঙ্গনা রানাউত। কঙ্গনা বৃহস্পতিবার বলেছেন, বিরোধী দলের কিছু দায়িত্ব থাকে। দেশ সংসদে তাঁদের আচরণ দেখছে।কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী এদিন বলেন, বিরোধী নেতারা যখনই কথা বলতে চান, তখনই তাঁদের কথা বলতে দেওয়া হয় না। আমরা আলোচনার জন্য বলছি তাঁদের একমত হওয়া উচিত। গত অধিবেশনে, আমি অবাক হয়েছিলাম যে সরকারি বেঞ্চ থেকে বিশৃঙ্খলা শুরু হচ্ছিল। তাঁরা এমন একটি বিষয় বেছে নিত যাতে আমরা তাঁর প্রতিক্রিয়া জানাই, এবং তারপরে হাঙ্গামা শুরু হত, এবং তারপরে সংসদ মুলতবি হয়ে যেত। এটা তাঁদের জন্য ঠিক আছে।কঙ্গনা বিরোধীদের ভূমিকার সমালোচনা করে বলেছেন, বিরোধী দলের কিছু দায়িত্ব আছে। দেশ সংসদে তাঁদের আচরণ দেখছে। তাঁরা সংসদে অপ্রয়োজনীয় হট্টগোল করে গণতন্ত্র এবং সংবিধানকে গলা টিপে ধরছে। তাঁরা প্রতিদিন ওয়েলের ভেতরে প্রবেশ করে। মন্ত্রীরা প্রতিদিন ভালোভাবে প্রস্তুত হয়ে আসেন, কিন্তু তাঁরা কাউকেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে দেন না।

রাশিফল

মেষঃযেকোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত দুপুরের পর নিন। কর্মস্থলে সহকর্মীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলুন। ব্যবসায় ভালো সময় আসবে। অর্থ প্রাপ্তি ঘটবে। সঞ্চয়ের দিকে মন দিন। সপরিবারে ভ্রমণের শুভ যোগ রয়েছে। সন্তানের জন্য অযথা চিন্তা করবেন না। দাঁতের ব্যথায় কষ্ট পাবেন। শুভ দিন হবে।

বৃষঃ সম্পত্তি সংক্রান্ত দীর্ঘদিনের বিবাদের অবসান হবে। চাকরি পরিবর্তনের সম্ভাবনা আছে। ভাই-বোনের থেকে আর্থিক সুবিধা পেতে পারেন। নতুন প্রেমের সম্পর্কে জড়াতে পারেন। কোনও পরিচিত ব্যক্তি আপনার সারল্যের সুযোগ নিতে পারে। ন্যায্য পাওনা পেতে দেরি হবে। বিবাহের যোগ হবে।

মিথুনঃকর্মস্থলে পরিশ্রম বাড়বে। সম্পত্তি কেনার-বেচার সুযোগ মিলতে পারে। ব্যবসায় নতুন সুযোগ আসবে। সন্তানের পড়াশোনা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ার সম্ভাবনা। দাম্পত্য জীবনে ঘাত-প্রতিঘাত বা।তে পারে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাবধান হোন।

কর্কটঃজীবনসঙ্গীর স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বাড়বে। নিকট আত্মীয়ের ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। বিচ্ছিন্ন হওয়া যোগাযোগ আবার স্থাপন হবে। কোথাও বেড়াতে যেতে পারেন। ইলেকট্রনিক্স, বিনোদন ও চামড়াজাত ব্যবসায় লাভ হবে। তীর্থভ্রমণ হতে পারে। চিকিৎসার খরচ বাড়বে।। বিবাহের যোগ।

সিংহঃনিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করুন। কোনও দু ঃসংবাদ পেতে পারেন। নিজের দায়িত্ব থেকে সরবেন না। কর্মক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হতে পারে। পিতার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বাড়বে। শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষায় নতুন যোগাযোগ। স্ত্রীর পরামর্শ মেনে চলুন। ভ্রমণের শুভ যোগ রয়েছে।

কন্যাঃ পারিবারিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ক্রনিক রোগের সমস্যা বাড়তে পারে। ঋণ দেওয়া ও নেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্ক থাকুন। দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পে বিনিয়োগে থেকে বিরত থাকুন। হঠকারী সিদ্ধান্ত ভুল হতে পারে। উচ্চশিক্ষায় ভালো সুযোগ আসতে পারে। সংসারে শান্তি

তুলাঃবিনিয়োগের আগে কোনও অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নিন। সৃজনশীল কাজে সাফল্য পাবেন।

বৃশ্চিকঃঅত্যধিক ভ্রমণ আপনাকে উন্মত্ত করে তুলবে। আজ আপনি সহজেই মূলধন- অনাদায়ী ঋণ জোগাড় করতে পারবেন- বা নতুন প্রকল্পে কাজ করার জন্য পুঁজির অনুরোধ করতে পারেন। শুভদিন

ধনুঃআজকের দিনটি উৎসাহ এবং নতুন সম্ভাবনায় পূর্ণ থাকবে। সংসারে শান্তি হতে পারে আজকে।

মকরঃ বিদেশ ঘুরে আপনি আপনার জ্ঞান বাড়াতে চান, কিন্তু এখন অবধি ভাগ্য আপনার অনুকূলে ছিল না। উচ্চশিক্ষার জন্য চেষ্টা করার জন্য আজকে একটি ভালো দিন।

কুম্ভঃ বিদেশ ভ্রমণের শুভ যোগ রয়েছে। পুরনো কোনও সমস্যার সমাধান হতে পারে। ব্যবসায় লাভের মুখ দেখবেন। কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব পাবেন। ধর্মে আগ্রহ বা।বে। পিতার স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা বা।বে। চিকিসায় খরচের সম্ভাবনা।

মীনঃ সন্তান লাভের সুখবর পেতে পারেন। নতুন গাড়ি কেনার

আবহাওয়া

দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে ফের ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথা জানালো আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আগামী ২৮ জুলাই, সোমবার পর্যন্ত দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই মর্মে বেশ কিছু জেলায় হলুদ ও কমলা সতর্কতাও জারি করা হয়েছে। আগামী কিছু দিন সমুদ্রে যেতেও মস্যজীবীদের বারণ করা হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, নিম্নচাপ অঞ্চলের প্রভাবে আবারও ভারী বৃষ্টি শুরু হতে চলেছে। বৃহস্পতিবারের মধ্যে উত্তর বঙ্গোপসাগরে নতুন করে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হতে পারে। এ ছাড়া, এই মুহূর্তে রাজ্যে বেশ সক্রিয় রয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। ফলে বঙ্গোপসাগর থেকে স্থলভাগে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে। এর প্রভাবে ভারী বৃষ্টিতে ভিজবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৩ ডিগ্রি বেশি। তাপমাত্রা- ৩১ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনির্ম্ন- ২৬ ডিগ্রী সেললিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯০ শতাংশ এবং ৭২সর্বনিম্ন শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ১.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয় ।জোয়ার- সকাল ০৯টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১০টা ৫৫মনিট । ভাটা- দুপুর ০৩টা ৫৫মনিট এবং রাত ১০টা ৫৫মনিট । সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ০১মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ২২মিনিটে

দুর্ঘটনায় জখম মেছো বিড়াল, পরিবেশ কর্মীদের তৎপরতায় উদ্ধার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ দুর্ঘটনায় জখম মেছো বিড়াল, পরিবেশ কর্মীদের তৎপরতায় উদ্ধার। শুশ্রুষার জন্য তুলে দেওয়া হলো বন দফতরের হাতে। হাওড়ার জুজারসাহা বাগানগোড়া কৌটোপোতা শ্মশানের সামনে ওই ঘটনা ঘটে। একটি মেছো বিড়াল রাস্তা পারাপারের সময় বাইকের ধাক্কা খেয়ে জখম হয়। তার মাথা এবং সামনের পায়ে গুরুতর চোট লাগে। রাস্তাতেই রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে ছটফট করতে থাকে মেছো বিড়ালটি। তা দেখে ভিড় জমে যায় সেখানে। নরেন মন্ডল নামের স্থানীয় এক ব্যক্তি মেছো বিড়ালটিকে আগলে রেখে পরিবেশ কর্মী শুভজিৎ মাইতিকে ফোন করেন। এরপর সেখানে সকলে ছুটে গিয়ে মেছো বিড়ালটিকে রাস্তা থেকে উদ্ধার করা হয়। পাশাপাশি বন বিভাগকেও খবর দেওয়া হয়। বন দফতরের কর্মীরা এসে আহত প্রাণীটিকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান। মেছো বিড়ালটি প্রাণে রক্ষা পায়।

খড়দহে ছেঁড়া বিদ্যুতের তারে মৃত্যু যুবকের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ গভীর রাত থেকে আলিপুর হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস মিলে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয়েছে তুমুল ঝড় ও বৃষ্টি। সেই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যেই ঘটে গেল এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। উত্তর ২৪ পরগনার খড়দহে বিদ্যুতের ছেঁড়া তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের। ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে, ক্ষোভে ফুঁসছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বিদ্যুৎ দপ্তরের গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে প্রবলভাবে। স্থানীয় সূত্রে খ বর, বৃহস্পতিবার সকালেও বৃষ্টি চলছিল খড়দহ সহ বিভিন্ন জেলায়। সেই আবহাওয়াতেই নিজের সাইকেল নিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছিলেন ওই যুবক। খড়দহের রহড়া কেরুলিয়া এলাকায় রাস্তার ওপর ছিঁড়ে পড়ে ছিল একটি বিদ্যুতের তার। সেই তারে পা পড়ে যায় যুবকের। সঙ্গে সঙ্গেই তড়িদাহত হয়ে ছিটকে পড়েন তিনি। গুরুতর আহত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকেন ওই যুবক। পরে ঘটনাটি দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা ছুটে আসেন এবং সঙ্গে সঙ্গে খবর দেন খড়দহ থানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ এবং দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। ঘটনাস্থলে আসে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরাও। তবে তাঁদের ঘিরে ক্ষোভ উগরে দেন স্থানীয়রা। তাঁদের দাবি, বিদ্যুৎ দপ্তরের গাফিলতির কারণেই এই দুর্ঘটনা। দুর্যোগের মধ্যেও ছেঁড়া তার সঠিক সময়ে সরানো হয়নি বা জায়গাটি ঘিরে সতর্কতা বার্তা জারি করা হয়নি;এই অভিযোগ তুলেছেন এলাকাবাসী। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, এখনও মৃত যুবকের পরিচয় জানা যায়নি। দেহের ময়নাতদন্ত করা হচ্ছে ও আশপাশের থানাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে, যাতে দ্রুত পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়। তদন্তকারীরা জানান, এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের জিজ্ঞাসাবাদও শুরু হয়েছে। এই দুর্ঘটনা ফের একবার রাজ্যের বিদ্যুৎ সরবরাহ ও দুর্যোগ মোকাবিলা ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল বলে মনে করছেন অনেকেই। স্থানীয়দের দাবি, শুধু রিপোর্ট তৈরি নয়, দায়ীদের খুঁজে বার করে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করুক প্রশাসন।

পুলিশ ও অগ্নিনির্বাপণ দপ্তরের যৌথ মহড়া

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ নববারাকপুর নব বারাকপুর শহরে সর্বপ্রথম পুলিশ ও অগ্নিনির্বাপণ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল যৌথ মহড়া। এই যৌথ মহড়ায় অংশগ্রহণ করে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সিআইএফ বাহিনী যারা মাওবাদী দমনে বিশেষ ভূমিকার পরিচয় দিয়েছিল। তৎসহ নববারাকপুর থানা এবং অগ্নিনির্বাপণ দপ্তরের কর্মীরা যৌথ মহড়ায় অংশগ্রহণ করেন বুধবার বিকেলে থানার নিকটস্থ একটি অসম্পূর্ণ নির্মীয়মাণ আবাসনে এবং স্থানীয় রেলওয়ে স্টেশন লাগোয়া এই যৌথ মহড়ার আয়োজন করা হয়। কোন জঙ্গী বা অপরাধী আত্মগোপন করলে কেমন করা সাধারণ মানুষকে উদ্ধার করা যাবে এবং অপরাধী বা দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করা যাবে সে বিষয়ে মহড়া দেন বিশেষ সিআইএফ বাহিনী। অন্যদিকে আগুন লাগলে সেই পরিস্থিতিতে কেমন করে তার মোকাবিলা করতে হবে তা দেখান অগ্নিনির্বাপণ দপ্তরের কর্মীরা। স্বভাবতই নববারাকপুর শহরে প্রথমবার এমন যৌথ মহড়া দেখে পথচলতি সাধারণ মানুষ কিছুটা চমকে ওঠেন এবং পরে যখন বুঝতে পারেন এটা পুলিশ ও অগ্নিনির্বাপণ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে বিশেষ মহড়া তখন তারা স্বস্তিলাভ করেন।

মালদায় ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু একজনের

মালদা স্টেশন ঢোকার আগে মালঞ্চ পল্লী রেলগেট সংলগ্ন এলাকায় ট্রেনে কেটে মৃত্যু হল হবিবপুর ব্লকের এক পরিযায়ী শ্রমিকের। শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কলাইবাড়ি এলাকার বাসিন্দা। হায়দ্রাবাদ থেকে কাজ করে বাড়ি ফেরার সময় ট্রেনের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় হঠাৎ ছিটকে পড়েন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। মৃতের নাম মঙ্গল হালদার বয়স আনুমানিক ৪২ বছর। সমাজ সেবি নিতাই মন্ডল তড়িঘড়ি করে শুনতে পেয়ে ছুটে যান মৃত্যু পরিবারের বাড়ি তার পরিবারকে সৎকার্য করার জন্য অর্থ সাহায্য করে এবং তার পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।এলাকার স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত মেম্বার সহ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য পম্পা বর্মনকে টেলিফোন মারফত যোগাযোগ করা হলে তিনি এই ঘটনায় অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করেন এবং পরিবারকে সমবেদনা জানান। তিনি আরো বলেন ব্লক প্রশাসনকে আমি এই ঘটনা জানাবো এবং পরিবারের পাশে থেকে যাতে সরকারি সুযোগ সুবিধা পাই তার জন্য সুপারিশ করব।

ক্লাসরুম লাইব্রেরী খুলে দিল এক নব দিগন্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ রাজ্য সমগ্র শিক্ষা মিশন তথা রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশ মোতাবেক বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের অধীন নির্মল বিদ্যালয় ও শিশু মিত্র পুরস্কার প্রাপ্ত মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চালু হয়েছে ক্লাসরুম লাইব্রেরীতে পাঠদান। প্রতি সপ্তাহের শনিবার- আনন্দ পরিসরের দিন। এই দিন মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা লাইব্রেরী বই পড়ে জ্ঞান লাভ করছে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাদের সহযোগিতা করছেন। ক্লাসরুম লাইব্রেরী থেকে ছড়া, কবিতা, গল্প, মহাপুরুষের জীবন কাহিনী ইত্যাদি পাঠ করে ছাত্রছাত্রীরা নতুন দেশ গড়ার অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছে। ছাত্র-ছাত্রীদের কণ্ঠে এখন শোনা যায়-

আমরা লিখবো, আমরা পড়বো
আমরা সুন্দর স্বপ্নের দেশ গড়বো।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাননীয় মধুসূদন দে মহাশয় জানান যে, বিদ্যালয় থেকে প্রতিবছর খুব ভালো রেজাল্ট করে ছাত্র-ছাত্রীরা উত্তীর্ণ হচ্ছে। এতে বিদ্যালয়ের সুনাম যেমন বাড়ছে। তেমনি ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও বাড়ছে। বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা দেবলীনা ঘোষাল মহাশয় জানান যে, বর্তমানে বিদ্যালয়ে প্রচুর ভালো ছেলে মেয়ে রয়েছে। তাদের রয়েছে অসাধারণ প্রতিভা। আমাদের উচিত সেই সকল প্রতিভা গুলো যাতে বিকশিত হয় সেজন্য সম্পূর্ণ সহযোগিতা করা। ছাত্র ছাত্রীরা এতটাই উদ্বুদ্ধ থাকে যে তারা নতুন দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখে।

জোড় করে খাস জায়গা দখল

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ জোড় করে খাস জায়গা দখল করে জলাশয় ভরাট করে পার্টি অফিস তৈরির অভিযোগ উঠলো শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে হাসনাবাদ থানার অন্তর্গত হাসনাবাদ পঞ্চায়েতের ১৬ নাম্বার বুথে। স্থানীয়দের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে এই খাল দিয়ে এলাকার জল নিকাশি করা হয়। আর সেই জায়গায় ক্ষমতার জোর দেখিয়ে দখল করে দলীয় কার্যালয় করতে যাচ্ছে তৃণমূল। এই ঘটনা থানা কে জানানো হলে গতকাল রাতে হাসনাবাদ থানার পুলিশ এসে নিষেধ করে যাওয়ার পরেও পুনরায় বৃহস্পতিবার সকালে দলীয় ফ্লাগ এবং ব্যানার মেরে সেই জায়গা দখল করতে যায় ১৫ নাম্বার বুথের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মান্নান মিস্ত্রি ও তার লোকজন। এই ঘটনায় চাপা উত্তেজনা তৈরি হচ্ছে হাসনাবাদ পঞ্চায়েত এলাকায়। তৃণমূল নেতা মান্নান মিস্ত্রির দাবি দীর্ঘ ১০ বছর ধরে তাদের দখলে ছিল ওই জায়গা, তিনি কার্যত স্বীকারও করে নিলেন যে জলাশয় দখল করে দলীয় কার্যালয় করতে চলেছে তারা। কিন্তু জলাশয় ভরাট করে চালায় করা যায় কিভাবে তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন।

গুরুতর অসুস্থ ফারাক্কার প্রাক্তন বিধায়ক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ বুধবার সন্ধ্যায় হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন ফারাক্কার প্রাক্তন বিধায়ক তথা রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি মইনুল হক। অসুস্থ অবস্থঞ্ঝ ায় তড়িঘড়ি নিয়ে আসা হয় ফরাক্কা হায়াত মেডিকেল হাসপাতালে। খবর পেয়ে পৌঁছায় ফরাক্কার বিধায়ক মনিরুল ইসলাম, সুতির বিধায়ক ঈমানী বিশ্বাস সহ ফারাক্কার বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক নেতৃত্ব সহ এলাকার একাধিক মানুষজন। শারীরিক অবস্থা খারাপ থাকার কারণে আরো উন্নত মানের চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি হায়াত মেডিকেল থেকে নিয়ে যাওয়া হলো কলকাতার উদ্দেশ্যে।

পারিবারিক বিবাদে দাদার মৃত্যু

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ ফালাকাটা পারিবারিক বিবাদের জেরে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে খুন হতে হলো পিসাতো দাদাকে। মৃতের নাম নারায়ণ সরকার (৫০), বাড়ি ফালাকাটা ব্লকের দেওগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের বাগান বাড়ির হরিনাথপুর গ্রামে। খুনের ঘটনায় আটক কানন মল্লিক ও সাগর মল্লিক দুজন। সাগর ও কানন ছেলে ও মা। গ্রামবাসীরা জানায়, বছর দুয়েক আগে নারায়ণকে আসাম থেকে নিয়ে আসে সাগররা, এরপর রেলের খাস জমিতে তারা বসবাস করত। কয়েক মাস আগে নারায়ণ পাশেরই রেলের জায়গায় বাড়ি করার উদ্যোগ নিলে তখনই বিবাদের শুরু হয়, এরপর থেকেই সাগর এবং সাগরের মা কানন দুজনে মিলে নারায়নের ওপর অত্যাচার শুরু করে বলে অভিযোগ, অবশেষে সেটি চরম পর্যায়ে পৌঁছলে বুধবার বিকেলে ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলায় আঘাত করলে নারায়ণের সেখানেই মৃত্যু হয়। এরপর ফালাকাটা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্মরত চিকিৎসক নারায়নকে মৃত বলে ঘোষণা করে। ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য বলেন, একটি খুনের ঘটনায় মা ও ছেলে দুজনকে আটক করা হয়েছে, মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ারে পাঠানো হবে। ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। তবে এই ঘটনা এখন পর্যন্ত কোন লিখিত অভিযোগ হয়নি।

বিপুল পরিমান গাঁজা সহ গ্রেফতার দুজন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়িঃ বিপুল পরিমান গাঁজা সহ দুজনকে গ্রেফতার করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রধান নগর থানার পুলিশ। বুধবার রাতে শিলিগুড়ির ১০ নং জাতীয় সড়কে নাকা তল্লাসি চালিয়ে প্রায় ২০ কিলো গাঁজা উদ্ধার করে প্রধান নগর থানার পুলিশ। এই গাঁজা পাচারের ঘটনায় কোচবিহারের বাসিন্দা প্রসেনজিৎ বর্মন ও সমির রায় নাকে দুই যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ। গোপন সূত্রে প্রধাননগর থানার পুলিশ জানতে পারে কোচবিহার থেকে শিলিগুড়িতে একটি চার চাকার গাড়িতে নিয়ে আসা হচ্ছে বিপুল পরিমান গাঁজা। নির্দিষ্ট নাম্বারের গাড়িটি শিলিগড়ি স্টেট গেস্ট হাউজে কাছে মহানন্দা সেতুর কাছে আসতেই আটক করা হয়। গাড়িটিতে তল্লাসি চালিয়ে গাড়ির বোনেটে মধ্যে লুকিয়ে রাখা ১০ কেজি করে দুটি প্যাকেট উদ্ধার করে। ধৃতদের জেরা করে পুলিশ জানতে পারে ওই দুই যুবক কোচবিহার থেকে শিলিগুড়িতে বিক্রির উদ্দেশ্যে নিয়ে আসা হয়েছিল। এখানেই হাত বদলের কথা ছিল তাদের। উদ্ধার হওয়া গাঁজার আনুমানিক বাজার মুল্য কয়েক লক্ষাধিক টাকা।

পুজোর আগেই খুলবে রুফটপ রেস্তোরাঁ? নির্ভর করছে নবান্নের সিদ্ধান্তের উপর

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ পুজো আসতে আর হাতে গোনা দিন। কিন্তু কলকাতার বহু রেস্তোরাঁ প্রেমীর মনে একটাই প্রশ্ন;আদৌ কি পুজোর আগে খুলছে শহরের রুফটপ রেস্তোরাঁগুলি? গত কয়েক মাস ধরে বন্ধ থাকা এই রেস্তোরাঁগুলি আবার কখন খুলবে, তার কোনও স্পষ্ট উত্তর এখনও পর্যন্ত মেলেনি। এমনকি কলকাতা পুরসভাও এই বিষয়ে কোনও নিশ্চয়তা দিতে পারছে না। উল্লেখ্য, চলতি বছরের এপ্রিল মাসে মেছুয়ার ঋতুরাজ হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারান ১৪ জন। সেই দুর্ঘটনার পরই নড়েচড়ে বসে কলকাতা পুরসভা এবং পুলিশ প্রশাসন। এরপরই শহর জুড়ে শুরু হয় রুফটপ রেস্তোরাঁ বিরোধী অভিযান। কলকাতা পুলিশের দেওয়া তালিকা অনুযায়ী একাধিক রেস্তোরাঁয় অভিযান চালায় পুরসভার বিল্ডিং বিভাগ। তদন্তে উঠে আসে ভয়ানক সব গাফিলতির চিত্র। প্রকাশ্যে আসে, বহু রুফটপ রেস্তোরাঁরই পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নেই, নেই ন্যূনতম সুরক্ষার মানদণ্ড। এমনকি বহু ভবনে নীচতলা থেকে ছাদ পর্যন্ত দু'টি সিঁড়ির ব্যবস্থাও নেই, যা অগ্নিকাণ্ডের সময়ে গুরুত্বপূর্ণ। এর পরই শহরের অন্তত ৮৫টি রুফটপ রেস্তোরাঁ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই অবস্থায় প্রশ্ন উঠেছে;এসব রেস্তোরাঁ আবার কবে খুলবে? পুরসভার বিল্ডিং বিভাগ সূত্রে জানা যাচ্ছে, এর মূল অন্তরায় ২০০৯ সালের 'বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন রুলস'। ওই নিয়মাবলীতে রুফটপ রেস্তোরাঁর কোনও উল্লেখই নেই। অথচ গত ১৫-১৬ বছরে শহরের নানা প্রান্তে একের পর এক রুফটপ রেস্তোরাঁ গজিয়ে উঠেছে। একাধিক বিল্ডিং বিভাগের আধিকারিক জানিয়েছেন, নিয়ম অনুযায়ী কোনও বাণিজ্যিক ভবনে রুফটপে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার কথা উল্লেখ নেই। পাশাপাশি ওই নিয়মে বলা রয়েছে, ছাদ পর্যন্ত যেতে হলে দু'টি সিঁড়ির ব্যবস্থা থাকতে হবে। কিন্তু যেসব বাড়িতে রেস্তোরাঁ গড়ে উঠেছে, সেখানকার অধিকাংশেই একটিমাত্র সিঁড়ি রয়েছে। তবে সেই কাজ এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে। ফলে কবে আবার রুফটপ রেস্তোরাঁগুলি খুলবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার অংশুমান সরকার জানিয়েছেন, 'আমাদের কাছে যেসব প্রস্তাব চাওয়া হয়েছিল, আমরা সব বিস্তারিতভাবে জমা দিয়েছি। এখন সিদ্ধান্ত পুরসভার উপর।' কলকাতা পুরসভার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রুফটপ রেস্তোরাঁ পরিচালনা সংক্রান্ত একটি নির্দিষ্ট নির্দেশাবলী তৈরি করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সেই কমিটির নেতৃত্বে রয়েছেন স্বয়ং মেয়র ফিরহাদ হাকিম। কমিটির প্রথম বৈঠকও ইতিমধ্যে হয়ে গিয়েছে। বৈঠকের পরে মেয়র জানান, একটি পূর্ণাঙ্গ নির্দেশিকা তৈরি করা হবে এবং তা রাজ্য সরকারের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে নবান্নে। তবে ঠিক কবে সেই নির্দেশিকা নবান্নে পাঠানো হবে, আর কবে অনুমোদন মিলবে, সেই বিষয়ে মেয়র বা পুরসভার পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কিছু জানানো হয়নি। ফলে পুজোর আগেই শহরের রুফটপ রেস্তোরাঁগুলি খুলবে কি না, সেই নিয়ে ক্রমেই বাড়ছে জটিলতা ও অনিশ্চয়তা। শহরের রেস্তোরাঁ মালিকদের একাংশ জানিয়েছেন, তাঁরা সবরকম নিয়ম মেনে রেস্তোরাঁ পরিচালনায় রাজি। তাঁদের দাবি, যেখানে খরচ করে রুফটপ সাজানো হয়েছে, সেখান থেকে আয় বন্ধ হয়ে পড়েছে। পুজোর মতো সিজনে ব্যবসা করতে না পারলে বড় ক্ষতি হবে। তবে প্রশাসনের বক্তব্য, মানুষের নিরাপত্তার সঙ্গে কোনও আপস করা হবে না। নবান্ন থেকে সবুজ সঙ্কেত না পাওয়া পর্যন্ত কোনও রেস্তোরাঁ খুলবে না। সব মিলিয়ে বলা যায়, উৎসবের মরসুমে রুফটপ রেস্তোরাঁর আনন্দে শরিক হতে চাইলে শহরবাসীর এখনও অপেক্ষা করতেই হবে প্রশাসনিক ছাড়পত্রের।

বদলে যাচ্ছে কলকাতার হকারি ব্যবস্থার রূপরেখা, আসছে কিউআর কোডযুক্ত ডিজিটাল শংসাপত্র

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা ঃ পুজোর আগেই কলকাতার ফুটপাথে হকারি ব্যবস্থার চেহারায় আমূল পরিবর্তন আনতে চলেছে কলকাতা পুরসভা। অগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই শহরের পথে পথে আর আগের মতো অনিয়ন্ত্রিতভাবে হকার বসা যাবে না। এবার থেকে কিউ আর কোড যুক্ত ডিজিটাল ভেন্ডিং সার্টিফিকেট ছাড়া কেউ ফুটপাথে ব্যবসা চালাতে পারবেন না। আগামী ১৬ অগস্ট থেকে পুরসভা আঞ্ঝ নুষ্ঠানিকভাবে চালু করতে চলেছে এই নতুন ব্যবস্থাটি, যার লক্ষ্য হকারি ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা আনা ও বেআঞ্ঝ ইনি দখলদারি ও অবৈধ স্টল বিক্রির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া। পুরসভা সূত্রে খবর, এই ডিজিটাল ভেন্ডিং সার্টিফিকেটে প্রতিটি হকারের নাম, ব্যবসার ধরন, নির্দিষ্ট বরাদ্দ জায়গার বিস্তারিত বিবরণ ও আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকবে। প্রতিটি শংসাপত্রে থাকবে একটি ইউনিক কিউআর কোড, যা স্ক্যান করলেই সংশ্লিষ্ট হকার সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য জানা যাবে। এর ফলে কেউ নিজের বরাদ্দ জায়গা বেআইনিভাবে ভাড়া দিলে বা স্টল বিক্রি করলে সহজেই তা শনাক্ত করা যাবে। একইসঙ্গে, পুরসভার নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে শহরের ফুটপাতের বেচাকেনা। কলকাতা পুরসভার টাউন ভেন্ডিং কমিটি (টিভিসি)-র বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, প্রথম দফায় মোট ৮,৭২৭ জন হকারকে দেওয়া হবে এই ডিজিটাল শংসাপত্র। পুরসভা জানিয়েছে, এই শংসাপত্র পেতে হকারদের অবশ্যই নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে নির্ধারিত জায়গায় বসতে হবে এবং ২০১৫ সালের সমীক্ষা ও সম্প্রতি হওয়া নতুন তালিকার মধ্যে নাম থাকা আবশ্যক। যারা নিয়ম মেনে ব্যবসা করছেন এবং কোনও অনিয়মের অভিযোগ নেই, শুধুমাত্র তাঁদেরই এই শংসাপত্র দেওয়া হবে। এই শংসাপত্র বার্ষিক ভিত্তিতে নবীকরণ করতে হবে, যার জন্য হকারদের প্রতিবছর ৮০০ টাকা ফি দিতে হবে। পুরসভা জানিয়েছে, এই শংসাপত্র শুধুমাত্র ফুটপাথে ব্যবসা করার অধিকার দেবে না, বরং এর মাধ্যমে হকাররা প্রয়োজন হলে ব্যাংক থেকেও ঋণ নিতে পারবেন। অর্থাৎ, হকারদের আর্থিক স্বীকৃতি ও নিরাপত্তা দুটোই এক ধাক্কায় মজবুত হবে। ২০২৪ সালের পুরসভার তথ্য অনুযায়ী, মোট ৫৪,১৭৮ জন হকারকে চিহ্নিত করা হয়েছে কলকাতা জুড়ে। এর মধ্যে প্রথম ধাপে ১৪ হাজার হকারকে অগ্রাধিকার তালিকায় রাখা হয়েছে, যাঁদের মধ্যে প্রাথমিকভাবে ৮,৭২৭ জনকে এই ডিজিটাল শংসাপত্র দেওয়া হবে। শুধু শংসাপত্র বিতরণই নয়, হকারি নিয়ন্ত্রণে প্রতিদিন কলকাতার বিভিন্ন জনবহুল এলাকায় অভিযান চালাবে পুরসভা, টিভিসি ও কলকাতা পুলিশ। নিউমার্কেট, ধর্মতলা, চাঁদনি চক, হাতিবাগান, গড়িয়াহাট, শ্যামবাজার প্রভৃতি অঞ্চলে নিয়মিত নজরদারি চালিয়ে অনিয়ন্ত্রিতভাবে বসা হকারদের উচ্ছেদ করা হবে। যাঁরা নির্ধারিত স্থানের বাইরে বসছেন, কিংবা যাঁদের কাগজপত্র সঠিক নয়, তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এই নতুন ব্যবস্থার ফলে শহরের রাস্তায় যানজট কমবে বলেই আশা পুরসভার। কারণ, ফুটপাথ দখল করে বসা হকারদের জন্য রাস্তায় গাড়ির গতি কমে যায়, যার ফলে তৈরি হয় দীর্ঘ ট্র্যাফিক জ্যাম। পাশাপাশি, পথচারীরাও ফুটপাথ দিয়ে হাঁটার জায়গা না পেয়ে বিপজ্জনকভাবে রাস্তায় নামতে বাধ্য হন। এবার থেকে এমন সমস্যার অনেকটাই রাশ টানা যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। পুরসভার এক কর্তা জানিয়েছেন, আমরা চাই হকাররাও যেন সম্মানের সঙ্গে জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন, কিন্তু তা যেন শৃঙ্খলা মেনে হয়। কিউআর কোডযুক্ত শংসাপত্র সেই পথেই প্রথম ধাপ। অন্যদিকে, বহু হকার এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেও কেউ কেউ উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। অনেকের আশঙ্কা, যাঁদের নাম তালিকায় নেই, তাঁরা কি ভবিষ্যতে ব্যবসা চালাতে পারবেন? আবার কেউ কেউ বলছেন, বরাদ্দ জায়গা যদি পর্যাপ্ত না হয়, তবে সমস্যায় পড়তে হবে। যদিও পুরসভা জানিয়েছে, পরবর্তী পর্যায়গুলিতে আরও হকারদের শংসাপত্র দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। সব মিলিয়ে বলা যায়, কলকাতা শহরে ফুটপাত-নির্ভর হকারি সংস্কৃতির একটা নতুন যুগ শুরু হতে চলেছে ১৬ অগস্ট থেকে। প্রযুক্তির হাত ধরেই এবার নিয়মে বাঁধা পড়বে শহরের অন্যতম প্রাচীন ব্যবসায়িক সংস্কৃতি।

হাওড়ার দাদপুরে সুরের কারিগরির শিল্প, বিশ্বের দরবারে বাজছে বাংলার তৈরি তানপুরা

দুরন্তবার্তা, হাওড়া ঃ হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়ার অন্তর্গত দাদপুর গ্রাম যেন এক জীবন্ত সুরের কারখানা। এখানেই বছরের পর বছর ধরে তৈরি হচ্ছে তানপুরা, সেতার, সরোদ, সুরবাহার; যে সব যন্ত্রের সুরে বাঁধা পড়ে মানুষের মন। এই গ্রামেই তৈরি হওয়া বাদ্যযন্ত্র পৌঁছে যাচ্ছে দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশের মাটিতেও। শিল্পী থেকে সাধারণ শ্রোতা; সকলেই মুগ্ধ হন এই যন্ত্রগুলোর সুর আর গুণমান দেখে-শুনে। দাদপুরের বাদ্যযন্ত্র তৈরির ইতিহাস বেশ পুরনো। প্রায় ৫০ বছর আগে এই শিল্পের সূচনা করেছিলেন তারাপদ হালদার নামক এক সঙ্গীতপ্রেমী কারিগর। তাঁর হাত ধরেই প্রথম শুরু হয় গ্রামে তানপুরা ও সেতার তৈরির কাজ। একসময় নিজেই কাঠ ছেঁচে, লাউয়ের খোলক ঘষে বানিয়েছেন বাদ্যযন্ত্র। এখন তিনি নেই, তবে তাঁর উত্তরসূরিরা সেই ঐতিহ্য ধরে রেখেছেন। বর্তমানে এই গ্রামে ৬ থেকে ৮টি বাদ্যযন্ত্র তৈরির কারখানা রয়েছে এবং প্রায় ১৫০টি পরিবার কোনও না কোনও ভাবে এই পেশার সঙ্গে যুক্ত। এই শিল্পের মূল উপাদান হলো লাউ এবং কাঠ। বাদ্যযন্ত্র তৈরির জন্য বিশেষ ধরনের বড় মাপের লাউ প্রয়োজন হয়। সেই লাউ আনা হয় মূলত উদয়নায়নপুরের জয়নগর, পালিয়াড়া এবং হুগলি জেলার পশপুর থেকে। অপরদিকে কাঠ আমদানি করা হয় কলকাতা থেকে। যন্ত্রের কাঠামো তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয় বিশেষ ধরনের কাঠ, যা যথেষ্ট টেকসই ও সুরধারক। প্রতিটি যন্ত্র তৈরিতে প্রয়োজন পড়ে দক্ষতা, ধৈর্য এবং শিল্পচেতনার। কাঠ ছেঁচা, খোলক ঘষা, নকশা করা, ফ্রেট লাগানো, তার বাঁধা থেকে শুরু করে শেষ ধাপের পালিশ পর্যন্ত প্রতিটি যন্ত্রে কাজ করেন অন্তত ছ'সাতজন দক্ষ কারিগর। এখানে শুধু কাজ হয় না, শিল্পও হয়। তানপুরা বা সেতারের কাঠের অংশে থাকে চোখধাঁধানো নকশা, শৌখিন কারুকার্য। এক একটি বাদ্যযন্ত্র যেন শিল্পকর্ম, যার প্রতিটি বাঁকে জড়িয়ে থাকে বাঙালির সুর ও সংস্কৃতির ছোঁয়া। দাদপুরের প্রতিটি ঘরে সুরের আঙুলে কথা বলে কাঠ, লাউ ও তার। দাদপুরে বছরের বারো মাস ধরে এই বাদ্যযন্ত্র তৈরির কাজ চলে। কেউ কেউ নিজের বাড়িতেই ছোট আকারে তৈরি করেন, আবার কেউ কাজ করেন গ্রামের কারখানাগুলিতে। একদিকে রাজ্যের নানা প্রান্ত যেমন কলকাতা, বর্ধমান, শান্তিনিকেতন, নদিয়া, উত্তরবঙ্গ থেকে নিয়মিত এই যন্ত্রের চাহিদা আসে, অন্যদিকে বিদেশেও রফতানি হয় দাদপুরের তৈরি যন্ত্র। আমেরিকা, ইংল্যান্ড, জার্মানি, জাপান, অস্ট্রেলিয়া; এমন নানা দেশ থেকে মানুষ কিনে নিচ্ছেন বাংলার এই শিল্প। বিশেষ করে ক্লাসিক্যাল সংগীতের সঙ্গে যুক্ত বহু আন্তর্জাতিক শিল্পীর ঘরে শোভা পাচ্ছে দাদপুরের তৈরি তানপুরা বা সেতার। এই বাদ্যযন্ত্রের গুণমান এতটাই উন্নত যে দেশ-বিদেশের নামী সংগীত বিদ্যালয় বা গুরুকুলও এই যন্ত্র ব্যবহার করে থাকে। শুধু তাই নয়, বিদেশি অনেক সংগীতপ্রেমী দাদপুর গ্রামে এসে নিজের চোখে দেখতে চান কীভাবে বানানো হয় এই যন্ত্র, কতটা সময় লাগে, কীভাবে কাজ করেন শিল্পীরা। এই পেশায় যুক্ত স্থানীয় কারিগরদের অনেকেই বলেন, 'এটা শুধু কাজ নয়, এটা আমাদের আত্মার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা শিল্প। আমরা যখন তানপুরা বানাই, তখন সুরের খেয়াল রাখি, কাঠের সুর, লাউয়ের প্রতিধ্বনি; সব মিলিয়ে যেন ঠিকঠাক থাকে।' প্রতিটি যন্ত্র তৈরিতে সময় লাগে অন্তত এক সপ্তাহ থেকে পনেরো দিন। দাম নির্ভর করে যন্ত্রের আকার, কাঠামো ও কারুকার্যের উপর। তবে এই শিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছুটা চিন্তিত গ্রামের মানুষজন। আধুনিক ডিজিটাল বাদ্যযন্ত্রের আগমনে একটু হলেও কমেছে বাজার চাহিদা। তার পরও দাদপুরের মানুষ হাল ছাড়েননি। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা এবং নতুন প্রজন্মের আগ্রহ থাকলে এই শিল্প আরও বিকশিত হতে পারে বলেই মনে করেন স্থানীয় শিল্পীরা। দাদপুর যেন এক মাটি ছোঁয়া শিল্পগ্রাম, যেখানে লাউ, কাঠ আর তারে বোনা হয় সুরের গালিচা। এই সুরের জাদু শুধু বাংলায় নয়, ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের নানা প্রান্তে। গর্বের সঙ্গে বলা যায়, হাওড়ার এই ছোট্ট গ্রাম থেকেই তৈরি হয় এমন বাদ্যযন্ত্র, যার সুরে গলা মেলায় রবিশঙ্কর, ভিসিএস, গিরিজাদেবীর মতো কিংবদন্তিরা। দাদপুরের প্রতিটি তানপুরা যেন এক একটি বাঙালির সুরভরা কাব্য।

ভগ্নপ্রায় ভবনে সাপের আতঙ্কে প্রায় বন্ধ, স্কুলে যেতে নারাজ ছাত্রছাত্রীরা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ ভগ্নদশা ভবনে ঝুঁকি নিয়ে ক্লাস করাটা যে কতটা বিপজ্জনক, তা ফের প্রমাণ হয়ে গেল পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়্গপুর-১ ব্লকের ভেটিয়াচণ্ডী হাইস্কুলে। বুধবার স্কুল চলাকালীন আচমকাই একটি সাপ ভেন্টিলেটর দিয়ে শ্রেণিকক্ষে ঢুকে পড়ায় হুলুস্থুল পড়ে যায় দ্বাদশ শ্রেণির ক্লাসে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দেখা দেয় প্রবল আতঙ্ক। সকলে দৌড়ে ক্লাস থেকে বেরিয়ে আসে। কিন্তু আতঙ্ক থেকে মুক্তি মেলেনি বাইরে এসেও। দেখা যায়, সিঁড়ির ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে আরও একটি সাপ। এই ঘটনাকে ঘিরে চরম ভীতির পরিবেশ তৈরি হয়েছে স্কুলজুড়ে। ছাত্রছাত্রীরা বৃহস্পতিবার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, যতদিন না সাপ তাড়ানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং নতুন, নিরাপদ ক্লাসরুমে পড়াশোনার সুযোগ মিলছে, ততদিন তারা স্কুলে ফিরবে না। দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী নিলীমা পাত্র, শ্রুতি পাত্র, মল্লিকা মাহাতোদের অভিযোগ, তএই প্রথম নয়, প্রায়ই সাপ দেখতে পাই স্কুলে। অনেক সময় চাঙড়ও খসে পড়ে। ফাটল ধরা দেওয়ালের মধ্যে সাপ লুকিয়ে থাকলে আমরা কীভাবে নিশ্চিন্তে ক্লাস করব? আমাদের জীবনের থেকেও কি পড়াশোনা বড়? বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তরুণকুমার শীট জানিয়েছেন, বর্তমানে স্কুলে ১০টি ক্লাসরুমের প্রয়োজন। কিন্তু জায়গার অভাবে আমরা পরিত্যক্ত ঘরেই ক্লাস করাতে বাধ্য হচ্ছি। সেই ঘরগুলির চারপাশেই ফাটল ধরেছে। কোথা থেকে কখন সাপ বেরিয়ে আসবে, বলা যায় না। প্রায় প্রতিদিনই স্কুলের সিঁড়ি, গেট বা ক্লাসরুমে সাপ দেখা যাচ্ছে। এতে ছাত্রছাত্রীরা আতঙ্কিত। তারা স্পষ্ট বলেছে, এই পরিস্থিতিতে তারা আর স্কুলে আসবে না। তিনি আরও জানান, বিষয়টি ইতিমধ্যেই প্রশাসনের দফতরে জানানো হয়েছে। বিডিও-কে অবহিত করা হয়েছে পরিস্থিতি সম্পর্কে। এই প্রসঙ্গে খড়্গপুর-১-এর বিডিও সৌমেন দাস জানান, 'ঘটনার কথা শুনেছি। সাপ তাড়ানোর জন্য বন দফতরকে জানানো হবে। তবে ক্লাসরুমের অভাবের সমস্যাটিও গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে।' তিনি আরও জানান, 'সমগ্র শিক্ষা অভিযানের অধীনে ইতিমধ্যেই ২১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে ওই স্কুলের জন্য। ওই অর্থে একটি নতুন ক্লাসরুম, শৌচাগার এবং ডাইনিং হল নির্মাণ করা হবে। দ্রুত কাজ শুরু হবে।' তবে শুধু আশ্বাসেই ক্ষান্ত নয় অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রীরা। তাঁদের দাবি, আগেও স্কুল ভবনের সমস্যার কথা জানানো হয়েছিল। এমনকি, কয়েক বছর আগে ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছিল স্কুলের জন্য। কিন্তু সেই টাকার কী হল, তা আজও স্পষ্ট নয়। ভগ্নপ্রায় ভবনের সংস্কার হয়নি, ক্লাসরুমের সংখ্যাও বাড়েনি। বরং চরম অনিরাপদ অবস্থায় এখনো ছাত্রছাত্রীদের পাঠ দিতে হচ্ছে। স্কুলে পর্যাপ্ত ঘর না থাকায় নিয়মিত কম্পিউটার ও সংগীত ক্লাস বন্ধ হয়ে যায় বলে অভিযোগ উঠেছে। পাশাপাশি, বিজ্ঞান পরীক্ষাগার নেই বললেই চলে। এসব সমস্যার মধ্যেও ছাত্রছাত্রীরা এখনও পর্যন্ত সাহস করে স্কুলে আসছিল। কিন্তু সাপের দাপাদাপিতে এবার পরিস্থিতি সীমা ছাড়িয়ে গেছে বলে মনে করছে অভিভাবক মহল। অভিভাবকদের বক্তব্য, 'পড়াশোনার জন্য সন্তানদের স্কুলে পাঠাই, মৃত্যু মুখে নয়! যদি প্রশাসন অবিলম্বে ব্যবস্থা না নেয়, তবে আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব।' সব মিলিয়ে ভেটিয়াচণ্ডী হাইস্কুলের এই ঘটনা ফের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, কতটা অবহেলায় রয়েছে রাজ্যের বহু গ্রামীণ বিদ্যালয়। যেখানে শিক্ষার আলো ছড়াতে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের এখন প্রাণ হাতে করে ক্লাসে বসতে হয়। প্রশাসন ও শিক্ষা দফতর এবার কত দ্রুত পদক্ষেপ নেয়, তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে গোটা এলাকা।

পান ব্যবসায় অনিয়ম রুখতে হোয়াটসঅ্যাপে নজরদারি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ পান কেনাবেচায় দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা অনিয়মের বিরুদ্ধে এবার কড়া পদক্ষেপ নিতে চলেছে রাজ্যের কৃষি বিপণন দফতর। প্রযুক্তির সহায়তায় ব্যবসার স্বচ্ছতা এবং শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতেই হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে সরাসরি নজরদারি চালানোর সিদ্ধাঞ্ঝ ন্ত নিয়েছে দফতর। প্রথম পর্যায়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে চালু হচ্ছে এই নতুন ব্যবস্থা। বুধবার একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে এই সিদ্ধাঞ্ঝ ন্ত গৃহীত হয়। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দুই জেলার পানচাষ এলাকার বিধায়ক, কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধি, আড়তদার সংগঠন, জেলা প্রশাসনের আধিকারিক এবং পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা। সেখানে জানানো হয়েছে, প্রতিটি জেলার জন্য পৃথক হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করা হবে। এই গ্রুপে থাকবেন সংশ্লিষ্ট জেলার পানচাষি, আড়তদার, কৃষি বিপণন দফতরের আধিকারিক, পুলিশ এবং জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধি। এই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে পানচাষ, সংগ্রহ, পরিবহন এবং বাজারজাতকরণে যে কোনও অনিয়মের খবর সরাসরি জানানো যাবে। দফতরের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, অনিয়মের অভিযোগ আসামাত্রই সংশ্লিষ্ট থানাকে দ্রুত পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেওয়া হবে। ফলে যাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে নিয়ম ভেঙে ব্যবসা করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে এবার আইনত ব্যবস্থা নিতে আর কোনও বিলম্ব হবে না। দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ, পান কেনাবেচায় নির্ধারিত নিয়ম অমান্য করে এক গুছিতে ৭০টির বেশি পান রাখা হচ্ছে। যা স্পষ্টতই নিয়মবিরুদ্ধ। কিন্তু ব্যবসার চাপ এবং বাজারে প্রতিযোগিতার জেরে বহু আড়তদার এই নিয়ম মানছেন না। ফলে প্রকৃত নিয়ম মেনে পানচাষ করা বহু কৃষক বিপাকে পড়ছেন। তাঁদের উৎপাদিত পান ন্যায্য দামে বিক্রি হচ্ছে না, বরং নানা অনিয়মের কারণে মার খাচ্ছে বাজারদর। এমন পরিস্থিতিতে বহুবার সতর্কতা জারি করা হলেও বাস্তবের চিত্রে কোনও পরিবর্তন আসেনি। সেই কারণেই এবার কড়া মনোভাব নিয়েছে কৃষি বিপণন দফতর। বৈঠকে উপস্থিত পাথরপ্রতিমার বিধায়ক সমীর জানা বলেন, তআমরা সবাইকে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছি, এবার নিয়ম না মানলে আর ছাড় নেই। কেউ যদি নিয়ম ভেঙে ব্যবসা করেন, আর কেউ যদি তার বিরুদ্ধে হোয়াটসঅ্যাপে অভিযোগ জানান, তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ পদক্ষেপ করবে। প্রশাসন এবার কঠোর সিদ্ধান্তেই অটল থাকবে। বৈঠকে উপস্থিত একাধিক প্রতিনিধি মনে করছেন, কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ নিলেই অনেকাংশে অনিয়ম নিয়ন্ত্রণে আসবে। কারণ, এখন অনেকেই মনে করেন প্রশাসনের চোখ এড়িয়ে যা খুশি করা যায়। কিন্তু নতুন এই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ এবং তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হলে কেউ আর নিয়ম ভেঙে বাঁচতে পারবেন না। কৃষি বিপণন দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, নতুন এই ব্যবস্থার ফলে শুধু অনিয়ম রোখা নয়, চাষিদের সরাসরি অংশগ্রহণ বাড়বে। তাঁরা নিজেরাই বাজার পরিস্থিতি সম্পর্কে আরও অবগত হবেন এবং প্রয়োজনে নিজের সমস্যা সরাসরি জানানোর সুযোগ পাবেন। একই সঙ্গে স্থানীয় স্তরে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা এবং শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এই উদ্যোগকে ঘিরে দুই জেলাতেই শুরু হয়েছে আলোচনা। একদিকে যেমন প্রশাসনের এই পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন সাধারণ কৃষক, অন্যদিকে ব্যবসায়ী মহলে তৈরি হয়েছে কিছুটা উদ্বেগও। যদিও দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নিয়ম মেনে ব্যবসা করলে কেউই সমস্যায় পড়বেন না। বরং এর ফলে একটি স্থায়ী এবং ন্যায্য বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে, যা সকলের পক্ষে লাভজনক। সব মিলিয়ে বলা যায়, পানচাষ ও বাজার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারির উদ্যোগ রাজ্যের কৃষি নীতিতে একটি নতুন অধ্যায় রচনা করতে চলেছে।

কাকদ্বীপে তৃণমূল নেতার ভাইপোকে কুপিয়ে খুন, ভরতপুরে নিহত কর্মী

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ সকালে ধান জমিতে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে এক যুবক। তাকে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিসে। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা কাকদ্বীপের হারুদ পয়েন্ট পোস্টাল থানা রামতনু নগর এলাকায়। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। নিহত যুবকের নাম রাকিব সেখ (২৭)। রামতনুনগর ৪ নম্বর বুথের বাসিন্দা। এলাকার তৃণমূল নেতা সালাউদ্দিন সেখের ভাইপো। মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে ধানজমির কাছে। কী কারণে এই খুন তা বোঝা যাচ্ছে না। রাজনীতির সঙ্গে রাকিবের কোনও সম্পর্ক ছিল না। নিহতের বাবা বলেন, গতকাল রাত ১২টি পর্যন্ত গাড়ি চালিয়েছি মাঠে। জানতাম ছেলে ঘরে ঘুমাচ্ছে। কে ওকে বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল বুঝতে পারছি না। সকালে বাজারে চা খেতে গিয়েছিলাম। সবাই বলছে তোল ছেলেকে কুপিয়ে দিয়েছে। আমার তিন ছেলে। ওরা কারও সাতেপাঁচে থাকে না। গিয়ে দেখি ওর দেহ রাস্তায় তুলে এনেছে মাথার পেছনে কোপ দেওয়া। রাতের বেলা ওই জায়গায় যাওয়ার লোক ও নয়। এদিকে, মুর্শিদাবাদের ভরতপুরে খুন হলেন এক তৃণমূল কর্মী। বুধবার ভরতপুর থানার আলুগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের সেহলায় এলাকায় খুন হন ষষ্ঠী ঘোষ নামের তৃণমূল কর্মী। কুপিয়ে খুন করা হয় ওই তৃণমূল কর্মীকে। ঘটনায় আটক আলুগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য মৌসুমী ঘোষের স্বামী মিহির ঘোষ সহ দুই ব্যক্তি। এলাকায় সঞ্জয় ঘোষ নামের কংগ্রেস কর্মী খুন হন দীর্ঘদিন আগে। সেই ঘটনার পাল্টা এই খুন নাকি এর পিছনে রয়েছে অন্য কোন ঘটনা? তদন্তে পুলিস।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২৩৪, শুক্রবার, ৮ শ্রাবণ ১৪৩২

অভিনেতা মহুয়া রায়চৌধুরী

এক বাবার তিন মেয়ে, ইন্দিরা চট্টোপাধ্যায়, শিপ্রা রায়চৌধুরী, চুমকি রায়। তখনকার দিনে নামবদলের রেওয়াজ ছিল। দুম করে বাবা দিলেন তাঁর তিন মেয়ের নাম বদলে। তার পর? বাবার দেওয়া পোশাকি নামেই বদলে গেল তাদের ভাগ্য। রাতারাতি তিন তারকা রুপোলি পর্দায় ঝলমলিয়ে উঠলেন। দীর্ঘ সময় তাঁদের কথাতেই বাংলা বিনোদন দুনিয়ায় 'হ্যাঁ' 'না' আর 'না' 'হ্যাঁ' হয়ে যেত! তাঁরা কারা? টলিউড বলছে তাঁরা মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়, মহুয়া রায়চৌধুরী, দেবশ্রী রায়। তাঁদের সিনেমার 'বাবা' প্রয়াত পরিচালক তরুণ মজুমদার। পরিচালকের জহুরির চোখ। তিন নায়িকাকে পরিস্থিতি বেছে নিয়েছিলেন তাঁর ছবির জন্য। নামও বদলে দিয়েছিলেন। মহুয়া রায়চৌধুরী তরুণ মজুমদারের আবিষ্কার। সাল ১৯৭২। তনুবাবুর 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ' ছবির জন্য নায়িকা চাই। নায়ক অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নামও বদলে দিয়েছিলেন পরিচালক। অয়নের বিপরীতে শিপ্রা। কিন্তু সিনে দুনিয়ায় এমন আটপৌরে নাম চলে? পরিচালক তাঁর দ্বিতীয় 'মানসকন্যা'র নাম রাখলেন মহুয়া। 'ম' অক্ষরটির প্রতি কি দুর্বলতা ছিল পরিচালকের? তাঁর পরপর দুই নায়িকার নামের আদ্যাক্ষর 'ম' দিয়ে! নাম, নায়িকার মিষ্টি চেহারা আর অভিনয়গুণে সুপারহিট 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ'। মহুয়াকেও আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। মহুয়া রায়চৌধুরীর জীবনের মঞ্চ থেকে বিদায় নিতে হয় অকালেই। তাঁর মৃত্যুতে গভীরভাবে আহত হন তরুণবাবু। সাধারণ পরিবারের মেয়ে মহুয়া ছিলেন পরিচালক তরুণ মজুমদারের 'আবিষ্কার'। অভিনয়ের জন্য তাঁকে পরিশীলিত তথা গ্রুমিং করেছিলেন মহুয়া রায়। ১৯৭৩ সালে তরুণ মজুমদারের পরিচালনায় মুক্তি পায় মহুয়া অভিনীত প্রথম ছবি শ্রীমান পৃথ্বীরাজ। বক্স অফিসে এই ছবি ছিল সুপারডুপার হিট। এর পর মহুয়াকে আর ছবির জন্য অপেক্ষা করতে হয়নি। 'সেই চোখ', 'বাঘবন্দি খেলা', 'কবিতা', 'বেহুলা লখিন্দর', 'শেষরক্ষা', 'সুবর্ণগোলক', 'সেই সুর', 'সাহেব', 'কপালকুণ্ডলা', 'ইমনকল্যাণ', 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে', 'পারাবত প্রিয়া', 'তিল থেকে তাল'-সহ একাধিক বক্সঅফিস সফল ছবির নায়িকা ছিলেন মহুয়া। সৌন্দর্য, ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি বলিষ্ঠ অভিনয়ে অনুরাগীদের মুগ্ধ করেছিলেন তিনি। তাঁর স্বপ্নের উড়ান মুখ থুবড়ে পড়ে ১৯৮৫ সালের আজকের দিনে অর্থাৎ ২২ জুলাই। নিজের বাড়িতে ভয়ঙ্করভাবে অগ্নিদগ্ধ হয়ে প্রয়াত হন তিনি। সে সময় মহুয়া ছিলেন টালিগঞ্জের প্রথম সারির নায়িকা। একসঙ্গে কাজ করছিলেন বা করার কথা ছিল ১৫ টি ছবিতে। তারপর তাঁর মৃত্যুর পর মুক্তি পেয়েছিল 'অনুরাগের ছোঁয়া', 'প্রেম ও পাপ', 'অভিমান', 'আশীর্বাদ', 'কেনারাম বেচারাম'-এর মতো ছবি। মহুয়া রায়চৌধুরীর মৃত্যু আজও রহস্যের ধোঁয়ায় ঘেরা। প্রচুর জলঘোলা হলেও এর উপর থেকে যবনিকা আজও ওঠেনি। মহুয়ার অকালমৃত্যু প্রসঙ্গে তরুণ মজুমদার বলেছিলেন, অতি অল্প সময়ের জন্য সে এসেছিল। অভিনয় দিয়ে সবার মন জয় করে অকালেই সে চলে গেল সবার চোখের আড়ালে। জীবনে মৃত্যু নিষ্ঠুর, মানতেন তরুণ মজুমদার। কিন্তু বলেছিলেন তাঁর কন্যাসম মহুয়ার বেলায় যে মৃত্যু দেখতে হয়েছিল, সেরকম নিষ্ঠুর মৃত্যু যেন তাঁকে আর না দেখতে হয়। মহুয়া রায়চৌধুরীর অকাল মৃত্যুটাকে এখন বাংলার দর্শকেরা মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেনি।

উত্তমকে শেষ দেখা

উত্তমকুমারের শেষ শটের দিন। সেদিন দিল্লী থেকে ফিরে এয়ারপোর্ট থেকে সোজা স্টুডিওতে চলে গেলাম। শুটিং ছিল টেক-নিসিয়ানস স্টুডিওতে, 'ওগো বধূ সুন্দরী' ছবির। স্টুডিওতে পৌঁছে দেখি উত্তমদা আসেন নি। আমি মনে মনে সেটাই চেয়েছিলাম, যেন উত্তমদার আগে স্টুডিওতে পৌঁছোতে পারি। উত্তমদা এলেন অনেকটা পরে। মেক-আপ করতে করতে শুনলাম, মৌসুমীর সঙ্গে কয়েকটা শট দেবেন তিনি। তারপর আমার সঙ্গে। আমার পাশের ঘরেই বসে মেক-আপ করছিলেন। মেক-আপ নিয়ে ফ্লোরের দিকে যাচ্ছেন, এমন সময় তাঁর সঙ্গে আমার দেখা। বললেন, 'কি রে দিল্লী থেকে কি নিয়ে এলি আমার জন্য। আমি হাসলাম। তিনিও হাসতে হাসতে চলে গেলেন ফ্লোরের দিকে। মৌসুমীর সঙ্গে কয়েকটা শট দিলেন উত্তমদা। আমি তখন দর্শক। দেখতে দেখতে এগিয়ে এল সেই শট। তাঁর জীবনের অন্তিম শট। ক্যামেরার সামনে এগিয়ে এলেন উত্তমদা, একগাল সাবান মেখে, হাতে দাড়ি কামাবার ব্রাশ। আমার সঙ্গে প্রচণ্ড একটা ঝগড়ার দৃশ্য। তিনি বলে দিলেন যতটা পারবি চেঁচিয়ে বলবি। তা না হলে ঝগড়াটা ঠিক জমবে না।' আমি সেইভাবে প্রস্তুত হয়ে কোমর বেঁধে দাঁড়ালাম। পরপর চারটে টেক নষ্ট হ'ল। সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসার দৃশ্য ছিল। দুবার টেকিং এর পর তৃতীয়বার সিঁড়ি থেকে ফার্স্ট পজিশনে পৌঁছতে যাচ্ছেন। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বললেন, 'এই ওঠা-নামা করতে করতেই না আমার হার্ট-অ্যাটাক হয়ে যায়। সত্যিই বার বার সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করতে তাঁর বেশ কষ্ট হচ্ছিল। তবু তিনি শট দিলেন। ফিফথ-টেক ওকে, হ'ল। আমি ক্যামেরার বাইরে বেরিয়ে আসার পরও ক্যামেরা তাঁকে ধরে ছিল। তখনও তাঁর মুখে কিছু সংলাপ ছিল। যাবার আগে আমাকে বলে গেলেন, 'চলি কাল দেখা হবে।' এই কথাটা এখনও আমার কানে বাজছে। কিছুতেই ভাবতে পারছি না, উত্তমদার সঙ্গে আর কোনোদিন দেখা হবে না, আর কোনোদিনও না। উত্তম কুমার চলে যাওয়াটা বাংলার ছবির জগতে একটি বড় ধরনের ট্র্যাজেডি বললে ভুল হতে পারে। সবাই সেদিন চোখের জল ফেলেছিল। কেউই বিশ্বাস করতে পারছিল না যে উত্তম কুমার আর নেই। সারা কলকাতা একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। অফিস কাছারি বলতে গেলে জন শূন্য। কেউই অফিস করছে না। সবাই ছুটে গিয়েছে টালিগঞ্জের দিকে। রাস্তায় বিশাল ভিড়।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

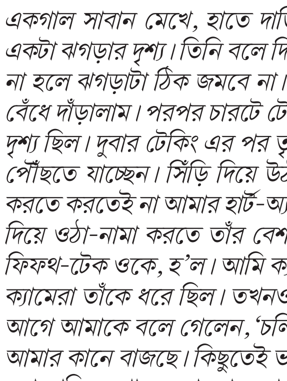

মনের ইচ্ছাকে পরিস্ফুটিত করতে হবে। মনের মধ্যে যে ভালোবাসা রয়েছে তার বিকাশ ঘটাতে হবে। আন্তরিক হতে হবে। সব সময় ঈশ্বর শক্তি পাওয়ার জন্য সাধনা করতে হবে। ঈশ্বর শক্তি পাওয়ার পর সেটা যেন অপব্যবহার না করা হয় তার দিকে খেয়াল রাখতে হবে। নিজের ওপরে ভরসা রাখতে হবে। মনের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। জাগরিত করতে হবে দৈবশক্তিকে। দৈবশক্তি যার আছে তিনি জগতকে জয় করতে পারেন অনায়াসে। সর্বদাই মনের কথা খুলে বলবে। কারোর কঙ্গে বিবাদ করবে না। সব সময়ে সবার মধ্যে থেকে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার চেষ্টা করবে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, সেবার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের সন্ধান করতে হবে। যিনি সেবা করতে পারেন তাঁর স্থান হচ্ছে সবার ওপরে। সেবা কোনও সময় বন্ধ করা ঠিক নয়। সেবা হচ্ছে মহৎ কাজ। যিনি সেবা করেন তিনি সবার কাছে প্রিয় হন। সেবা হচ্ছে ঈশ্বর সাধনার একটি অন্যতম পথ। আমি সবাইকে সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছি। সেবাকে জীবনের পরম পথ বলে স্বীকার করে নিতে বলেছি। সেই কারণে দক্ষিণেশ্বরের প্রতিটি সন্তানরা সেবার কাজে লিপ্ত থাকে। তাদের কাজই হচ্ছে মানব সেবা করা। নরেনকে সেবার কাজে উদ্বুদ্ধ করেছি। নরেন আমার সেবার দর্শনটাকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পেরেছে। সেই শক্তি তার রয়েছে। সে আমার দর্শনটাকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পারবে। আজকে রামকৃষ্ণ মঠ সারা বিশ্বের কাছে প্রশংসিত। তার একটি মাত্র কারণ হল নরেনের মানব সেবা। সেটা করতে পেরেছিল বলেই আজকে বেলুড় মঠ সারা বিশ্বে জনপ্রিয়তা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। মানব সেবার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি বিশ্বকে সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করতে পেরেছিলেন।

কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রতিভাবান চিকিৎসা বিজ্ঞানী পণ্ডিত শম্ভুনাথ দে

রবীন্দ্রকুমার শীল

জ্যোতির্বিজ্ঞানী ক্লডিয়াস টলেমির তত্ত্বকে নস্যাৎ করেছিলেন আর এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী গ্যালিলিও। তেমনই রবার্ট কখের পঁচাত্তর বছর ধরে থাকা কলেরার জীবাণু রক্তে অবস্থানকালীন সমস্যা তৈরির তত্ত্বকে প্রখর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে ভুল বলে প্রমাণিত করেন চিকিৎসক

শম্ভুনাথ দে। বিজ্ঞান চিরকালই এইভাবে সত্যের পথ ধরে এগিয়ে চলে। এতে রবার্ট কখের মাহাত্ম্য কমেনি। বরং ১৮৮৪ সালে কলকাতায় বসে যে 'কমা' আকৃতির জীবাণু আবিষ্কার করেছিলেন রবার্ট কখ। ৭৫ বছর পরে তার ধ্বংসাত্মক পথের রূপরেখা নির্মাণ করেন মেডিকেল কলেজের ছাত্র শম্ভুনাথ দে। ১৯৫৯ সালে 'নেচার' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর গবেষণাপত্র এখনও পর্যন্ত কলেরা গবেষণার 'এপিক' হিসাবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। মেডিকেল কলেজের প্যাথলজির বিভাগের একটি ছোট ঘরই ছিল তাঁর সাধনার পীঠস্থান। নোবেল পুরস্কারের জন্য তাঁকে বার কয়েক মনোনীত করেছিলেন নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী জোসুয়া লিডেরবার্গ। নোবেল পুরস্কার পাওয়া তো দূরের কথা, দেশের কোনও বিজ্ঞান সোসাইটির ফেলো পর্যন্ত নির্বাচিত হননি তিনি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিজেকে প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরির পরিচালনায় ব্যস্ত থাকেন। ১৯৮৫ সালে হেপাইটিস 'বি' ভাইরাসের সংক্রমণে আক্রান্ত হয়ে চলে যাওয়ার কয়েক ঘন্টা আগে চিঠি এসেছিল- তাঁর গবেষণার তথ্যাদি জানতে চেয়ে। ১৯৮৬ বাংলার নববর্ষের দিনেই নীরব অভিমানী চিকিৎসক বিজ্ঞানী শম্ভুনাথ দে'র পথ চলা থেমে গেল। ভারতের মুনী ঋষির মতো প্যাথলজিক্যাল ল্যাবটারিতে গবেষণায় মগ্ন ছিলেন সারা জীবন ধরে। প্রচলিত পুরস্কার তাঁর কপালে জোটেনি। এই সব প্রচলিত পুরস্কার দিয়েই যোগ্যতার মাপকাঠি মাপা হতো। এই নিয়ে তাঁর মনে কোনও দুঃখ ছিল না। মেডিকেল কলেজ, নীলরতন মেডিকেল কলেজ এবং বোস ইন্সটিটিউটের 'ডাক্তারবাবু' শম্ভুনাথ দে তাঁর বক্তব্যকে বলার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। নোবেল পুরস্কার সিম্পোসিয়ামের শ্রোতাদের শুনিয়েছিলেন সেই অভিমানী সত্তার মর্মবেদনার স্বর ১৯৭৮ সালে। "আমি শম্ভুনাথ দে। ১৯৬০ সাল থেকেই আমি মৃতপ্রায়। নোবেল কমিটির কাছে আমার কৃতজ্ঞতা, আমাকে কবর থেকে তুলে এনে তাঁরা এই কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছেন বলে।'' ১৯৫২-১৯৫৯ সাল পর্যন্ত তাঁর সৃষ্টি যেসব বিজ্ঞানপত্রগুলি প্রকাশিত হয়েছিল তা পরবর্তীকালে কলেরায় আক্রান্ত কোটি কোটি মানুষের জীবন রক্ষায় যুগান্তকারী 'ওরাল রিহাইড্রেশন থেরাপি'। তিনিই প্রথম দেখালেন যে কলেরার জীবাণু অন্ত্রের শ্লেষ্মাঝিল্লির মধ্যে বাসা বেঁধেই এমন কিছু করে যা কিছু সময়ের জন্য বাড়িয়ে দেয় অন্ত্রের দেওয়ালের ছিদ্রময়তাকে। আর এই টক্সিন বেরিয়ে আসে কলেরার জীবাণুর শরীর থেকে বাইরের পরিমণ্ডলে। তার প্রভাবেই অন্ত্রের শরীর থেকে বেরিয়ে যায় অস্তিত্ব রক্ষার অতি প্রয়োজনীয় সোডিয়াম, পটাসিয়াম, বাইকার্বনেট। সঙ্গে সঙ্গে শরীরের জলও কমতে থাকে। আর এই সব ঘটতে থাকে কলেরা জীবাণুর অন্ত্রের অবস্থান কালেই। চিকিৎসক বিজ্ঞানী শম্ভুনাথ দে'র এই তত্ত্ব চিকিৎসামহলে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়।

শহর চন্দননগরের খুব কাছেই হুগলির জেলার গড়বাটী গ্রাম। সেখানকার মধ্যবিত্ত বৈষ্ণব পরিবার। তখন বাংলা মহাযুদ্ধ এবং বন্যার কোপে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। গঙ্গা আবার কলেরার রোগের ধাত্রী। 'গাঞ্জেটিক কলেরা', 'নীল মৃত্যু' নানা নামে এতদিন ধরে হাড় হিম করা বিভীষিকা তৈরি হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন শুরু হয়েছে তখন ষষ্ঠ কলেরা অতিমারী থাবা বসাতে শুরু করেছে। বাংলার গঙ্গাই ছিল কলেরা রোগের সূতিকাগৃহ। বিজ্ঞানী জন স্নো ১৮৫৫ সালে কলেরার জন্ম দূষিত জলের মধ্যেই বলে যান। রবার্ট কখ ১৮৮৪ সালে কলেরার জীবাণুর আকৃতি কেমন তার রহস্য প্রকাশ করেন। তবুও কলেরা দুর্নিবার।

১৯১৫ সালে ১ ফেব্রুয়ারি গড়বাটীর দে পরিবারে শম্ভুনাথ দে জন্মগ্রহণ করেন। দরিদ্র পরিমণ্ডলে তাঁর মেধা বারবার হোঁচট খাচ্ছিল। পিতা দাশরথি দে'র অনুজ ছিলেন আশুতোষ দে। বাবা কাকার স্নেহের মধ্যে দিয়ে মাট্রিকে বৃত্তি লাভ। হুগলির মহসিন কলেজে ইন্টারমিডিয়েট সায়েন্স পরীক্ষায় মেধার পরিচয় দিলেন। ১৯৩৪ সালে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। আর্থিক অচ্ছলতার মধ্যে থাকলেও কেত্তনি শেঠ নামে এজকন বিত্তবান মানুষের সহায়তা লাভ করেন তিনি। কলকাতায় তাঁর অফিস ঘরেই শম্ভুনাথ দে'র থাকার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ফ্রি স্টুডেন্টশিপ এবং মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে থাকার সুযোগ পান। '৪২-এ ডিপ্লোমা ইন ট্রপিক্যাল মেডিসিন লাভ করেন। মেডিকেল কলেজের প্রতিভাবান অধ্যাপক মণি দে'র নজরে তিনি পড়ে যান। ফলে মণি দে তাঁর বড় মেয়ে তরুলতার সঙ্গে শম্ভুনাথ দে'র বিবাহ দেন। অধ্যাপক দে'র ঘনিষ্ঠ ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের অধ্যাপক রয় ক্যামেরনের তত্ত্বাবধানে ১৯৪৭ সালে পিএইচডি গবেষণায় যোগদান করেন তিনি। তখন অধ্যাপক ক্যামেরন-শম্ভুনাথ গতানুগতিক গবেষণার পথ পরিবর্তন করে এবারে ফুসফুসের পরিবর্তনগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করতে শুরু করলেন। ধীরে ধীরে কেটে থাকলো জমাট থাকা কালো মেঘ। ১৯৪৯ সালে কলকাতায় ফিরেই নীলরতন মেডিকেল কলেজের ব্যাক্টিরিওলজি বিভাগের অধ্যাপক হয়ে যোগ দেওয়ার আগেই তাঁর মন প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল কলেরা রোগ নিয়ে গবেষণা করার। সেই সময়ে নীলরতন কলেজ ছিল কলেরা চিকিৎসার অন্যতম ভরকেন্দ্র। রোগী এবং গবেষণার সম্মেলন ঘটিয়ে শম্ভুনাথ দে দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে চলতে শুরু করেন। গবেষণাকালে তাঁর সঙ্গী ছিলেন গবেষক জলধি সরকার সহ অন্যান্যরা। ১৯৫১ সালে ফুলব্রাইট স্কলারশিপ নিয়ে বিদেশ যাত্রা। এবারে বড় গবেষণার লক্ষ্য নিয়ে পথ চলা শুরু করলেন। ১৯৫২-১৯৫৯ সাল পর্যন্ত হচ্ছে শম্ভুনাথ দে'র মহাসৃষ্টির লগ্ন। ১৯৫৫ সালে নীলরতন মেডিকেল কলেজ এবং তারপরে ১৯৭৩ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্যাথলজি বিভাগ হচ্ছে তাঁর গবেষণার সূতিকাগৃহ। কলেরা এবং আন্ত্রিক রোগের ব্যাকরণ এবং প্রকরণ ঠিক করার কাজে মনোনিবেশ করে গেছেন ১৯৬০ সাল পর্যন্ত। প্রকাশিত হয়েছে একের পর এক নতুন গবেষণামূলক তত্ত্ব যা তাত্ত্বিক এবং প্রায়োগিক ক্ষেত্রগুলোকে এখনও সমৃদ্ধ।

মূলত তিনটি ধাপের মধ্যে দিয়ে গবেষণার মাধ্যমে কলেরার মূলগত সমস্যাকে মেলে ধরলেন শম্ভুনাথ দে। প্রথম গবেষণায় তিনি দেখালেন যে কলেরা জীবাণু অন্ত্রে স্থাপন করলে অন্ত্রের মধ্যে বেশি পরিমাণ জল বের করে আনে। ১৯৫৯ সালের ৩০ মে 'নেচার' পত্রিকায় শম্ভুনাথ দে জানালেন যে কলেরার জীবাণু তার শরীরের কোনও অবিচ্ছেদ্য অংশ দিয়ে অন্ত্রের শরীরবৃত্তীয় কাজকর্মে গোলমাল করে না, আর সেটা করে জীবাণুর শরীর থেকে আশপাশের পরিমণ্ডলের বেরিয়ে আসা পদার্থ যাকে বলা হয়ে থাকে টক্সিন-তার প্রভাব। তাই এতদিন পর্যন্ত কলেরার কোন জীবাণুনাশক ওষুধ ব্যবহার করলেও ফল পাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। শম্ভুনাথ দে দেখালেন যে কলেরার জীবাণু যা ক্ষতি করে সবটাই জীবাণু থেকে বের হয়ে আসা প্রোটিনের মধ্যে দিয়ে। একে বলে এক্সোটক্সিন। 'নেচার' পত্রিকায় একমাত্র গবেষকের নাম দিয়ে প্রকাশিত গবেষণাপত্র দেখে সবাই ভুরু কোঁচকাতে শুরু করলো। দেশে বিদেশে বহু বিজ্ঞানীরা শম্ভুনাথ দে'র এই অসাধারণ গবেষণাপত্রকে সম্মান দিতে থাকে। কলেরার টক্সিন-এর চরিত্র এবং জটিল বিচার বিশ্লেষণ করার গবেষণায় মেতে উঠলেন শম্ভুনাথ দে। মেডিকেল কলেজ থেকে শুরু করে বোস ইন্সটিটিউটের গবেষণাগারে সকাল সন্ধ্যা গবেষণায় মেতে থাকলেন। এই সময়ে নতুন প্রজাতির কলেরার জীবাণু কলেরার সপ্তম প্যাণ্ডেমিক এসে উপস্থিত হল। যার নাম ভিব্রিও এলটর। গবেষণার কাজে অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব বোধ করতে শুরু করলেন। যদিও তিনি একেবারে হাল ছেড়ে দিলেন না। পড়ানো এবং ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরিতে মনোনিবেশ করতে শুরু করে দিলেন। ১৯৭৩ সালে মেডিকেল কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তবুও তিনি কলেরা নিয়ে গবেষণা বন্ধ রাখেননি।

বিভা চৌধুরী প্রথম বাঙালি মহিলা পদার্থ বিজ্ঞানী

বিশেষ প্রতিবেদক

বাঙালি বিজ্ঞানীর নামে প্যারিসের ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়ন একটি নক্ষত্রের নাম রেখেছে 'বিভা'। অবাক হবে না। কে এই বিভা?

বিভা চৌধুরী। প্রথম মহিলা বাঙালি বিশ্ববিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী। ১৯৪৯-এ প্রতিষ্ঠি প্রথম মহিলা ফিজিসিস্ট বিভা চৌধুরী। নেচার পত্রিকায় যাঁর একাধিক গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। শুধু তাই নয় তিনিই ফিজিক্সে-র প্রথম বাঙালি মহিলা ডক্টরেট। উনি ডক্টরেট করেছিলেন ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এমনকি তাঁর দেখানো পথেই নোবেল পেয়ে ছিলেন ইংরেজ পদার্থবিদ সিসিল পাওয়েল। পাওয়েল নিজেই উল্লেখ করেছেন যে, বিভা চৌধুরী এবং ডি.এম.বোস-এর উদ্ভাবিত পদ্ধতি ব্যবহার করেই তিনি সাফল্য পেয়েছেন।

বিভা চৌধুরীর জন্ম ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায়। হুগলি জেলার ভান্ডার হাটির গ্রামে ছিল তাদের জমিদারি। তাঁর পিতা প্রখ্যাত ডাক্তার বঙ্কু বিহারী চৌধুরী। মাতা ঊর্মিলা দেবী ছিলেন গিরিশ চন্দ্র মজুমদারের কন্যা, তারা ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ঊর্মিলা দেবীকে বিবাহ করার পর ডাক্তার বঙ্কু বিহারী চৌধুরী ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে যুক্ত হলে তিনি তাঁর পারিবারিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হন। বিভা চৌধুরী ছিলেন তাঁর পিতা-মাতার তৃতীয় সন্তান। বিভা চৌধুরী ছোট থেকেই ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। পড়তেন বেথুন স্কুলে। এরপর কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে পদার্থবিদ্যায় বি.এসসি অনার্স ডিগ্রি লাভ করেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে পদার্থবিদ্যায় এম.এসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই বছর ফিজিক্স ব্যাচের বিভাই ছিলেন একমাত্র মহিলা। এরপর তিনি বসু বিজ্ঞান মন্দিরে যোগদান করেন। দেবেন্দ্র মোহন বসু (ডি এম বোস) তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'পালিত প্রফেসর অফ ফিজিক্স'। পরে ১৯৩৭-এ অধ্যাপক ডি এম বোস, বসু বিজ্ঞান মন্দির-এ (বোস-ইন্সটিটিউট) ডিরেক্টর হিসেবে নিযুক্ত হন।

১৯৩৮ সাল। একটি সায়েন্স কনফারেন্সে গিয়ে জার্মান নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞানী ওয়ালথার বোথের সঙ্গে আলাপ হল বিজ্ঞানী দেবেন্দ্রমোহন বসুর। সেই সময় ফটোগ্রাফিক প্লেটের ওপর কসমিক রে বা মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাব নিয়ে গবেষণা করছিলেন ওয়ালথার বোথের (১৯৫৪ সালে বোথে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন)। সেই বিষয়ে দেবেন্দ্রমোহন বসুর সঙ্গে কথা হয় ওয়ালথার বোথের। বিষয়টা নিয়ে আগ্রহ জাগে দেবেন্দ্রমোহন বসুর। তিনি এবং বিভা চৌধুরি এই বিষয়ে গবেষণা করতে দার্জিলিং যান। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪২ দীর্ঘ তিন বছর বিভিন্ন সময়ে গবেষণা করেন তারা। দার্জিলিং এর পাহাড়ে গিয়ে ইলফোর্ড হাফ-টোন ফটোগ্রাফিক প্লেটের ওপর দিনের পর দিন সূর্যালোকের বিচ্ছুরণ ঘটান এবং প্লেটের ওপর লম্বা বক্রাকার আয়নিত গতিপথ দেখতে পান। তারা বুঝতে পারেন এগুলো প্রোটনের ট্র্যাক বা আলফা কণিকার ট্র্যাক থেকে ভিন্ন, এটা সম্ভবত 'মেসোট্রন' এর গতিপথ কিন্তু সেই মুহূর্তে তাদের কাছে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ছিল না। তাদের এই পরীক্ষার ফলাফলে শোরগোল পড়ে যায় বিজ্ঞান মহলে উ বিখ্যাত 'নেচার' পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে ফলাফল।

১৯৩৫ সালে জাপানী পদার্থবিজ্ঞানী হাইডেকি ইউকাওয়া তত্ত্বীয় ভাবে প্রমাণ করেছেন যে নিউক্লিয়ার বলের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে কিছু নতুন ধরনের কণা বিনিময় হয়। সেগুলোকে তিনি নাম দিয়েছেন এক্সচেঞ্জ পার্টিক্যাল (বিনিময়-কণা)। এই কণাগুলোর ভর ইলেকট্রনের ভরের চেয়ে সামান্য বেশি, কিন্তু প্রোটনের ভরের চেয়ে অনেক কম। ইউকাওয়া হিসেব করে দেখিয়েছেন যে এ ধরনের কণার ভর হবে ইলেকট্রনের ভরের ২৭০ গুণ এদের ভর ইলেকট্রনের ভর ও প্রোটনের ভরের মাঝামাঝি বলে এদের নাম দেয়া হয় 'মেসোট্রন', গ্রিক ভাষায় যার অর্থ 'মধ্যবর্তী'। 'মেসোট্রন' থেকে আরো সংক্ষিপ্ত হয়ে এদের নাম হয় 'মেসন'। ততদিনে প্রফেসর কার্ল এন্ডারসন ইলেকট্রনের ভরের সমান ভর ও ধনাত্মক চার্জ বিশিষ্ট পজিট্রন আবিষ্কার করেছেন। একই বছর তিনি আরেক ধরনের অব-পারমাণবিক কণা আবিষ্কার করে ভেবেছিলেন সেগুলো ইউকাওয়ার মেসন। কিন্তু দেখা গেল এন্ডারসনের কণাগুলোর ভর ইলেকট্রনের ভরের ২০৭ গুণ। ইউকাওয়ার মেসনের ভর ইলেকট্রনের ২৭০ গুণ। এন্ডারসন তার কণাগুলোর নাম দিলেন 'মিউ-মেসন' বা সংক্ষেপে 'মিউয়ন'। দেবেন্দ্রমোহন বসু ও বিভা চৌধুরী আরও পরীক্ষা করার জন্যে ফটোগ্রাফিক প্লেটগুলোকে এক নাগাড়ে ২০২ দিন সূর্যালোকে রেখে দিলেন কিন্তু উচ্চ-শক্তির প্রোটন কণার গতিপথ দেখলেন না। তাদের পরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত কণাগুলির ভর হিসেব করে দেখলেন ইলেকট্রনের ভরের ১৬০ গুণ। তারা বুঝলেন কোথাও ভুল হচ্ছে। বিশ্লেষণ করে দেখলেন তাদের ব্যবহৃত ফটোগ্রাফিক প্লেট 'হাফ-টোন'। কিন্তু সেই সময় ভারতে 'ফুল-টোন' প্লেট পাওয়া অসম্ভব। তবুও হাল ছাড়লেন না

বাংলা চলচ্চিত্রে সুমিত্রা দেবী বেশ দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করতেন বলেই তাঁর সুনামবৃদ্ধি

বিশেষ প্রতিবেদক

গত শতকের মাঝামাঝি বাংলা চলচ্চিত্রে এক অভিনেত্রীর, বলা যায় তৎকালীন সেরা সুন্দরী অভিনেত্রীর আবির্ভাব ঘটে। পরে পাঁচের দশকে অবশ্য সেরা সুন্দরী অভিনেত্রী সুচিত্রা সেনকে পাই আমরা। বাংলা ছবির সেই সুন্দরী অভিনেত্রী সাকুল্যে মাত্র আঠারোটি

ছবিতে অভিনয় করেছেন। কিন্তু সে সময়ের বাঙালি যুব সম্প্রদায়কে আপন সৌন্দর্য ও অভিনয়ে তিনি পাগল করে তুলেছিলেন। তাঁর অভিনীত ছবিগুলি দেখার জন্য কলকাতার সিনেমা হলে সাড়ে চার আনার টিকিটের কাউন্টারে বিরাট লাইন লেগে থাকত। এই সাড়ে চার আনার টিকিট হল ফোর্থ ক্লাসের। মানে আম জনতার।

অভিনেত্রীর আসল নাম নীলিমা চট্টোপাধ্যায়। ১৯২৩ সালে বীরভূম জেলার সিউড়িতে জন্ম। ফুটফুটে সুন্দর দেখতে নীলিমার বাবা মুরলীধর চট্টোপাধ্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী ছিলেন। তাঁর বাল্য শিক্ষা মজফফরপুরে। ১৯৩৪ সালে বিহারে ভূমিকম্পের জেরে নীলিমারা কলকাতায় চলে আসেন। ভর্তি হন দেশবন্ধু গার্লস হাইস্কুলে। তবে তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেননি। গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মের ফলে অনেক অনুশাসন মেনে চলতে হতো নীলিমাকে। কিন্তু ছোট থেকেই তাঁর ইচ্ছা ছিল রুপোলি পর্দার ভাল অভিনেত্রী হওয়ার, নায়িকা হওয়ার। যৌবনে সবে পা রেখেছেন, তখনই সর্বস্তরে শুরু হয়ে যায় নীলিমার রূপের প্রশংসা। মেয়ে সিনেমায় অভিনয় করতে ইচ্ছুক জেনে বাবা চিন্তায় পড়লেন। তাই তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দিলেন মেয়ের। কিন্তু বিবাহিত জীবন সুখের হল না। একদিন স্বামী গৃহ ছেড়ে চলে এলেন। এব্যাপারে ছোটভাই তাঁর পাশে থেকেছেন সব সময়। চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসাবে নিউ থিয়েটার্সের কথা তাঁর জানা ছিল। ভাইয়ের উৎসাহে উদ্বুদ্ধ হয়ে নীলিমা একদিন তাঁর ফটোসহ একটি আবেদন পত্র পাঠান নিউ থিয়েটার্সে অভিনয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করে। চিঠির উত্তর এল। নিউ থিয়েটার্স তাঁকে ডাকল ইন্টার ভিউয়ের জন্য। ইন্টারভিউ দিলেন। তাতে উতরে যাওয়ায় অভিনয়ের শিক্ষাদান শুরু হল। ছবির পর্দায় আর নীলিমা নয়, তাঁর নাম হল সুমিত্রা দেবী।

নিউ থিয়েটার্সের 'মাই মিস্টার' ছবির নায়িকা রূপে সুমিত্রা দেবী নির্বাচিত হলেও তাঁর প্রথম মুক্তি প্রাপ্ত ছবি 'সন্ধি'। প্রথম ছবিতেই দর্শকের মন জয় করে ফেলেন তিনি। ছবির নায়ক বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৪৪ সালে। নবাগত নায়িকা সুমিত্রা দেবী সে বছর বিএফজেএ (বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন) পুরস্কার পান সেরা অভিনেত্রী হিসাবে। এ ছবি যে আলোড়ন তুলবে কেউ ভাবেননি। 'সন্ধি'র পরিচালক অপূর্ব মিত্র হলেও এ ছবির প্রযোজক ও চিত্রনাট্যকার দেবকী কুমার বসু। প্রকৃত পক্ষে তিনিই সুমিত্রা দেবীকে ট্রেনিং দেন। তাতেই সুমিত্রা দেবী প্রথম ছবিতেই অসাধারণ অভিনয় করেন। এই ছবিতে তাঁর চরিত্রটি খামখেয়ালি এক বিবাহিতা তরুণীর। স্বামী যার একজন ভাল মানুষ। কিন্তু স্ত্রীর খেয়ালের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে স্বামী বেচারার কাহিল অবস্থা। তরুণীর একটাই দুর্বলতা। আরশোলা ভীতি। স্বামী সেটা জানতে পেরে বোতলে আরশোলা রেখে স্ত্রীকে জব্দ করতেন। শেষ কালে স্বামীর সঙ্গে সন্ধি করলেন তরুণী। কলেজে পড়ার সময় ছবিটি দেখেছিলাম কয়েকজন বন্ধু মিলে। পরে যখন প্রথমবার বোম্বাই যাই তখন কেএস ফিল্মসের ক্যামেরাম্যান আমাকে সুমিত্রাদেবীর সঙ্গে পরিচয় করে দেন। আমি আরশোলার গল্প বলতে কী হাসি। অবশ্য এর মধ্যে তাঁর 'পথের দাবি', 'দেবী চৌধুরাণী', 'সাহেব বিবি গোলাম', 'একদিন রাত্রে', 'আঁধার আলো' দেখেছি। সেই সব ছবি নিয়েও কথা হল ওঁর সঙ্গে। অভিনয়ের জগতে আসার পর তাঁর বিয়ে হয় অভিনেতা দেবী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সে সময় দেবী মুখোপাধ্যায় বিরাট মাপের অভিনেতা। ১৯৪৭ সালে দেবী মুখোপাধ্যায় মারা যান। 'ভাবীকাল' ছবিতে অসাধারণ অভিনয়ের জন্য দেবী মুখোপাধ্যায় বিএফজেএ পুরস্কার পেয়েছিলেন। 'সন্ধি' ছবির পর সুমিত্রা দেবী 'পথের দাবী', 'অভিযোগ', 'দেবী চৌধুরাণী', 'স্বামী', 'সমর', 'দস্যু মোহন', 'সাহেব বিবি গোলাম', 'একদিন রাত্রে', 'আঁধার আলো', 'খেলা ভাঙার খেলা', 'নীলাচলে মহাপ্রভু', 'যৌতুক', 'কিনু গোয়ালার গলি' প্রভৃতি ছবিতে দুর্দান্ত অভিনয় করেন। তাঁর অভিনয়ের জন্য ছবিগুলি ভালো চলেছিল। হরিদাস ভট্টাচার্য পরিচালিত 'আঁধার আলো' ছবিতে সুমিত্রা দেবীর অভিনয় দর্শকমহলে সাড়া ফেলে দেয়। 'আঁধারে আলো' সেই বছর দ্বিতীয় সেরা ছবি হিসাবে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পায়। কার্লোভিভারি ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ছবিটি মনোনীত হয়েছিল। এই ছবিতে সুমিত্রা দেবীর অভিনয়ের প্রশংসা অনেকের মুখেই শুনেছি। তিনি বোম্বে টকিজের ব্যানারে বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনি 'রজনী' অবলম্বনে হিন্দি ও বাংলা দ্বিভাষিক ছবি করেন। তাতে তরঙ্গিণীর ভূমিকায় অভিনয় করে হিন্দি ছবির দর্শকদেরও বেশ আপন হয়ে উঠলেন। রাজ কাপুরের 'একদিন রাত্রে'র হিন্দি 'জগতে রাহো' ছাড়াও সুমিত্রা দেবী আরও কয়েকটি হিন্দি ছবিতে কাজ করেছেন। সেগুলির মধ্যে আছে 'ময়ূরপঙ্খ', 'মমতা', 'দিওয়ানা', 'আরাবিয়ান নাইটস', 'মেরে আরমান মেরে সপনে', 'বীর ভীমসেন' প্রভৃতি। সম্ভ্রম জাগানোর মতো ব্যক্তিত্ব ছিল সুমিত্রা দেবীর। বোম্বেতে শুনেছি সুমিত্রা দেবী খুব বিনয়ী ছিলেন বলে ভালোবাসা পেয়েছেন।

বাংলাদেশ হাইকোর্ট রঞ্জন চৌধুরীর সাজা

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা

বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব আসামের (উলফা) নেতা রঞ্জন চৌধুরীও তার সহযোগী প্রদীপ মারাককে

একটি মামলায় যাবজ্জীবনের পরিবর্তে২০বছর করে কারাদণ্ড দিয়েছেন হাইকোর্ট। অস্ত্র আইনের ওই মামলায় বিচারিক আদালতের রায়ে ওই দুই আসামির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল।

ওই মামলায় বিচারিক আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আসামিদের করা আপিল খারিজওসাজা সংশোধন করে বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলামও বিচারপতি তামান্না রহমান খালিদীর সমন্বয়ে গঠিত হাই কোর্ট বেঞ্চ মঙ্গলবার বুধবার এরায় দেন।

আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল সুলতানা আক্তার রুবী, সঙ্গে ছিলেন সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসিফ ইমরান জিসান।

আসামিপক্ষে ছিলেন আইনজীবী এ কে এম শামশাদ, নূরুজ্জামানও আমির উদ্দিন।

সন্ত্রাসবিরোধী আইনে করা একটি মামলায় বিচারিক আদালতের রায়েও এই দুজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল। এই মামলায় তারা যত দিন কারাভোগ (১৫ বছর) করেছেন,তত দিন তাদের সাজাভোগ হিসেবে গণ্য করেছেন হাই কোর্ট। বিচারিক আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আসামিদের করা আপিল খারিজ এবং সাজা সংশোধন করে আজ রায় দেন হাই কোর্টের একই বেঞ্চ। রঞ্জন ও প্রদীপ ২০১০সালের ১৭ জুলাই থেকে কারাগারে আছেন বলে জানিয়েছেন আসামিপক্ষের এক আইনজীবী। অস্ত্র আইনের মামলায় ২০ বছর এবং সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় আসামিদের ১৫ বছরের কারাবাস সাজাভোগ হিসেবে গণ্য হওয়ায় ওই দুই আসামি মুক্তি পেতে পারেন বলে জানিয়েছেন আসামি পক্ষের এক আইনজীবী। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, এ মামলায় যাবজ্জীবন সাজা পরিবর্তন করে২০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

সন্ত্রাসবিরোধী আইনের অপর মামলায় তাদের যাবজ্জীবন ছিল, যা সার্ভ আউট বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মানে ১৫ বছর খেটেছেন, এই১৫ বছর শাস্তি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। ১৫বছর৭দিন ধরে তারা কারাগারে আছেন। কারাবিধি অনুযায়ী আসামিরা কিছু মাফ পায়; কারাবিধি অনুযায়ী সাধারণত ৯ মাসে বছর হয়ে থাকে। যেহেতু ১৫ বছর সার্ভ (খেটেছেন) করেছে, এহিসাবে কারাবিধি অনুযায়ী যদি ৯ মাসে বছর গণনা করা,তাহলে ২০বছর হয়ে যায়। এ হিসাবে তারা কারামুক্তি পেতে পারেন।

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে মানব পাচারের বৃহৎ প্রচেষ্টা ব্যর্থ করল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ

মালিগাঁও, ২৪ জুলাই ঃ মানব পাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এক বৃহৎ সাফল্য অর্জন করে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) ২২ জুলাই, ২০২৫ তারিখের রাত নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে নিউ জলপাইগুড়ি-পাটনা ক্যাপিটাল এক্সপ্রেস থেকে ৫৬ জন তরুণীকে উদ্ধার করে এবং দুই সন্দেহভাজন পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করে। ১৮ থেকে ৩১ বছর বয়সের এই মহিলারা পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার জেলার বাসিন্দা। বেঙ্গালুরুতে অবস্থিত একটি কোম্পানিতে চাকরির মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের প্রলুব্ধ করা হয়েছিল, কিন্তু পরিবর্তে তাদের বিহারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, যা পাচারের গুরুতর সন্দেহ প্রকাশ হয়। নিয়মিত তল্লাশির সময় সতর্ক আরপিএফ কর্মীরা লক্ষ্য করেন যে, বৃহৎ সংখ্যক তরুণীর একটি দল বৈধ টিকিট ছাড়াই একসাথে ভ্রমণ করছে। পরিবর্তে, তাদের হাতে কোচ এবং বার্থ নম্বর স্ট্যাম্প করা হয়েছিল, যা প্রায়শই অবৈধ পাচারকারী নেটওয়ার্কগুলির সাথে যুক্ত একটি পদ্ধতি। জিজ্ঞাসাবাদের পর, দুইজন এসকর্ট - একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা - পরস্পরবিরোধী ভাষ্য প্রদান করেন এবং ভ্রমণের উদ্দেশ্য বা চাকরির প্রস্তাব সম্পর্কিত বৈধ নথিপত্র জমা দিতে ব্যর্থ হন। সন্দেহভাজন উভয়কেই তাৎক্ষণিকভাবে হেফাজতে নেওয়া হয় এবং গভর্নমেন্ট রেলওয়ে পুলিশের (জিআরপি) কাছে হস্তান্তর করা হয়। বর্তমানে জিআরপি এবং আরপিএফ-এর যৌথ তদন্ত চলছে, যার লক্ষ্য এই অঞ্চলে সক্রিয় সম্ভাব্য মানব পাচারকারী নেটওয়ার্কগুলি উন্মোচন করা। উদ্ধারকৃত সকল নারীকে তাৎক্ষণিক সহায়তা প্রদান করা হয় এবং পরে সুরক্ষিতভাবে তাদের পরিবারের সাথে মিলিত হয়। এছাড়াও, জানুয়ারী থেকে ২২ জুলাই, ২০২৫ পর্যন্ত, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ একাধিক অভিযানে চারজন মানব পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেছে এবং ছয়জন নাবালক ছেলে এবং ৫৬ জন মহিলাকে সফলভাবে উদ্ধার করেছে, যা অসুরক্ষিত যাত্রীদের সুরক্ষা এবং রেলওয়ে নেটওয়ার্কে পাচার কার্যকলাপ রোধে তাদের অটল প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ সতর্ক রয়েছে এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জোনে যাত্রীদের, বিশেষ করে মহিলা ও শিশুদের, সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

তোর্ষায় স্নান করতে নেমে তলিয়ে মৃত ২

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৪ জুলাই ঃ কোচবিহার শহর সংলগ্ন কাড়িশাল এলাকায় তোর্ষায় স্নান করতে নেমে তলিয়ে মৃত্যু হল দুই কিশোর-কিশোরীর। বৃহস্পতিবার বেশ কয়েকজন বন্ধুরা মিলে তোর্ষায় স্নান করতে গিয়েছিল। সেইসময় চারজন নদীতে তলিয়ে যেতে থাকে। দু'জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও শুভজিত সরকার (১৮) ও রুপা দাস (১৮) নামে দু'জন তলিয়ে যায়। পরে তাদের উদ্ধার করে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

দক্ষিণ পূর্ব মধ্য রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিশ নং.-NIT/81/125, তারিখঃ ২২.০৭.২০২৫

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে, দক্ষিণ-পূর্ব মধ্য রেলওয়ে, বিলাসপুর বিভাগের সিনিয়র ডিভিশনাল ম্যাটেরিয়ালস ম্যানেজার নিম্নলিখিত জিনিসপত্রের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন।

ক্রম.	টেন্ডার নং.	নির্ধারিত তারিখ	টেন্ডার মূল্য টাকা	ইএমডি টাকা
১.	[illegible]	০৭.০৮.২০২৫	০০	[illegible]

বর্ণনাঃ [illegible] Model No. HMI-O-10-TS DCE 4522, [illegible] 3EST000235-7 010 [illegible] https://www.ireps.gov.in [illegible]

সিনিয়র ডিভিশনাল মেটেরিয়াল ম্যানেজার/বিলাসপুর

South East Central Railway @secrail

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of **"Lighting Arrangement from Dirghanghi more till toll tax point over old Delhi road. (Shrabani Mela 2025)" NIQ No.- WBPWD/EE/HED/SHORT/NIQ-11 of 2025-26.** Bid submission closing date: **26/07/2025 upto 04.30 P.M.** Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

জনস্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তরের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ ও ডায়রিয়া রোগ বন্ধ অভিযান কর্মসূচি

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৪ জুলাই ঃ বীরভূম জেলার লাভপুর ব্লকের বিডিও সাহেবের সহায়তায় ও বোলপুর সাবডিভিশনের জনস্বাস্থ্য কারিগরী দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের উদ্যোগে পালিত হলো বৃক্ষরোপণ ও ডায়রিয়া রোগ বন্ধ অভিযান কর্মসূচি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বোলপুর সাবডিভিশন এর জনস্বার্থ কারিগরী দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সাহেব,জুনিয়র ইঞ্জিনিযার সাহেব, ইন্দাশ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সাহেব, ডি পি এম ইউ প্রতিনিধি, আই এস এ প্রতিনিধি, সংঘনেত্রী, ভাল্ব অপারেটর, পাম্প অপারেটর ও গ্রামবাসী। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য বি ডি ও সাহেবের দেওয়া ৫০ টি তিন প্রকার ফলের চারাগাছ এদিন সকলে মিলে রোপণ করা হয়। এছাড়াও এখন বর্ষাকাল তাই ডায়রিয়া রোগের প্রকোপ বিশেষ করে শিশুদের আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেশি থাকায় গ্রামবাসীদের বিশেষ ভাবে সচেতন করা হয়। এই রোগ প্রতিরোধ করার জন্য কী কী সচেতনতা অবলম্বন করতে হবে তা গ্রামবাসীদের সামনে তুলে ধরা হয় এবং গ্রামবাসীদের নিয়ে ডায়রিয়া বন্ধ অভিযান নিয়ে একটি সচেতনতা মূলক র‍্যালী করা হয়। পরিশেষে সকলে মিলে শপথ নেওয়া হয় যে একটি গাছ একটি প্রাণ, তাই সকলে বেশি বেশি গাছ লাগাবে, পানীয় জলের অপচয় বন্ধ করবে এবং জল সংরক্ষণ করবে।

মহানায়ক উত্তম কুমারের ৪৫ তম মৃত্যুবার্ষিকীতে টালিগঞ্জে মহানায়কে মূর্তি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন মাননীয় মন্ত্রী শ্রী অরূপ বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, বিধায়ক দেবব্রত মজুমদার, দেবাশীষ কুমার সহ পৌর প্রতিনিধিরা। ছবি সুবল সাহা

রোটারি ক্লাব দুর্গাপুর সেন্ট্রালের দ্বারা মেয়েদের কিক বক্সিং প্রশিক্ষণ

দুর্গাপুর, ২৪ জুলাই ঃ রোটারি ক্লাব অফ দুর্গাপুর সেন্ট্রালের নারী ক্ষমতায়ন প্রকল্পের আওতায়, দুর্গাপুরের সাগরভাঙ্গা বালিকা হিন্দী উচ্চ বিদ্যালয়ের ৩৫ জন ছাত্রীকে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা নিয়মিতভাবে কিক বক্সিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। কিক বক্সিং শারীরিক নমনীয়তা, ভারসাম্য, উন্নতি, আত্মরক্ষার দক্ষতা এবং আত্মবিশ্বাসের মতো অনেক শারীরিক ও মানসিক সুবিধা প্রদান করে। রোটারি ক্লাব দুর্গাপুর সেন্ট্রাল নারী ক্ষমতায়নের আওতায় নিয়মিত প্রশিক্ষণ ফি প্রদান করছে। আজ, প্রশিক্ষণ অধিবেশন শেষে, রোটারি ক্লাব অফ দুর্গাপুর সেন্ট্রালের সদস্যদের এবম স্কুলের প্রিন্সিপাল উপস্থিতিতে, ৩৫ জন ছাত্রীকে পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করা হয়।

আশা করা হচ্ছে যে এই ধরণের ব্যবস্থা তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করবে এবং তারা এগিয়ে যাবে এবং সমাজে নারী ক্ষমতায়নের নতুন মাত্রা স্থাপন করবে।

মসৃণ ট্র্যাক, নিরাপদ যাত্রা - হাওড়া ডিভিশনের সাহসী ইঞ্জিনিয়ারিং পদক্ষেপ

কলকাতা, ২৪ জুলাই ঃ গতি, নিরাপত্তা এবং পরিচালন দক্ষতা উন্নত করার লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে, পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিশনের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ডাউন হাওড়া - বর্ধমান কর্ড লাইনে চেরাগ্রাম ব্লক হাট এবং বেলমুরি স্টেশনের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ট্র্যাক পুনর্বিন্যাসের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। কাজটি ১৮ই থেকে ২০ জুলাই ২০২৫ সালের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছিল এবং ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ এবং অপ্টিমাইজেশনের ক্ষেত্রে একটি বড় সাফল্য। উল্লেখিত সময়ের মধ্যে তিনটি পৃথক ট্র্যাফিক ব্লকের সময় বিসিএম (ব্যালাস্ট ক্লিনিং মেশিন) এবং ট্যাম্পিং মেশিন (এমএফআই) ব্যবহার করে সূক্ষ্ম স্লুইং অপারেশনের মাধ্যমে একটি ফোর্স লেআউট সফলভাবে অপসারণ করা হয়েছে। এই কাজটি শ্রী পার্থ দে, SSE/P.Way/Gurap (SEC) দ্বারা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করা হয়েছিল, PWI ইনচার্জ /Gurap শ্রী বিবেক ঠাকুরের নির্দেশনায় এবং শ্রী আলোক, AEN/Dankuni এবং শ্রী আর.কে. বার্নওয়াল, সিনিয়র DEN-২ হাওড়ার সার্বিক তত্ত্বাবধান এবং সহায়তায়। কাজের মূল সাফল্যের মধ্যে রয়েছে মিথ্যা বক্ররেখা সংশোধন করে ট্র্যাক জ্যামিতির উন্নতি, যা রেলের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করবে এবং যাত্রীদের নিরাপত্তা এবং যাত্রার আরাম উভয়ই বৃদ্ধি করবে। এছাড়াও, দুটি বিপরীত বক্ররেখা - কার্ভ নং ২৭ এবং কার্ভ নং ২৮ - সফলভাবে অপসারণ করা হয়েছে, যার ফলে উন্নত সারিবদ্ধতা এবং পরিচালনা দক্ষতা তৈরি হয়েছে। এই অর্জন সময়ানুবর্তিতা উন্নত করে এবং রক্ষণাবেক্ষণের চাহিদা হ্রাস করে, যার ফলে যাত্রী এবং মালবাহী পরিচালনা উভয়ই উপকৃত হয়। ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা পূর্ব রেলের অবকাঠামো বৃদ্ধি এবং যাত্রীদের সন্তুষ্টি নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতিকে আরও শক্তিশালী করে চলেছে।

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (IV), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে **সিনি.ডিইএন/৪/হাওড়া**-র অধীনে। **ক্র. নং. ঃ ১। ই-টেন্ডার নং. ঃ ১০৫_২০২৫-২৬, তারিখ ঃ ২৩.০৭.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** সিনি. ডিইএন/৪/হাওড়ার আওতাধীনে এইএন/রামপুরহাট ও এইএন /বোলপুর শান্তিনিকেতন-এর অধীনস্থ শাখায় অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সমেত নলহাটিতে (১টি) গ্যাংহাট, পাকুড় এবং রাজগ্রাম খাদানে নতুন কংক্রীট বাফার এবং স্যান্ড হাম্প সম্প্রসারণ ও মেরামতির কাজ। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৬৯,০৬,০৫৮.১৯ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১,৩৮,১০০.০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ০৬ (ছয়) মাস। **ক্র. নং. ঃ ২। ই-টেন্ডার নং. ঃ ১০৬_২০২৫-২৬, তারিখ ঃ ২৩.০৭.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** হাওড়া ডিভিসনে - ডিইএন/৪/হাওড়ার অধীনে এইএন/রামপুরহাট-এর আওতাধীনে টিটিআর - ২৯ সেট - (টিটিআর (এফএস+টিডব্লুএস+ডব্লুসিএমএসসি) - ১২ তে ১- ১৬ সেট (মোট ১২ সেট পিডব্লুআই/রামপুরহাটের অধীনে এবং ৪ সেট পিডব্লুআই/নলহাটির অধীনে); এবং টিটিআর (এফএস+টিডব্লুএস+ডব্লুসিএমএসসি) - ৮.৫-এ ১- ১৩ সেট, (মোট ২ সেট পিডব্লুআই/ রামপুরহাটের অধীনে, ৩ সেট পিডব্লুআই/নলহাটির অধীনে এবং ৮ সেট পিডব্লুআই/পাকুড়-এর অধীনে) এবং টিআরআর (পি) - ৩.৬৬২ টিকেএম এই স্থানগুলিতে ঃ সাঁইথিয়া - নলহাটি -এম এল-আপ - ৯৯.২২৯ - ৯৯.২৭৯ = .০৫ কিমি, আপ ১০০.১৩৯ - ১০০.৩৬৭ = ০.২২৮, আপ - ১০০.৪৯৩ - ১০০.৬২৭ = ০.১৩৪ কিমি, রামপুরহাট - দুমকা - এসএল ১৫৩.০০ - ১৫৪.৮০ = ১.৮০ কিমি, রামপুরহাট - দুমকা -এসএল ১৫৪.৮০ - ১৫৫.৫০ = ০.৭ কিমি, রামপুরহাট - দুমকা -এসএল ১৫৫.৫ - ১৫৬.০০ = ০.৫ কিমি, নলহাটি - বনিডাঙ্গা - আপ ১৪৯.৮৫ - ১৫০.১০ = .২৫ কিমি এবং টিবিআর - ১.০৩৫ টিকেএম এই স্থানগুলিতে ঃ নলহাটি - বনিডাঙ্গা - আপ-১২১.১৫ - ১২২.১৮৫ = ১.০৩৫ কিমি এবং এসইজে ৩০ সেট নলহাটি - বনিডাঙ্গা এই স্থানে (আপ ১১৩.৬৪৩ - ১৭২.১১৪ = ১৫ সেট এবং ডাউন ১১৩.৫৯৫ - ১৭২.১১৩ = ১৫ সেট)। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ১,০২,২৫,৬৫১.৬৪ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,০১,১০০.০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। **ক্র. নং. ঃ ৩। ই-টেন্ডার নং. ঃ ১০৭_২০২৫-২৬, তারিখ ঃ ২৩.০৭.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/রামপুরহাটের আওতাধীনে পাকুড়-এ রানিং রুম আধুনিকীকরণের কাজের অবশিষ্ট অংশ। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৪৪,২৬,২৯৭.৫৯ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৮৮,৫০০.০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ০৪ (চার মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৪.০৮.২০২৫ দুপুর ২ টো। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডারিং-এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় বায়না (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি) কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড় ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গ্রাহ্য হবে না। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না। HWH-209/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কোর কমিটির বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২৪ জুলাই ঃ বোলপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের কোর কমিটির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকমুখ্যমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে রোড শো এবং সাংগঠনিক প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা বীরভূম জেলার বোলপুরে আজ তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল জেলা কোর কমিটির এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। উপস্থিত ছিলেন দলের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ-অনুব্রত মণ্ডল, কাজল শেখ, চন্দ্রনাথ সিংহ, সুদীপ্ত ঘোষ, আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিকাশ রায় চৌধুরী। যদিও বৈঠকে আজ উপস্থিত থাকতে পারেননি বোলপুর ও বীরভূমের দুই সাংসদ, তবুও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এই বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক কর্মসূচির পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বংদ্যোপাধ্যায়ের বোলপুর সফর ও নির্ধারিত রোড শো-কে ঘিরে সাংগঠনিক প্রস্তুতি গ্রহণ। বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতির উপর যে বহিরাগত আক্রমণ চলছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে মুখ্যমন্ত্রী বোলপুর শহরে এক বিশাল রোড শো করবেন বলে জানা গেছে। বৈঠকে আলোচনা হয়েছে, জেলার কোন কোন প্রান্ত থেকে কীভাবে জনসমাগম ঘটানো হবে, কোন নেতা কোথা থেকে লোক নিয়ে আসবেন এবং কর্মসূচি সফল করতে কি ধরনের সংগঠন ও লজিস্টিক সহায়তা প্রয়োজন হবে-এসব বিষয়ে বিস্তারিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই বিষয়ে আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, জেলায় মুখ্যমন্ত্রীর আগমন শুধু প্রশাসনিক দিক থেকেই নয়, দলীয় দিক থেকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাংগঠনিকভাবে আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত, জেলার প্রতিটি কোণ থেকে কর্মী- সমর্থকদের নিয়ে আসার জন্য বিস্তারিত পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৬৮৭, তারিখ ঃ ২৩.০৭.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং. ঃ ১। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১- ৩৪৪৩ -আর। কাজের নাম ঃ** ব্যান্ডেল - আজিমগঞ্জ শাখায় রেলওয়ে প্রাঙ্গণে ১০০% বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এলইডি আলোকিতকরণ ব্যবস্থায় রূপান্তর। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৮৯,৫৫,০২৮ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ২,৪৪,৮০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ২৭০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ২। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১- ৩৪৪৬-আর। কাজের নাম ঃ** হাওড়া - ব্যান্ডেল শাখায় রেলওয়ে প্রাঙ্গণে ১০০% বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এলইডি আলোকিতকরণ ব্যবস্থায় রূপান্তর। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৩৫,৯৩,৮১৯ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ২,১৮,০০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ২৭০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ৩। টেন্ডার নং.ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১- ৩৪৪৭-আর। কাজের নাম ঃ** হাওড়া - বর্ধমান (এইচবিসি) শাখায় রেলওয়ে প্রাঙ্গণে ১০০% বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এলইডি আলোকিতকরণ ব্যবস্থায় রূপান্তর। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৪১,৫৫,২০৪ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ২,২০,৮০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ২৭০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ৪। টেন্ডার নং. ঃ ইএল- এইচডব্লুএইচ-২৫-২১- ৩৪৪৮-আর। কাজের নাম ঃ** খানা জংশন- গুমানি শাখায় রেলওয়ে প্রাঙ্গণে ১০০% বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এলইডি আলোকিতকরণ ব্যবস্থায় রূপান্তর। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৫১,৬৯,৮৮৮ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ২,২৫,৯০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ২৭০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৩.০৮.২০২৫ তারিখ বিকেল ৫ টায়। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরবর্তী কোনো সুবিধাজনক দিনে করা যাবে। **www.ireps. gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। HWH-208/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ ডিভিসন, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিতের জন্য নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে ঃ ১৬০৫.৮০ টন ডেলিভারি না হওয়া **'স্টোন বোল্ডার' রানাঘাট (আরএইচএ)-তে ২৭টি বিওএক্সএন ধরনের ওয়াগনে পড়ে আছে,** যেটির 'যেখানে যেমন ভাবে আছে' ভিত্তিতে **রানাঘাট পার্সেল অফিসে ০৮.০৮.২০২৫ তারিখ (শুক্রবার) দুপুর ১২ টায় নিলাম অনুষ্ঠিত হবে।** নিলামটি নিম্নলিখিত নিয়ম ও শর্তানুসারে অনুষ্ঠিত হবে ঃ (i) সফল দরপ্রস্তাবদাতা নিজ ব্যবস্থা/যন্ত্রাদির মাধ্যমে নিজ ব্যয়ে ওয়াগন থেকে পণ্যসামগ্রী খালাস এবং সরানোর কাজটি করবেন। (ii) প্রত্যেক দরপ্রস্তাবদাতাকে নিলামে অংশগ্রহণের জন্য ৫০০০ টাকা প্রদেয় বায়না অর্থ রূপে (ইএমডি) দাখিল করতে হবে। (iii) দরপ্রস্তাব অর্থ রাশির ন্যূনতম ২৫% সফল দরপ্রস্তাবদাতার নিকট থেকে নিলাম স্থলেই সংগ্রহ করা হবে এবং সেটি চিফ ক্যাশিয়ারকে জিএসএস/নৈহাটির মাধ্যমে জমা করতে হবে। (iv) নিলামের তারিখে সফল দরপ্রস্তাবদাতার প্রদেয় অর্থের সঙ্গে ইএমডি মূল্য সমন্বয় করা হবে। (v) অসফল দরপ্রস্তাবদাতার ইএমডি মূল্য ফেরত করা হবে। (vi) দরপ্রস্তাব রাশির ওপর সফল দরপ্রস্তাবদাতাকে ৫% হারে জিএসটি প্রদান করতে হবে। (vii) নিলামের তারিখ থেকে অথবা সম্পূর্ণ দরপ্রস্তাব মূল্য প্রদানের ৭ দিনের মধ্যে সফল দরপ্রস্তাবদাতাকে পণ্যসামগ্রী সরিয়ে নিতে হবে। (viii) যদি দরপ্রস্তাবদাতা ন্যূনতম ২৫% দরপ্রস্তাব মূল্য জমা করার পরে বাকি অর্থরাশি নিলামের ৭ দিনের মধ্যে দিয়ে নিলামকৃত পণ্যসামগ্রী সারিয়ে নিতে ব্যর্থ হন, তাহলে ইতিমধ্যে দাখিল করা অর্থ সরাসরি জব্দ হবে এবং পরবর্তী নিলাম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ওই নিলামকৃত পণ্যসামগ্রী পুনর্বিক্রয় করা হবে। সফল দরপ্রস্তাবদাতাকে পাওয়ার পর, এসএস/রানাঘাটকে তা জানাতে হবে, যাতে সফল দরপ্রস্তাবদাতা তাঁর নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সম্পূর্ণ দরপ্রস্তাব মূল্য প্রদান করে পণ্যসামগ্রী খালাস ও অপসারণ করতে পারেন, এই কারণে ইতিমধ্যে পুরোনো লোকো অফিসের সম্মুখস্থ স্থানটি ওয়াগনগুলিকে রাখার জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে যাতে প্রয়োজনীয় যন্ত্র ব্যবহার দ্বারা পণ্যসামগ্রী খালাস করা যায়। SDAH-131/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বাঁকুড়া-বর্ধমানে বজ্রপাতে মৃত ৬, আহত ২

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৪ জুলাই ঃ পৃথক পৃথক বজ্রপাতের ঘটনায় বাঁকুড়া জেলায় মৃত্যু হল ৪ জনের। আহত হলেন ২ জন। অন্যদিকে পূর্ব বর্ধমানেও বজ্রপাতে মৃত্যু হল ২ ব্যক্তির। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে। এদিন দুপুরে আকাশ কালো করে ঝেঁপে বৃষ্টি নামে বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তে। প্রবল বজ্রবিদ্যুৎ সহযোগে বৃষ্টির মাঝেই বাঁকুড়ার কোতুলপুর, ওন্দা, ইন্দাস ও পাত্রসায়ের থানা এলাকায় পৃথক পৃথক বজ্রপাতের ঘটনায় মোট ৪ জনের মৃত্যু হয়। আহত হয়েছেন আরও দু'জন। স্থানীয় সূত্রে খবর, মাঠে আমন ধান রোপণের কাজ করছিলেন কোতুলপুর থানার খিরি গ্রামের বাসিন্দা জিয়াউল হক মোল্লা ও আসপিয়া মোল্লা। আচমকা বজ্রপাত হলে গুরুতর আহত অবস্থায় দুজনেই জমিতে লুটিয়ে পড়েন। দু'জনকে উদ্ধার করে স্থানীয় গোগড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা জিয়াউল হক মোল্লাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আহত আসপিয়া মোল্লা হাসপাতালে ভর্তি। অন্যদিকে প্রবল বৃষ্টির মাঝে আচমকা বজ্রপাতে বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের থানার কাঁটাবন উদয়পল্লী স্কুল সংলগ্ন এলাকায় গুরুতর জখম হন জীবন ঘোষ নামের এক যুবক। আহত ওই যুবককে প্রথমে পাত্রসায়ের ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল হয়ে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ওন্দাতেও এদিন বাজ পড়ে মৃত্যু হয়েছে একজনের। পুলিশ জানিয়েছে মৃতের নাম নারায়ণ সাওয়ার। এদিন দুপুরেই বাজ পড়ে একজনের মৃত্যু ও একজন আহত হয়েছেন ইন্দাস থানার বাঙালচক এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে মৃতের নাম শেখ ইসমাইল। ঘটনায় আহত হয়েছেন বুলটি বাগদী নামের এক মহিলা।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী

প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, ১১, গার্ডেনরিচ, কলকাতা-৭০০০৪৩, দঃপূঃ রেলওয়ে দ্বারা পূর্বে প্রকাশিত **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং পিসিএমএম/জিইএনএল/টিপি/২০২৫/২৫, তারিখ ০৪.০৭.২০২৫-এর** প্রেক্ষিতে **সংশোধনী।** উক্ত টেন্ডারে, অনুগ্রহ করে "টেন্ডার নং ২৫৩১১১এ-এর পরিবর্তে **৩০২৫৩১১১এ** এবং **খোলার তারিখ** ৩০.০৭.২০২৫-এর পরিবর্তে ১৪.০৮.২০২৫ পড়তে হবে"। অন্যান্য সমস্ত নিয়ম ও শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে। **(PR-434/C)**

পূর্ব রেলওয়ে

চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য রেলওয়ে এবং সরকারি /রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার যথাযথ তালিকাতে থাকা প্রখ্যাত প্রমাণিত এবং যোগ্য ঠিকাদারদের নিকট থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং. ঃ ১। টেন্ডার নং. এবং কাজের নাম ঃ এইএনএসএইচওপি- পিইউ -আরসিসি - ২৫-২৬- এলএলএইচ** এবং সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া-তে কাঁচামালের বর্ধিত প্রবাহের জন্য উন্নত জিগস এবং বৈশিষ্ট্য সহ বিভিন্ন কোচ উপাদানের আধুনিক আনুপূর্বিক পরীক্ষানিরীক্ষার সুবিধার উন্নয়ন এবং পিইউ আচ্ছাদিত শপ ফ্লোরের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,১৭,৪১,১৬২.০১ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ২,০৮,৭০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ২। টেন্ডার নং. এবং কাজের নাম ঃ এইএনএসএইচওপি- পিইউফ্লোর- ২৫-২৬- এলএলএইচ** এবং সিডব্লুএম/লিলুয়ার অধীনে লিলুয়া ওয়ার্কশপের কোচ কম্পোনেন্ট শপ এবং বগি সেকশনে বিদ্যমান কংক্রিট মেঝের ওপর ১২ মিমি পিইউ সুরক্ষামূলক ফ্লোরিং আস্তরণ প্রদানে ব্যবস্থার মাধ্যমে কংক্রিট মেঝের উন্নয়নের ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৯২,৫৮,৭৮০.০০ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ২,৪৬,৩০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **ক্র. নং. ঃ ৩। টেন্ডার নং. এবং কাজের নাম ঃ এইএনএসএইচওপি ড্রেনকভার২৫-২৬ এলএলএইচ** এবং সিডব্লুএম/লিলুয়ার অধীনে লিলুয়া ওয়ার্কশপের অনাচ্ছাদিত নর্দমার লোহার ঢাকনির ব্যবস্থা এবং নর্দমার সংস্কার প্রভৃতি কাজের ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,৬৬,৭০,৯৫৯.৯৪ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ২,৮৩,৪০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৪.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা পর্যন্ত। বিশদ টেন্ডার সংশোধনী (যদি থাকে,) সহ **https://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না MISC-139/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

JEARAH SAMABAY KRISHI UNNAYAN SAMITY LTD.
Regd. No. 31 H.G., Dt.19-11-55
VILL.- JEARAH P.O. TARAKESWAR DIST. HOOGHLY PIN - 712410
Ref. No. .... Date ....

বিশেষ সাধারন সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জিয়াড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের সমস্ত সদস্য / সদস্যাগনকে জানানো হচ্ছে যে, আগামী ইংরাজী ০৭.০৯.২০২৫ (রবিবার) সকাল ১১টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত জিয়াড়া সমবায়ের অফিস প্রাঙ্গনে আলোচ্যসূচী অনুযায়ী (সমিতির পরিচালক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচন) বিশেষ সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বিশেষ সাধারন সভায় পরিচালক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচনে সমিতির সকল নির্বাচক সদস্যকে উপস্থিত থেকে প ঃ বঃ সমবায় আইন ২০০৬, প ঃ বঃ সমবায় আইন ২০১১ ও ওয়েস্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ ইলেকশান কমিশান রেগুলেসান ২০১২ অনুসরন করে পরিচালক মন্ডলীর ৯ (নয়) জন সদস্য (তন্মধ্যে ২ (দুই) টি মহিলাদের এবং ১ (এক) টি আসন তপশিলি জাতি / তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত) নির্বাচন করতে তথা বিশেষ সাধারন সভায় অংশ গ্রহন করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষরে এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে নিম্নে সংযোজিত হল।

আলোচ্যসূচিঃ পরিচালক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচন
তারিখঃ ২৪।০৭।২০২৫
স্থানঃ জিয়াড়া

চিতরঞ্জন মাইতি
জিয়াড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

JEARAH SAMABAY KRISHI UNNAYAN SAMITY LTD.
Regd. No. 31 H.G., Dt.19-11-55
VILL.- JEARAH P.O. TARAKESWAR DIST. HOOGHLY PIN - 712410
Ref. No. .... Date ....

পরিচালক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ

১ পরিচালক মন্ডলীর সদস্য সংখ্যা ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য (উপবিধিতে উল্লিখিত ধারা অনুযায়ী) সমিতির সমস্ত নির্বাচক সদস্য যথোপযুক্ত যোগ্যতা থাকলে সমিতির পরিচালক মন্ডলীর ১২ টি পদের জন্য (তন্মধ্যে ২ (দুই) টি মহিলাদের এবং ১ (এক) টি আসন তপশিলি জাতি / তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত) প্রার্থী হতে পারবেন এবং ভোটদান করতে পারবেন।

২. নির্বাচন সূচিঃ

ক্রম নং.	বিষয়	তারিখ	স্থান	সময়	ভারপ্রাপ্তব্যক্তির নাম / পদ
১.	মনোনয়নপত্র বিতরণ ও গ্রহণ	১৮।০৮।২০২৫ ১৯।০৮।২০২৫	সমিতির কার্যালয়	সকাল ১২টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটানিং অফিসার অথবা তার অনুমোদিত ব্যক্তি
২.	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা	২১।০৮।২০২৫	সমিতির কার্যালয়	সকাল ১১.৩০টা থেকে পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটানিং অফিসার
৩.	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা পরবর্তী বৈধ মনোনয়নপত্রের তালিকা প্রকাশ	২১।০৮।২০২৫	সমিতির কার্যালয়	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা শেষ হবার অব্যবহিত পর	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটানিং অফিসার
৪.	মনোনয়ন প্রত্যাহার	মনোনয়ন পত্র জমা দেবার পর থেকে ইং ২২।০৮।২০২৫ (শুক্রবার) বিকাল তিনটা পর্যন্ত	সমিতির কার্যালয়	মনোনয়ন পত্র জমা দেবার পর থেকে ইং ২২।০৮।২০২৫ (শুক্রবার) বিকাল তিনটা পর্যন্ত	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটানিং অফিসার
৫.	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার পরবর্তী চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	২২।০৮।২০২৫	সমিতির কার্যালয়	বিকাল ৩ টে পর	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটানিং অফিসার
৬.	নির্বাচনের তারিখ স্থান ও সময়	০৭।০৯।২০২৫	সমিতির কার্যালয়	সকাল ১১ টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটানিং অফিসার এর নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিক দ্বারা
৭.	ভোট গণনা	০৭।০৯।২০২৫	সমিতির কার্যালয়	ভোটগ্রহণ শেষ হবার অব্যবহিত পর	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটানিং অফিসার এর নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিক দ্বারা
৮.	ভোটের ফলপ্রকাশ	০৭।০৯।২০২৫	সমিতির কার্যালয়	ভোটগ্রহণ শেষ হবার অব্যবহিত পর	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটানিং অফিসার এর নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিক দ্বারা

চঞ্চল রায়
সহকারী রিটানিং
চাঁদপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer, Water Supply (TPS), KMC invites e-tender online in two-bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/WS/TPS/33/2025-2026
Name of the work: **Preventing entry of water inside pump house of station number one and two and CESC 1st point supply room during outside water logged at TPS.** Estimated amount: ₹ **1,77,511.00.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **120 days.**

(2) NIT No. : KMC/WS/TPS/34/2025-2026
Name of the work: **Improvement of illumination of Police Barrack Watch Tower and Walkway of southern side area at Tallah Pumping Station.** Estimated amount: ₹ **2,86,910.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **08.08.2025 up to 2 P.M. (For Sl. No. 1 & 2).** For details information please visit website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer, Water Supply (BR-XI), J. Unit, KMC invites e-tender for the following works:

(1) NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/77/2025-26
Name of the work: **Restoration of W/S service pipe damage by S&D Deptt. with leaks repair, pipe change, SV with SV chamber disinfection etc. at Postal Park, Janata Colony, Shib Mandir Road in Ward No.-112.** Estimated amount: ₹ **3,92,570.99.** Earnest money: ₹ **7,900.00.** Period of completion: **35 days.**

(2) NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/78/2025-26
Name of the work: **Supplying and laying of 100 mm dia. DI W/S pipe line due to KEIIP drainage pipe laying from 128 to 72 Postal Park Road in Ward No.-112, BR-XI.** Estimated amount: ₹ **2,99,151.68.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **21 days.**

(3) NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/79/2025-26
Name of the work: **Supplying and laying of 100 mm dia. DI W/S pipe line due to KEIIP drainage pipe laying from Arunoday Sangha Club to Nipendra Bhawan (Postal Park) in Ward No.-112, BR-XI.** Estimated amount: ₹ **2,90,457.86.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **21 days.**

(4) NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/80/2025-26
Name of the work: **Laying of 100 mm dia. DI pipe by replacing 100 mm damage CI pipe from 231/1 to 291 Baghajatin E Block East in Ward No.-101, BR-XII.** Estimated amount: ₹ **2,05,634.86.** Earnest money: ₹ **4,200.00.** Period of completion: **21 days.**

(5) NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/81/2025-26
Name of the work: **Laying of 100 mm dia. D.I pipe by replacing existing worn out 100 mm dia. PVC pipe from New Friend Club to Ranjan Roy at Tetultala in Ward No.-114, BR-XI.** Estimated amount: ₹ **2,99,620.90.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(6) NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/83/2025-26
Name of the work: **Link connection with pipe laying of newly installed big dia. T/Well at Rabindrapally D Block Association in Ward No.-111, BR-XI.** Estimated amount: ₹ **1,31,680.69.** Earnest money: ₹ **2,700.00.** Period of completion: **7 days.**

(7) NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/84/2025-26
Name of the work: **Supply and laying of 150 & 100 mm dia. D.I. pipe by replacing damage 150 & 100 mm dia. CI pipe from 200 Sarat Pally to 161 Bansdroni Place in Ward No.-113, BR-XI.** Estimated amount: ₹ **2,98,080.16.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **21 days.**

(8) NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/85/2025-26
Name of the work: **Supply and laying of 150 & 100 mm dia. D.I. pipe by replacing damage 150 & 100 mm dia. CI pipe 96 Bansdroni Place to 41 Sarat Pally in Ward No.-113, BR-XI.** Estimated amount: ₹ **2,99,671.30.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **21 days.**

(9) NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/82/2025-26
Name of the work: **Shifting of water supply service line of 150 mm dia. D.I from Natun Pally Vats to Bagan Para Party Office at Natun Pally (Bharat Mata Gali) in Ward No.-114, BR-XI.** Estimated amount: ₹ **4,79,843.14.** Earnest money: ₹ **9,600.00.** Period of completion: **35 days.** Last date of receipt/opening of tender (online): **08.08.2025-5 P.M./11.08.2025 - 11 A.M. (For Sl. No. 1 to 9).** The bid forms and other details are available from the website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 9).**

The Executive Engineer, Water Supply (S.S. Unit), KMC invites e-tender online system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-130/05/25-26/B4/65
Name of the work: **Restoration of filter water pipeline and related works at 238A, Becharam Chatterjee Road, 25 No. Netaji Subhash Road and other different locations in Ward No.-130, BR-XIV.** Estimated amount: ₹ **1,98,474.10.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **21 days.**

(2) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-117/02/25-26/M-2/66
Name of the work: **Restoration of F/W supply works for damaged portions of 450 mm dia. reserve main pipe lines near 274, 263, Roy Bahadur Road etc. with some related works in Ward No.-117 (BR-XIII).** Estimated amount: ₹ **2,66,372.40.** Earnest money: ₹ **5,400.00.** Period of completion: **12 days.** Last date of submission of bid: **06.08.2025 - 1 P.M. (For Sl. No. 1 & 2).** Tender will be opened on: **08.08.2025 - 2 P.M. (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **26.07.2025 - 10 A.M. (For Sl. No. 1 & 2).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer, Water Supply (MGPS & WPS), KMC invites e-tender online in two bid system for the following work:

(1) NIT No. : KMC/WS/MGPS/04/2025-26
Name of the work: **Replacement of damaged valve accessories by newly supplied items for 18 Inch. dia. delivery valve of Pump Unit No. 5 at Mullick Ghat Pumping Station.** Estimated amount: ₹ **1,83,588.71.** Earnest amount: ₹ **3,675.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid (online): **08.08.2025 at 2 P.M.** The bid forms and other details will be available shortly from the website: **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer, Water Supply (West), KMC invites e-tender for the following work:

NIT No. : KMC/WS/PG_67/T-07/25-26
Name of the work: **Restoration of filter water supply in 100 mm dia. service main against contamination from 42/H/1 to 70C/, Dr. G. S. Bose Road in Ward No.-67.** Estimated amount: ₹ **2,63,533.00.** Earnest money: ₹ **5,300.00.** Period of completion: **09 days.** Last date of receipt/opening of tender (online): **14.08.2025 at 1 P.M./18.08.2025 at 1 P.M.** The bid forms and other details are available from the websites: **https://etender.wb.nic.in & https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer, Water Supply (BDT), KMC invites e-tender for the following work (Submission of bid through online):

NIeT No. : KMC/WS/GBDT/M/2025-26/24
Name of the work: **Withdrawal and reinstallation of submersible pump motor at Bankimpally (Ward-128) big-dia tubewell and other 12 nos. big dia tubewell under Garfa Big-Dia T/W Unit.** Estimated amount (including GST & CESS): ₹ **2,92,772.00.** Earnest money: ₹ **5,900.00.** Time of completion: **25 days.** Last date of submission and opening date & time: **08.08.2025 up to 2 P.M. and 11.08.2025 at 2 P.M. respectively.** The bid forms and other details are available on and from **25.07.2025 (2 P.M.)** from the website **https://wbtenders.gov.in** KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason.

The Executive Engineer, Water Supply (GRWW), KMC invites e-tender for the following work:

NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/25-26/35
Name of the work: **Repairing, overhauling, testing and commissioning of AC machine fixed at CWPS-III and administrative building of GRWW.** Estimated amount: ₹ **1,51,615.00.** Earnest money: ₹ **3,050.00.** Period of completion: **10 days.** Last date and time of receipt/opening of tender (online): **08.08.2025 at 2 P.M./11.08.2025 at 2 P.M.** The bid forms and other details will be available shortly from the website: **https://wbtenders.gov.in** (731/25-26)

অফবিট

বাংলার অনন্য ঐতিহ্যের সন্ধান! বিশ্বকে মুগ্ধ করা শীর্ষ ১০ বাঙালি সাংস্কৃতিক প্রথা

বিশেষ প্রতিনিধি

বাঙালি সংস্কৃতি বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ এবং বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের মধ্যে বিস্তৃত এই সংস্কৃতি সাহিত্য, শিল্প, উৎসব, সঙ্গীত, নৃত্য এবং খাদ্যের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী প্রভাব ফেলেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য থেকে দুর্গাপূজার প্রাণবন্ত উদযাপন, বাঙালি সংস্কৃতি তার অনন্যতা এবং গভীরতার জন্য বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। নিম্নে বাঙালি সংস্কৃতির শীর্ষ ১০টি প্রথা উল্লেখ করা হল, যা বিশ্বকে মুগ্ধ করে।

১. দুর্গাপূজা। বিশ্বব্যাপী উৎসবের প্রতীক

দুর্গাপূজা বাঙালি সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় এবং জনপ্রিয় উৎসব। এটি মা দুর্গার মহিষাসুরের উপর জয়ের উদযাপন। পশ্চিমবঙ্গে প্যান্ডেল, শিল্পকর্ম, এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই উৎসব জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালিত হয়। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বাঙালি প্রবাসীরা এই উৎসব পালন করে, যা ইউনেস্কোর ঐতিহ্য তালিকায়ও স্থান পেয়েছে। প্যান্ডেলের শৈল্পিক নকশা এবং সামাজিক সম্প্রীতি বিশ্ববাসীকে আকর্ষণ করে।

২. পয়লা বৈশাখ। বাঙালি নববর্ষ

পয়লা বৈশাখ বা বাঙালি নববর্ষ প্রতি বছর ১৪ বা ১৫ এপ্রিল উদযাপিত হয়। এই দিনে বাঙালিরা নতুন পোশাক পরে, ঘর সাজায়, এবং মিষ্টি ও ঐতিহ্যবাহী খাবারের মাধ্যমে উৎসব পালন করে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, গান, এবং নৃত্য এই দিনের প্রধান আকর্ষণ। এই উৎসব বাঙালি সম্প্রদায়ের আশাবাদ ও নতুন শুরুর প্রতীক।

৩. রবীন্দ্র সঙ্গীত। আত্মার সুর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত রবীন্দ্র সঙ্গীত বাঙালি সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই গানগুলি ভালোবাসা, প্রকৃতি, এবং আধ্যাত্মিকতার গভীর দর্শন প্রকাশ করে। বিশ্বব্যাপী সঙ্গীতপ্রেমীদের মধ্যে এর জনপ্রিয়তা বাঙালি সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে।

৪. বাউল সঙ্গীত। আধ্যাত্মিকতার সুর

বাউল সঙ্গীত বাঙালি লোকসঙ্গীতের একটি অনন্য ধারা, যা আধ্যাত্মিকতা ও মানবতার বার্তা বহন করে। লালন শাহের মতো বাউল শিল্পীরা এই সঙ্গীতকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরেছেন। এর সরলতা এবং গভীর অর্থ বিশ্বব্যাপী সঙ্গীতপ্রেমীদের মুগ্ধ করে।

৫. কাঁথা সূচিকর্ম। শিল্পের ঐতিহ্য

কাঁথা সূচিকর্ম বাংলার ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প, যা সুতোর মাধ্যমে গল্প বুনে। এই শিল্পকর্ম বিশ্বব্যাপী টেক্সটাইল প্রদর্শনীতে প্রশংসিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের গ্রামীণ নারীরা এই শিল্পে তাদের সৃজনশীলতা প্রকাশ করে।

৬. জামদানি শাড়ি। বুননের শৈল্পিকতা

জামদানি শাড়ি, যা ইউনেস্কোর ঐতিহ্য তালিকায় স্থান পেয়েছে, বাংলার বুননশিল্পের একটি রত্ন। এর জটিল নকশা এবং সূক্ষ্ম কারুকার্য বিশ্বব্যাপী ফ্যাশনপ্রেমীদের মন জয় করেছে। এই শাড়ি বাঙালি নারীদের গর্বের প্রতীক।

৭. বাঙালি খাদ্য। স্বাদের বৈচিত্র্য

বাঙালি খাদ্য বিশ্বব্যাপী তার বৈচিত্র্য এবং স্বাদের জন্য বিখ্যাত। মাছের ঝোল, শুক্তো, রসগোল্লা, এবং সন্দেশের মতো খাবার বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বাঙালি সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে। বাঙালি খাদ্যের মশলার ব্যবহার এবং স্বাদের সমন্বয় বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করে।

৮. পটচিত্র। গল্প বলার শিল্প

পটচিত্র বা পটুয়া শিল্প বাংলার ঐতিহ্যবাহী চিত্রকলা, যেখানে পৌরাণিক গল্প এবং সামাজিক বার্তা তুলে ধরা হয়। গাজির পট এবং কালীঘাট পটচিত্র বিশ্বব্যাপী শিল্পপ্রেমীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই শিল্প ইউনেস্কোর ঐতিহ্য তালিকায় স্থান পেয়েছে।

৯. হাতে খড়ি। শিক্ষার প্রথম ধাপ

হাতে খড়ি বাঙালি সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ আচার, যেখানে শিশুদের প্রথমবার বাংলা বর্ণমালা শেখানো হয়। এই আচার শিক্ষার প্রতি বাঙালিদের গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করে এবং বিশ্বব্যাপী শিক্ষার ঐতিহ্য হিসেবে প্রশংসিত।

১০. বাঙালি সাহিত্য। বিশ্ব সাহিত্যের রত্ন

বাঙালি সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এবং কাজী নজরুল ইসলামের মতো সাহিত্যিকদের কলমে সমৃদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি নোবেল পুরস্কার জিতেছে, যা বাঙালি সংস্কৃতির বিশ্বব্যাপী প্রভাব প্রমাণ করে।

বাঙালি সংস্কৃতির বিশ্বব্যাপী প্রভাব

বাঙালি সংস্কৃতি শুধু পশ্চিমবঙ্গ বা বাংলাদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রবাসী বাঙালিরা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে এই সংস্কৃতি ছড়িয়ে দিয়েছে। দুর্গাপূজা এবং পয়লা বৈশাখের মতো উৎসব লন্ডন, নিউ ইয়র্ক, এবং সিডনির মতো শহরে উদযাপিত হয়। রবীন্দ্র সঙ্গীত এবং বাউল গান বিশ্বব্যাপী সঙ্গীতপ্রেমীদের মন জয় করেছে। বাঙালি সাহিত্য এবং শিল্প বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাংস্কৃতিক মঞ্চে আলোচিত হয়। বাঙালি সংস্কৃতির এই দশটি প্রথা বিশ্বব্যাপী তার অনন্যতা এবং গভীরতার জন্য পরিচিত। এই ঐতিহ্যগুলি বাঙালি সম্প্রদায়ের সামাজিক সম্প্রীতি, শিল্পকলা, এবং আধ্যাত্মিকতার প্রতিফলন ঘটায়। ২০২৫ সালে বাঙালি সংস্কৃতি বিশ্ব মঞ্চে আরও উজ্জ্বলভাবে জ্বলবে, যা নতুন প্রজন্মের কাছে এই ঐতিহ্য সংরক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরে।

৩০০০ কোটির ঋণে জালিয়াতি! অম্বানীর বিরুদ্ধে অ্যাকশন ইডির, একসঙ্গে ৩৫ জায়গায় তল্লাশি

মুম্বই, ২৪ জুলাইঃ রিলায়েন্স গ্রুপের চেয়ারম্যান অনিল অম্বানির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একাধিক জায়গায় তল্লাশিতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। একটি আর্থিক তছরুপের মামলায় দিল্লি ও মুম্বইয়ে তল্লাশিতে ইডি। সূত্রের খবর, বিরাট একটি আর্থিক অনিয়ম নিয়ে সিবিআই দুটি

এফআইআর করার পরই ইডির এই তৎপরতা দেখা গিয়েছে। এর সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ইডি আধিকারিকরা ৫০টিরও বেশি প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালানো হচ্ছে বলে খবর। তাঁরা এই সময় প্রায় ২৫ জনকে জিজ্ঞাসাবাদও করছেন। সূত্রের খবর, ইডি প্রায় ৩৫টি জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছে। অনিল অম্বানির সংস্থা ও ইয়েস ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে এই তদন্ত অভিযান চালাচ্ছে ইডি। ৩ হাজার কোটি টাকার বেশি ব্যাঙ্ক ঋণ জালিয়াতির সঙ্গে যুক্ত একটি আর্থিক তছরুপের অংশ হিসাবে এই অভিযান চালাচ্ছে ইডি।

মুখ্যমন্ত্রীকে মারার ষড়যন্ত্র? শৌচাগার থেকে উদ্ধার জিলেটিন-ডিটোনেটর!

ভিড় বাস স্ট্যান্ডের শৌচাগারে ছুটে এল স্নিফার ডগ

বেঙ্গালুরু, ২৪ জুলাইঃ মুখ্যমন্ত্রীকে মারার ছক? উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক। মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রীর সভাস্থলে বিস্ফোরণ করার পরিকল্পনা ছিল বলেই অনুমান। কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়ার সভাস্থলে নাশকতার ছক বানচাল! সভাস্থলের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ৬টি জিলেটিন স্টিক এবং ডিটোনেটর। কালাসিপাল্য বিএমসিসি বাস স্ট্যান্ডের কাছে শৌচালয় থেকে একটি রহস্যজনক ব্যাগ উদ্ধার করা হয়। সেই ব্যাগের ভিতরেই বিস্ফোরক ছিল। জানা গিয়েছে, তিনদিন পর কেআর মার্কেটে এক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া, উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমারের। ওই মার্কেটের কাছেই একটি শৌচাগার থেকে উদ্ধার হয় রহস্যজনক ব্যাগ। ব্যাগটি পরে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন শৌচাগারের কর্মী। খবর দেওয়া হয় বম্ব স্কোয়াডেও। স্নিফার ডগ এনে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার বিস্ফোরক। কে বা কারা ওই বিস্ফোরক ভরা ব্যাগ রেখে গিয়েছিল, তা সিসিটিভি দেখে খুঁজছে পুলিশ। ওই শৌচাগারের কর্মী জানিয়েছেন, এক ব্যক্তি ব্যাগ নিয়ে ভিতরে গিয়েছিলেন। এরপর ব্যাগটি রেখেই তিনি চলে যান। শৌচাগারের কর্মী প্রথমে ভেবেছিলেন, হয়তো ভুল করে ব্যাগ ফেলে গিয়েছেন। কিছুক্ষণ পর এসে ফেরত নিয়ে যাবেন। এই ভেবে তিনি শৌচাগারের ভিতর থেকে ব্যাগটি বের করে এনে নিজের পাশে রাখেন। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ কেটে যাওয়ার পরও কেউ না আসায় পুলিশে খবর দেন। পুলিশ এসে ওই বিস্ফোরক বোঝাই ব্যাগ উদ্ধার করে। জানা গিয়েছে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রেডের জিলেটিন স্টিক ও ডিটোনেটর উদ্ধার করা হয়েছে। কোথা থেকে এই বিস্ফোরক এসেছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

হাসিনা জমানার প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল গ্রেফতার

তাঁর রায়েই সাজা পায় মুজিব হত্যাকারীরা

ঢাকা, ২৪ জুলাইঃ বাংলাদেশের সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হককে বৃহস্পতিবার সকালে আটক করেছে গোয়েন্দা পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে থাকা তিনটি মামলার একটিতে তাঁকে গ্রেফতার দেখানো হবে। সাবেক প্রধান বিচারপতি খায়রুল হক বাংলাদেশে বেশ আলোচিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর বেশ কিছু রায় নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে এখনও বিতর্ক আছে। ২০১০ সালে দেশের উনিশতম প্রধান বিচারপতি হন তিনি। ক্ষমতায় তখন শেখ হাসিনার সরকার। পরের বছর তিনি অবসর নেন। মাত্র কয়েকমাস শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি থাকাকালে তিনি বাংলাদেশের সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করেন। ওই ব্যবস্থায় নির্বাচনকালীন সরকার গঠনের বিধান ছিল। ওই রায়ের কারণে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের দাবি মানেননি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিরোধী দল বিএনপি ওই রায়ের জন্য বিচারপতি হকের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত ছিল। সাবেক প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে অন্যতম মামলাকারীও একজন বিএনপি নেতা। বিচারপতি হক ধর্মীয় ফতোয়াকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে রায় দেন। এছাড়া হাই কোর্ট বিভাগে থাকাকালে খায়রুল হক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা মামলার রায় দেন। সেই রায়ে অভিযুক্তদের কঠোর সাজা দেয় আদালত। বিচারপতি হকই এক মামলায় রায় দেন, শেখ মুজিবই স্বাধীনতার ঘোষক। এছাড়া বাংলাদেশ সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর কিছু অংশ তিনি বাতিল করেন এক রায়ে। পঞ্চম সংশোধনীতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত জারি করা সকল সামরিক আইন, আদেশ, বিধিকে বৈধতা দেওয়া হয়েছিল। ১৯৭৫-এর ১৫ অগস্ট বিক্ষুব্ধ সেনার হাতে খুন হন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশের রাজধানীর দূষিত চার নদী সংরক্ষণে এখন নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে প্রথম রায় দেন এই বিচারপতি। আওয়ামী লিগ নেতৃত্ব মনে করছে বিচারপতি হকের গ্রেফতার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। মিথ্যা মামলায় সাবেক প্রধান বিচারপতিকে কারাগারে বন্দি করা হচ্ছে।

বিষ্ণুপুর-১ ব্লকে ইউনিসেফ ভারতীয় প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে শিশু সুরক্ষা নিয়ে আলোচনা সভা

দুরন্ত বার্তা, বিষ্ণুপুরঃ ইউনিসেফ-এর ভারতীয় প্রতিনিধিদের আগমনে বিষ্ণুপুর-১ নম্বর ব্লকে অনুষ্ঠিত হল একটি গুরুত্বপূর্ণ শিশু সুরক্ষা বিষয়ক আলোচনা সভা এবং সম্পূর্ণ সভার পৌরহিত্য করেন বিষ্ণুপুর-১ সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মাননীয় নাজির উদ্দিন সরকার মহাশয়। এই উপস্থিত ছিলেন আমগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত শিশু সুরক্ষা কমিটির সকল সদস্যবৃন্দ। এই সভায় আমগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন নির্বাহী সহায়ক আধিকারিক দিবাকর মাইতি পঞ্চায়েত এর শিশু সুরক্ষা ও বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ইউনিসেফ আধিকারিকদের নিকট প্রতিবেদন তুলে ধরেন। আমগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জন্য একটি সুস্পষ্ট ও সময়োপযোগী উন্নয়ন লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এই লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে গ্রাম পঞ্চায়েত ঘোষনা করেছে 'জিরো সূচক' কর্মসূচি, যার মূল উদ্দেশ্য গ্রামবাসীর সামগ্রিক জীবনমান উন্নয়ন এবং টেকসই সমাজ গঠন। নির্ধারিত ৭টি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে 'শূন্য' অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করবে পঞ্চায়েত প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলি। ১. বাল্যবিবাহ থাকবে শূন্য - ১৮ বছরের নিচে কোনো কন্যা ও ২১ বছরের নিচে কোনো পাত্রের বিবাহ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। ২. স্কুলছুট ছাত্রছাত্রী থাকবে না - সকল শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি ও নিয়মিত উপস্থিত নিশ্চিত করা। ৩. প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব না হওয়া প্রসূতির সংখ্যা হবে শূন্য - সকল গর্ভবতী মায়ের নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত প্রসব নিশ্চিত করা হবে। ৪. শিশুশ্রমিক থাকবে না - কোনো শিশুই শ্রমে নিযুক্ত থাকবে না, সকল শিশু থাকবে শিক্ষার আওতায়। ৫. টিবি রোগীর সংখ্যা শূন্যে নামিয়ে আনা - সচেতনতা, চিকিৎসা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এই রোগ নির্মূলের পথে অগ্রসর হওয়া। ৬. প্লাস্টিক ব্যাগ সম্পূর্ণ বর্জন - পরিবেশ বান্ধব বিকল্প ব্যবহারের মাধ্যমে প্লাস্টিক ব্যাগ মুক্ত গ্রাম গঠন। ৭. পার্থেনিয়াম (একধরনের বিষাক্ত আগাছা) থাকবে না - নিয়মিত অভিযান ও জনসচেতনতায় এই আগাছা নির্মূল করা। আমগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মাননীয়া মহাসিনা খাতুন মহাশয়া বলেন, ''আমরা চাই আমাদের গ্রাম হোক একটি মডেল গ্রাম, যেখানে শিশু সুরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পরিবেশ থাকবে এক নতুন উচ্চতায়। এ লক্ষ্যে আমাদের প্রতিটি পরিবার ও প্রতিটি নাগরিককে অংশগ্রহণমূলক ভূমিকা রাখতে হবে। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন সচেতনতামূলক সভা, স্কুল ক্যাম্পেইন, স্বাস্থ্যকেন্দ্র সহযোগিতা, এবং গ্রামীণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।'' এই সভায় শিশুরা যাতে নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, শিশু শ্রম, এবং পাচারের মতো ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি থেকে মুক্ত থাকে, সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়। উপস্থিত প্রতিনিধিরা শিশুদের সুস্থ, সুরক্ষিত ও সুষ্ঠু পরিবেশে বেড়ে ওঠার গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং কমিটির সদস্যদের স্থানীয় পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে আরও সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানান। গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফ থেকে স্থানীয় পর্যায়ে গৃহীত বিভিন্ন সুরক্ষা কর্মসূচির অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ তুলে ধরা হয় প্রতিনিধি দলের সামনে। ইউনিসেফ প্রতিনিধিরা এই কার্যক্রমকে স্বাগত জানান এবং ভবিষ্যতেও প্রয়োজনীয় সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানের আশ্বাস দেন। সভায় উপস্থিত এক সদস্য বলেন, ''শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হলে শুধু প্রশাসন নয়, পরিবার ও সমাজকেও এগিয়ে আসতে হবে। এই ধরণের উদ্যোগ ভবিষ্যতে আরও নিয়মিত করার কথাও উঠে আসে আলোচনায়, যাতে শিশুদের অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। আমরা আমগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত আজকে গর্বিত, আমাদের পঞ্চায়েত এর শিশু সুরক্ষার ব্যাবস্থাপনা ও বিভিন্ন সচেতনতা মূলক কার্য কর্মে ইউনিসেফ-এর প্রতিনিধিরা খুবই সন্তুষ্ট এবং ইউনিসেফ প্রতিনিধিগণ পুনরায় আবারও আমগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে আসার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।''

Name Change

I, Fhani Sk (Old Name) S/O-Majid Sekh residing at Village & P.O.Sahajadpur, P.S. Berhampore, District -Murshidabad, Pin- 742187 do hereby decrale that I have changed my name from Fhani Sk to Fani Sekh and henceforth I shall be known as Fani Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 29/05/2025 . My name Fani Sekh & Fhani Sk both are same and one identical person.

Name Change

I, Arsed Ali (Old Name) S/O- Kalimuddin Sk residing at Village & P.O.Sahajadpur, P.S. Berhampore, District -Murshidabad, 742187 do hereby decrale that I have changed my name from Arsed Ali to Arsad Ali and henceforth I shall be known as Arsad Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 29/05/2025 . My name Arsad Ali & Arsed Ali both are same and one identical person.

Name Change

I, Mohosin Sekh (Old Name) S/O– Oyadahu Sekh , residing at Village- Majpara P.O.Beldanga, P.S. Beldanga, District- Murshidabad, Pin-742133 West Bengal do hereby decrale that I have changed my name from Mohosin Sekh to Mahasin Sekh and henceforth I shall be known as Mahasin Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 29/05/2025 . My name Mahasin Sekh & Mohosin Sekh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Isani Sadhukhan W/O- Kishore Sadhukhan resident of Vill-Keja, P.O.-Amadpur, P.S.-Memari, Dist-Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713154, have changed my name and shall henceforth be known as 'ESANI SADHUKHAN' vide an affidavit before the Notary public at Purba Bardhaman on 22/07/2025. That Isani Sadhukhan and Esani Sadhukhan both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Biswas Krishna (Old Name) W/O- Karitrick Chandra Biswas residing at Village & P.O. Kamnagar, P.S. Saktipur, District- Murshidabad, West Bengal, pin -742405do hereby decrale that I have changed my namefrom Biswas Krishnato Krishna Mundal, and henceforth I shall be known asKrishna-Mundal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate Affidavit Berhampore court on22/07/2025.My name Krishna Mundal & Biswas Krishna both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Jali Sarkar Roy W/o Kamal Roy Residing at Vill & PO-Kamarpara, P.S. Balurghat, Dist.-Dakshin Dinajpur, Pin No-733153 W. B. do hereby solemnly affirm & declare my actual name Jali Sarkar Roy instead of Jali Sarkar, as declared before the Notary Public at Balurghat, Dakshin Dinajpur on 23/7/2025. Jali Sarkar Roy and Jali Sarkar both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, ABDUL KHALED SEIKH S/o Abdul Aziz Residing at vill-Uttarpara more, PO-Radharghat, PS-Berhampore, Dist-Murshidabad, Pin-742187 W. B. do hereby solemnly affirm & declare my actual name ABDUL KHALED SEIKH instead of ABDUL KHALEK, as declared before the Ld. S.D.E.M 1st Class at Berhampore, Murshidabad on 17/7/2025. ABDUL KHALED SEIKH and ABDUL KHALEK both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Toufik Ahamed Residing at Vill-Pomaipur Jujharupara, PO-Lochanpur, PS-Islampur, Dist-Murshidabad, Pin-742304 W. B. do hereby solemnly affirm & declare my actual name Toufik Ahamed instead of Md Toushik Mondal and my father's actual name Taharul Mandal instead of Md Taharul Mondal, as declared before the Ld. S.D.E.M 1st Class at Berhampore, Murshidabad on 23/7/2025. Md Toushik Mondal S/o Md Taharul Mondal and Toufik Ahamed S/o Taharul Mandal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, PRANAB KUMAR MISHRA (Old Name) S/O BAGALA PRASAD MISRA Residing at Swati Anand Apartment, Flat-3B, 154 Ho-Chi-Minh Sarani, Behala, P.S.-Parnasree, District - Kolkata, Pin - 700061, West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as PRANAB KUMAR MISRA (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India vide affidavit dated 24-07-2025. PRANAB KUMAR MISHRA (Old Name) and PRANAB KUMAR MISRA (New Name) both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, SEKH.RAOSAN ALI, S/O – SEKH ANOWAR ALI, residing at-Village Mirpur Paschimpara, P.O- Bamunari, P.S- Dankuni, Sub District-Serampore Uttarpara, Dist-Hooghly, PIN-712250, West Bengal. My actual spelling of name is SEKH RAOSAN ALI which has been recorded in my Aadhar Card but inadvertently spelling of my name has been recorded as SEKH ROUSAN ALI of my Son's Madhyamik Parikhsa Certificate (Secondary Examination 2020). That I SEKH. RAOSAN ALI and SEKH ROUSAN ALI is the same and one identical person vide Affidavit LD.1ST Class Judicial Magistrate, at Serampore, date- 22/07/2025.

CHANGE OF NAME

I, Abdur Rajjak Laskar (Old Name) S/o Md. Abdul Latif Laskar Residing at Vill+P.o - Belegachi, District - South 24 Parganas, Pin - 743376, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Md. Abdur Rajjak Laskar (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 006/2025 Dated 24-07-2025. Abdur Rajjak Laskar (Old Name) and Md. Abdur Rajjak Laskar (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Arindam Pramanick (Old Name) S/o Ashim Pramanick Residing at Ghonja, Gazipur, District - North 24 Parganas, Pin - 743249 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Arindam Pramanik (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 008/2025 Dated 24-07-2025. Arindam Pramanick (Old Name) and Arindam Pramanik (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Jeban Kreshna Roy S/o Mihirlal Roy Residing at 15, Pubpara Extension North Dum Dum (M), P.o+P.s - Nimta, District - North 24 Parganas, Pin - 700049, West Bengal India shall henceforth be known as Jiban Krishna Roy. I declare that Jeban Kreshna Roy and Jiban Krishna Roy is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 24-07-2025.

CHANGE OF NAME

I, Soaib Mohammad (Old Name) S/o Md Amin Residing at 22/3/B/H/5, Khagendra Chatterjee Road, Cossipore, P.s - Cossipore, District-Kolkata, Pin- 700002 West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Md Shoaib (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Sealdah, vide affidavit no 4826 Dated 21-05-2025. I declare that Soaib Mohammad (Old Name) and Md Shoaib (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Anunita Mandal, W/O Sukanta Mandal, Residing at Haragouri Abasan, Huchukpara Bye Lane, Purulia (M) Ward 5, Purulia-723101, W.B., have changed my name and shall henceforth be known as Anunita Singha Mandal as declared before the Executive Magistrate at Purulia vide affidavit Sl. No. 96386 dated 24/07/2025.That Anunita Mandal and Anunita Singha Mandal both are same and identical person.

NOTICE

I, PRAKASH GHOSH son of Late Kashinath Ghosh is working at ICICI Bank and also residing at Danga Dangatanga Tangi, Amdanga North 24 Parganas, PIN-743203, West Bengal. During travelling from one place to another place (Rajendrapur Bottala) I lost my ID Card on highway. I failed to find out at my point. MY ID card no-2512300 and valid upto 31.12.2025(ICICI Bank Ltd). I have already lodged a General Diary regarding the loss at Shibdaspur P.S, vide G.D.E No.-970/25 dated 22.07.2025. If anyone finds the above mentioned ID Card, please return them by contacting me at the following address within 7 days of the publication of this notice. I will remain ever grateful for their return.

Name Change

Md Mujibar Rahman S/o- Md Aftabuddin Biswas Residing at Vill-Khikhirbona eyar Mohammad Tola, Post- Uttar Dariapur, Ps- Kaliachak, Dist- Malda, Pin- 732201, West Bengal, Shall Henceforth be known as Md Majibar Rahman as declared bofore the notary publick Berhampore murshidabad vide affidavit date 21 July 2025. Borth are same and identical person.

Name Change

I, (Old Name) MD ARIFUDDIN MONDAL S/o- SABDAR ALI MANDAL Residing at, Vill - Sri rampur, Post- Baranbaria, Ps- Dhantala, Dist- Nadia, Pin- 741504, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MD ARIFUDDIN MONDAL To ARIF UDDIN MONDAL (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ARIF UDDIN MONDAL in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 21 July 2025, ARIF UDDIN MONDAL and MD ARIFUDDIN MONDAL both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) MD SABDAR ALI MONDAL S/o- CHHAKUBARI MANDAL Residing at, Vill - Sri rampur, Post- Baranbaria, Ps- Dhantala, Dist- Nadia, Pin- 741504, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MD SABDAR ALI MONDAL To SABDAR ALI MANDAL (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SABDAR ALI MANDAL in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 21 July 2025, SABDAR ALI MANDAL and MD SABDAR ALI MONDAL and SABDAR ALI MONDAL both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) INSAN SEKH S/o- NAMAL SEKH Residing at, Vill - Mathpara Sonadanga, Post- Belpukur, Ps- Dhubulia, Dist- Nadia, Pin- 741125, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from INSAN SEKH To INSAN ALI SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) INSAN ALI SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 21 July 2025, INSAN ALI SK and INSAN SEKH both are Same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, SUMON BANIK (Old Name) S/O ASHOK KUMAR BANIK Residing at Suvodeep Marriage Hall, 4, Pannajhill, Barrackpore Road, P.O.-Noapara, District - North 24 Parganas, Pin - 700125, West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as SUMAN KUMAR BANIK (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India vide affidavit dated 24-07-2025. SUMON BANIK (Old Name) and SUMAN KUMAR BANIK (New Name) both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, RAJNI AGARWAL (Old Name) W/O ASHOK AGARWAL Residing at Riddhi Siddhi Apartment, Block-B, 2nd Floor, Flat No-202, Opposite Electric Supply, Raniganj, District - Paschim Bardhaman, Pin - 713347 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as RAJANI AGARWAL (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India vide affidavit dated 24-07-2025. RAJNI AGARWAL (Old Name) and RAJANI AGARWAL (New Name) both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, FARJUL MONDAL (Old Name) S/O LATE AMIR HOSSAIN MONDAL Residing at Vill - Hazra Pota, P.O - Kasthadanga, P.S - Haringhata, District - Nadia, Pin - 741257, West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as FARJUL MANDAL (New Name) as declared before the Notary public govt of India at Kolkata vide affidavit dated 24-07-2025. FARJUL MONDAL (Old Name) and FARJUL MANDAL (New Name) both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, Shipra Sureshchandra Roy (Old Name) W/o Suresh Chandra Roy Residing at Flat No-2W, Arunee CO-OP HSG SOC, Action Area-1, Plot-AL/1/C/25, Street No-16, Near Water Tank No-16, P.s - New Town, Kolkata, North 24 Parganas, W.B - 700156, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Shipra Roy (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 007/2025 Dated 24-07-2025. Shipra Sureshchandra Roy (Old Name) and Shipra Roy (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Hira Prakash Rozario (Old Name) S/o Marcell Rozario Residing at 27, D.C.D Road, Intally S.O, District - Kolkata, Pin- 700014, West Bengal shall henceforth be known as Hira Ronald Rozario (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Calcutta, vide affidavit no 4163 Dated 21-05-2025. Hira Prakash Rozario (Old Name) and Hira Ronald Rozario (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Anup Shaw S/o Panna Lal Shaw Residing at N.S.B Road (East) By Lane-2, P.o - Searsole, Rajbari, P.s - Raniganj, District - Paschim Bardhaman, Pin - 713358, West Bengal India shall henceforth be known as Anup Kumar Shaw. I declare that Anup Shaw and Anup Kumar Shaw is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 24-07-2025.

CHANGE OF NAME

I, Sanjit Majumder S/o Nirmal Mazumder Residing at Harisava Rani Road, Korachandigarh, P.o+P.s - Madhyamgram, District - North 24 Parganas, Pin - 700130 West Bengal India shall henceforth be known as Sanjit Mazumder. I declare that Sanjit Majumder and Sanjit Mazumder is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 24-07-2025.

নাবালিকার রহস্যজনক নিখোঁজ, ৬ দিন পরেও উদ্ধার হয়নি নাবালিকা ছাত্রী

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ২৪ জুলাই ঃ আসানসোলের সালানপুর থানার অন্তর্গত বনজেমারি কলিয়ারির ১৫ বছর বয়সী কিশোরী গত শনিবার সন্ধ্যা থেকে নিখোঁজ । বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী ওই কিশোরী সকালে বাড়ি থেকে স্থানীয় ডাবর মোরে টিউশনের উদ্দেশ্যে রূপনারায়ণপুরের দিকে রওনা হয়েছিল। তারপর থেকে তার কোনও খোঁজ মেলেনি। পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি শুরু করে। পরে আসানসোল রেল স্টেশনে গিয়ে খোঁজ করলে জিআরপি সিসিটিভি ক্যামেরা দেখায়, সেখানে মেয়েটিকে দেখা যায় আসানসোল রেল স্টেশনের বাইরে চলে যাচ্ছে মেয়েটি তখন প্রায় সন্ধ্যা ৭ । এ ঘটনায় অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপহরণের মামলা দায়ের করা হয়েছে। সালানপুর থানায় মামলা নথিভুক্ত হয়েছে এবং পুলিস তদন্ত শুরু করেছে। নিখোঁজের পর পরিবারের উদ্বেগ বাড়তে থাকে যখন ওই কিশোরীর হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর থেকে তার পিতার কাছে একাধিক বার্তা আসে। বার্তায় লেখা ছিল, তাকে বাঁচাতে দ্রুত পদক্ষেপ করতে হবে। এমনকি তার ছবি পাঠিয়ে মুক্তিপণ দাবি করা হয় শনিবার রাতে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মুক্তিপণের কিছু অর্থ পাঠানো হলেও কিশোরীর কোনও সন্ধান মেলেনি। এই ঘটনা পরিবারকে গভীর শঙ্কার মধ্যে ফেলেছে। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, তদন্তে সিসিটিভি ফুটেজে শনিবার সকাল ৯.৪২ নাগাদ ওই কিশোরীকে চিত্তরঞ্জনগামী একটি মিনি বাসে ওঠার দৃশ্য ধরা পড়েছে। তারপর সন্ধ্যায় আসানসোল রেল স্টেশনে দেখা গিয়েছে। তারপর পুলিসের সাহায্যে খবর পায় মেয়েটি মধুপুরে আছে সেখানে খোঁজার পরও পাওয়া যায়নি। পরে জানা যায় মেয়েটি লক্ষীসরাই পৌঁছে গিয়েছে। আত্মীয়রা সেখানেও খোঁজা খুঁজি করে সেখানেও কিছু পাওয়া যায় না। এটিই তার শেষ পরিচিত অবস্থান বলে জানায় মেয়েটির বাবা। এখন তার মোবাইল ব্লক করা হয়েছে এবং ফোন বন্ধ থাকায় আর কোনও সূত্র পাওয়া যায়নি। পুলিস কিশোরীর সঙ্গে যুক্ত সকলের সঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ করছে, তবে এখনও কোনও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মেলেনি। এলাকায় এই ঘটনা নিয়ে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। তার একমাত্র দাদা করজোড়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ও জেলা শাসক ও পুলিস কমিশনারের কাছে আবেদন করছেন তাদের মেয়েটিকে তাদের ঘরে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আরও কিছু ব্যবস্থা নিক। স্থানীয়রা পুলিসের কাছে দ্রুত পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন। পুলিস জানিয়েছে, তারা সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ ও সম্ভাব্য সব সূত্র খতিয়ে দেখছে। এক আধিকারিক বলেন, আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি। কিশোরীর নিরাপদ প্রত্যাবর্তন আমাদের প্রধান লক্ষ্য।

মুখ্যমন্ত্রীর সফর ঘিরে জেলা প্রশাসনিক বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৪ জুলাই ঃ মুখ্যমন্ত্রীর সফর ঘিরে জেলা প্রশাসনিক বৈঠক হলো বোলপুরে। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, জেলা পুলিশ সুপার আমনদীপ, বীরভূম জেলা এডিএম প্রমুখ। বৈঠক শেষে মন্ত্রী চন্দ্রনাথ

সিনহা জানান, একুশে জুলাই মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন বীরভূম থেকে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের কর্মভুমি থেকেই তিনি বাংলাভাষীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাজ্যে হেনস্থার প্রতিবাদে বাংলা ভাষা আন্দোলন শুরু করবেন। সেই কথামতো বীরভূমের বোলপুর থেকেই শুরু হচ্ছে এই আন্দোলন প্রতিবাদ। তবে, সফরের বেশ কিছু সময় সূচির পরিবর্তন হয়েছে। ২৭ তারিখ সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী বোলপুরে আসছেন। ২৮ তারিখ বোলপুরের ট্যুরিস্ট লজ মোড় বা শান্তি বিতান থেকে র‍্যালি করবেন। সেখান থেকে চৌমাথা, চিত্রার মোড় হয়ে বোলপুর গার্লস হাইস্কুল, বিপি এস সি হয়ে জাম্বুনি মোড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তিতে মাল্যদান করে বক্তব্য রাখবেন। তারপর ২৮ তারিখেই গীতাঞ্জলি প্রেক্ষাগৃহে প্রশাসনিক বৈঠক করবেন। তারপর ২৯ তারিখে ইলামবাজারের সভায় বেশ কতগুলো প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন। তারপর সেখান থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন।

শুধু শুয়োর নয়, পরিযায়ী পাখিও ছড়াচ্ছে এই রোগ, বাড়ছে উদ্বেগ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৪ জুলাই ঃ শুধু শুয়োর নয়, পরিযায়ী পাখিও ছড়াচ্ছে এই রোগ, জলপাইগুড়িতে বাড়ছে উদ্বেগ। জাপানিজ এনকেফেলাইটিস (জেই) নিয়ে নতুন করে দুশ্চিন্তার কারণ খুঁজে পেয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। কেবল শুয়োর নয়, এই ভাইরাস ছড়িয়ে দিতে পারে পরিযায়ী পাখিও। তাই সাবধান, সতর্ক হোন এখনই। জলপাইগুড়ি জেলায় ইতিমধ্যেই জেই-তে আক্রান্ত পাঁচজনের মধ্যে তিনজনের মৃত্যুর ঘটনায় রীতিমতো নড়েচড়ে বসেছে স্বাস্থ্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ দফতর। কলকাতার ইনস্টিটিউট অফ অ্যানিম্যাল হেলথ অ্যান্ড ভেটেনারি বায়োলজিক্যাল-এর বিশেষজ্ঞ দল ইতিমধ্যেই জেলায় এসে ৯টি ব্লকে স্বাস্থ্য দফতরের সঙ্গে কেস স্টাডি শুরু করেছে। জানা গেছে, আক্রান্তদের মধ্যে ১ জন পরিযায়ী শ্রমিক রয়েছেন যিনি ভিনরাজ্য থেকে ফিরেছেন। আবার কোথাও আক্রান্তদের এলাকায় শুয়োরের খামারই নেই। বিশেষজ্ঞ তাপস সরকার জানাচ্ছেন, পরিযায়ী পাখির বিষ্ঠা কোনওভাবে শুয়োর খেয়ে ফেললে তাদের শরীরেও ভাইরাস বাসা বাঁধতে পারে। সেই কারণে জেলার বিভিন্ন শুয়োরের খামার থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে প্রায় ১০০ টি রক্তের নমুনা, যা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে উত্তরপ্রদেশে সেন্টার ফর অ্যানিম্যাল ডিজিস রিসার্চ অ্যান্ড ডায়গনোসিস-এ। সিএমওএইচ ডা. অসীম হালদার বলেন, শুধু শুয়োর নয়, ধান চাষের জমিতে জমে থাকা জলেও মশার বংশ বিস্তার হচ্ছে। সবদিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। শিশুদের ইতিমধ্যেই টিকাকরণ শুরু হয়েছে। খামারগুলিকে মশারির জালে ঢেকে রাখতে বলা হয়েছে। পরিস্থিতি জটিল। কারণ ধানখেত শুকানো বা পাখিদের আটকানো অসম্ভব। তবুও সচেতনতাই একমাত্র ভরসা এখন সেটাই বলছেন প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা!

জলের তলায় কয়েকশো বিঘা ধানের জমি, দিশেহারা চাষীরা

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ২৪ জুলাই ঃ শস্যগোলা পূর্ব বর্ধমান জেলা, সেই জেলাই কয়েক দিনের ভারী বৃষ্টিতে জলের তলায় কয়েকশো বিঘা ধানের

জমি, জল জমে থাকায় ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কায় ভুগছেন, তাই কপালে ভাঁজ কালনা এক ও দুই নাম্বার ব্লকের ধান চাষীদের । এখন কালনার চাষীরা দিশেহারা, কেই জমি মর্গেজ রেখে, কেউবা মোটা টাকা সুদে ঋণ নিয়ে ধান চাষ করেছিলেন কালনা এক ও দুই নম্বর ব্লকের বহু চাষীরা, বিজতলা থেকে ধানের চারা হাজার হাজার বিঘা জমিতে লাগিয়েছিলেন চাষীরা, কয়েকদিনের ভারী বৃষ্টিতে সমস্ত জমি জলের তলায় চলেগেছে । বৃষ্টির জমা জল বেরকরার বহু চেষ্টা করো কোনো রেহাই পাননি কালনার চাষীরা । সবথেকে করুন অবস্থা কালনার সিঙ্গারকোন, উমরপুর, নেপাকুলি, আনুখাল গ্রামের, যদি বৃষ্টির জমা জল না বেরোই তাহলে ফসলে ব্যাপক ক্ষতির আসংখ্যাই আছেন বহু চাষীরা। জমির যা অবস্থা তাতে আর ফসল বাঁচবে না, তা ভেবে মাথায় হাত কৃষকদের, কি করে তারা দেনা শোধ করবেন তা ভেবে দিশহীন হয়ে পড়েছেন কালনা চাষীরা । দীর্ঘ সময় ধরে জলের তলায় যে ধানের জমি চলে গেছে সেই জমির ক্ষতির আশঙ্কায় আছে জানালেন কালনা মহকুমা কৃষি আধিকারিক ।

হাড়হিম করা ঘটনা, বাড়ি ফেরার পথে কুপিয়ে খুন করা হলো তৃণমূল কর্মীকে

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৪ জুলাই ঃ ফের একবার রাজ্যে খুন হলেন এক তৃণমূল কর্মী। বুধবার রাতের অন্ধকারে বাড়ি ফেরার সময় নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুন করা হল এক সক্রিয় তৃণমূল কর্মীকে। ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের ভরতপুর থানা এলাকার কুয়ে নদীর বাঁধ লাগোয়া সুনিয়া গ্রামে। মৃত ব্যক্তির নাম ষষ্ঠী ঘোষ (৫৫)। তার বাড়ি ভরতপুর থানার আলুগ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সিহালা গ্রামে। প্রসঙ্গত সাম্প্রতি রাজ্যের সাঁইথিয়ার, মল্লারপুর, ভাঙড় সহ একাধিক এলাকায় একাধিক তৃণমূল কর্মী খুন হয়েছেন। এই সমস্ত ঘটনায় যুক্ত থাকার থাকার অভিযোগ উঠেছে রাজ্যের শাসক দলেরই সমর্থকদের বিরুদ্ধে। এবার তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায় যুক্ত হলো মুর্শিদাবাদ জেলার নাম। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে , রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত থাকার পাশাপাশি ষষ্ঠী ঘোষের বেশ কিছু কৃষি জমি ছিল। বর্তমানে মূলত তিনি চাষবাসের কাজের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। মৃত ষষ্ঠী ঘোষের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বুধবার বিকাল ৪ টে নাগাদ বাড়ি থেকে বার হন তিনি। তারপর রাতের অন্ধকারে ষষ্ঠীবাবু যখন হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন সেই সময় কুয়ে নদীর বাঁধের কাছে তাকে কুপিয়ে খুন করে দুষ্কৃতীরা। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য। ষষ্ঠী ঘোষের স্ত্রী শ্যামলী ঘোষ বলেন, 'বুধবার বিকাল চারটে নাগাদ আমার স্বামী চাষের

জমিতে কাজ করানোর জন্য ঠিকা শ্রমিক খুঁজতে বাড়ি থেকে বার হন। তারপর রাতের দিকে আমাদের কাছে খবর আসে বাড়ি থেকে প্রায় ৩০০ মিটার দূরে কুয়ে নদীর বাঁধের ধারে দুস্কৃতীরা আমার স্বামীকে কুপিয়ে খুন করে ফেলে রেখে গেছে।' তিনি আরও বলেন, 'আমার স্বামী চাষবাসের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। ছেলে, ছেলের বউ নাতি-নাতনিদের নিয়েই তার সংসার। কেন তাকে এভাবে খুন হতে হলো তা বুঝতেই পারছি না।' তবে মৃতের জামাই ভীমদেব পালের দাবি, 'এলাকায় সক্রিয় তৃণমূল কর্মী হিসেবে পরিচিত ছিলেন ষষ্ঠী ঘোষ। এর আগেও একবার তাকে খুনের চেষ্টা করা হয়েছিল।' রাতের অন্ধকার দলীয় কর্মী খুনের বিষয়ে ভরতপুর- ১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি নজরুল ইসলাম বলেন, 'প্রাথমিকভাবে আমরা জানতে পেরেছি গ্রাম্য বিবাদের জেরেই এই খুন। জমি জমা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই কয়েকজনের সঙ্গে ওই ব্যক্তির বিবাদ চলছিল বলে আমাদের কাছে খবর রয়েছে। সম্ভবত সেই বিবাদের জেরেই খুন হতে হয়েছে ষষ্ঠী ঘোষকে। মৃত ওই ব্যক্তি তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও দলীয় পদে না থাকলেও আমাদের দলের সক্রিয় সমর্থক ছিলেন।' অন্যদিকে ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর এই খুনের পিছনে তাঁর নিজের দলের কর্মীদেরই দায়ী করেছেন। তিনি বলেন, 'কোনও রাজনৈতিক কারনে ষষ্ঠী ঘোষকে খুন হতে হয়নি। তবে যারা খুন করেছে এবং যিনি মারা গিয়েছেন সকলেই তৃণমূল সমর্থক। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিবাদকে কেন্দ্র করেই এই খুন।' ভরতপুর থানার এক আধিকারিক বলেন, মৃত ষষ্ঠী ঘোষের বিরুদ্ধে অতীতে একাধিক গুরুতর অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। তার বিরুদ্ধে খুন, ডাকাতি এবং অস্ত্র আইনে অতীতে একাধিক মামলা রুজু হয়েছে এবং সে গ্রেপ্তারও হয়েছে। জামিনে জেল থেকে ছাড়া পেলেও ওই ব্যক্তিকে নিয়মিত থানায় হাজিরা দিতে হত । মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (লালবাগ) রাসপ্রীত সিং বলেন, 'এই খুনের ঘটনায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে এবং জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দু'জনকে আটক করা হয়েছে।' তিনি বলেন, 'প্রাথমিক তদন্তে আমাদের অনুমান এই খুনের ঘটনায় রাজনীতির কোনও যোগ নেই। পুরানো কোনও শত্রুতার কারণে এই খুন হয়ে থাকতে পারে। গোটা বিষয়টি পুলিশ খতিয়ে দেখছে।'

চিকিৎসায় গাফিলতিতে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৪ জুলাই ঃ চিকিৎসায় গাফিলতিতে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ ঘিরে বুধবার রাত থেকে অশান্ত হয়ে উঠল জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজের সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। বুধবার রাত আটটা নাগাদ পায়ে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে আসেন নান্টু দে সরকার (৫২) নামে এক ব্যক্তি। জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পবিত্র নগর কলোনি এলাকায় তাঁর বাড়ি। নান্টুবাবুর ছেলে নদাই দে সরকার বলেন, 'বাবা হেঁটে হাসপাতালে ঢোকেন। জরুরি বিভাগে দেখানোর পর বাবাকে পাঁচতলায় সার্জারি বিভাগে ভর্তির জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে একটি ইঞ্জেকশন দেওয়ার পর থেকেই বাবার শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। অসাড় হয়ে যায় পা। গা, হাত, পা শক্ত হয়ে যায়।'

বিজ্ঞপ্তি

সতীশ চন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় এ ডি এস আর হাওড়া অফিসে ৬৪০ / ২০০৩ নং পাওয়ার রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, দিলিপ কুমার ঘোষ মহাশয়কে, উনি পাওয়ার বলে সুব্রত চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে এ ডি এস আর হাওড়া অফিসে ১৭৪ / ২০০৪ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, এখন নাম খারিজ করার জন্য অবেদন করিয়াছেন, যদি এই নাম খারিজ ব্যাপারে কারো কোনো আপত্তি থাকে তাহলে বালী জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন। মৌজা- জগদীশপুর, হাল দাগ-২০৪৫।

বিজ্ঞপ্তি

শৈলেন নস্কর দীং মহাশয় ডি এস আর হাওড়া অফিসে ৬৯৯ / ২০০৭ নং পাওয়ার রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, আনন্দ মন্ডল মহাশয়কে, উনি পাওয়ার বলে পম্পা রায় মহাশয়কে এ ডি এস আর হাওড়া অফিসে ৩৮৫২ / ২০১৭ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, এখন নাম খারিজ করার জন্য অবেদন করিয়াছেন, যদি এই নাম খারিজ ব্যাপারে কারো কোনো আপত্তি থাকে তাহলে বালী জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন। মৌজা- জগদীশপুর, হাল দাগ-৪৬৫১।

বিজ্ঞপ্তি

আমরা ১) মমতাজ বিবি স্বামী মৃত আব্দুল খালেক ২) আমিনুল ইসলাম ৩) সাহানাজ পারভিন উভয়ের পিতা মৃত আব্দুল খালেক সকলে সাকিম রওজাপাড়া পোঃ দফরপুর থানা -রঘুনাথগঞ্জ জেলা- মুর্শিদাবাদ এর বাসিন্দা। অত্র থানার ৯২ নং দফরপুর মৌজায় এল আর ৩০৫২ খতিয়ানে ১৫৭ নং দাগের ১১ শতক সম্পত্তি গত ইং ২০২৩ সালের জঙ্গীপুর অফিসের Book 1-2075 নং আমমোক্তারে আমাদের নিযুক্তীয় আমমোক্তার রঘুনাথগঞ্জ থানার বাজিতপুর নিবাসী **উমার আলি** পিতা সওকাত আলি বিক্রয়-হস্তান্তর করিলে আমাদের কোন আপত্তি নাই।

OFFICE OF THE ILLO JARGO GRAM PANCHAYAT

P.O.-JARGO, JHALDA-I DEV. BLOCK, PURULIA (W.B.)

The Pradhan ILOO JARGO Gram Panchayat under Jhalda-I Dev. Block Dt. Purulia (W.B.). invites percentage rate e-tender for **1. NIeT NO-01/ILGP/2025-26 IJGP. DT. 23/07/2025**, Bid Submission start date **23/07/2025** on & **after 06.00 PM**. Bid Submission end date **31/07/2025 up to 10.30 AM**. Technical Bid opening date **02/08/2025 at 11.00 AM.** For more details visit website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- PRADHAN
ILOO JARGO GRAM PANCHAYAT

Office of the

Dakshin Sankrail Gram Panchayat

Sankrail, Howrah
NOTICE INVITING e-TENDER

e-tenders are invited by Prodhan, Dakshin Sankrail Gram Panchayat under Sankrail Dev. Block Dist.- Howrah, from resourceful / bonafide contractors with experience and requisite credential from 15th FC Fund (NIT No:- 374,375,376,377,), SBM(G)+15th FC Fund (NIT No:-378,), Date of closing of Submission of Technical & Financial Bid on 30/07/2025 up to 14.00 pm. For details visit the website:- **http://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Dakshin Sankrail Gram Panchayat, Howrah

IN THE HIGH COURT AT CALCUTTA
C.O. No. 1463 of 2022

SHAWKAT ARA HAIDER, widow of Late Golam Haider, of 30/A, Cantopher Lane, Police Station – Beniapukur, Kolkata - 700014.

... Petitioner

- Versus –

1.MUTUWALLI OF THE WAKF ESTATE OF HAZI SK ABDULLAH, having its office at 26A, Noor Ali Lane, Police Station – Beniapukur Lane, Kolkata–14. 2. MRS AURANGHEB, of 11, Cantophar Lane, Police Station – Beniapukur Lane, Kolkata – 700 014. 3. NISA AHMED, of 6D, Dr. Biresh Guha Street, Police Station – Beniapukur Lane, Kolkata – 700 014. 4. MD. EJAJ, father's name not known to the petitioner, of 52, Ismail Street, Police Station – Beniapukur Lane, Kolkata – 700 014. 5. MD. SAKEEL, son of Md. Yusuf, of 11, Gora Chand Lane, Police Station – Beniapukur Lane, Kolkata – 700 014.

.... Opposite Parties

Subject: Notice of Application filed by Shawkat Haider, challenging the order passed in T. Ex. case No. 3 of 2014 pursuant to direction of the Hon'ble Court dated 16/6/2025 to all the Opposite Party to Appear. Take Notice that the petitioner has filed an application in the above-mentioned case challenging the order dated 4/5/2022, passed by Lipika Das, the Ld. Civil Judge (Jr. Div), 2nd Court, Sealdah, in T. Ex. case No. 3 of 2014, arising out of TS No. 428 of 1995. Despite due service, you as the opposite party have not appeared before the Court. You are hereby called upon to appear before the court on 4/8/2025 at 10:30 at High Court, Calcutta, and to file your reply, if any, failing which the Court may proceed ex parte.

By Order of the Court, Dinesh Kumar Sharma - J of the High Court, Calcutta, dated 16/6/2025.

SAHAJADPUR GRAM PANCHAYAT

e-TENDER NOTICE
NieT No-08/SGP/25-26 & 09/SGP/25-26

e-Tenders in prescribed format are invited by the Prodhan, Sahajadpur Gram Panchayat, under Berhampore Block from eligible bonafied contractors under two bid system for "maintion scheme" under Sahajadpur Gram Panchayat, under Berhampore Block. Details can be viewed in **www.wbtenders.gov.in** from **25/07/2025 at 12.00 hrs to 02/08/2025 at 16.00 hrs. Technical Bid has been open on 05/08/2025 at 11.00 hrs.**

Sd/- Prodhan
Sahajadpur Gram Panchayat

CHANDPUR SAMABAY KRISHI UNNAYAN SAMITY LTD

VILL-CHANDPUR, P.O. NEW CHANDPUR, P.S. DHANIAKHALI, DIST.-HOOGHLY
REGD. NO.-47 H.G. DT.-05.01.1961 Chandpursamabay@gmail.com
M-8436587430 M-7550871280

Ref. No... Date...................

বিশেষ সাধারন সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা চাঁদপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের সমস্ত সদস্য/ সদস্যাগনকে জানানো হচ্ছে যে, আগামী ইংরাজী ১০।০৯।২০২৫ (বুধবার) সকাল ১১টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত চাঁদপুর সমবায়ের অফিস প্রাঙ্গনে আলোচ্যসূচী অনুযায়ী (সমিতির পরিচালক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচন) বিশেষ সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বিশেষ সাধারন সভায় পরিচালক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচনে সমিতির সকল নির্বাচক সদসাকে উপস্থিত থেকে প ঃ বঃ সমবায় আইন ২০০৬, প ঃ বঃ সমবায় আইন ২০১১ ও ওয়েস্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ ইলেকশান কমিশান রেগুলেসান ২০১২ অনুসরন করে পরিচালক মন্ডলীর ১২ (বারো) জন সদস্য (তন্মধ্যে ২ (দুই) টি মহিলাদের এবং ১ (এক) টি আসন তপশিলি জাতি/ তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত) নির্বাচন করতে তথা বিশেষ সাধারন সভায় অংশ গ্রহন করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষরে এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে নিম্নে সংযোজিত হল।

আলোচ্যসূচিঃ পরিচালক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচন
তারিখঃ ২৫.০৭.২০২৫
স্থানঃ চাঁদপুর

সাকিম মণ্ডল
সম্পাদক
চাঁদপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

CHANDPUR SAMABAY KRISHI UNNAYAN SAMITY LTD

VILL-CHANDPUR, P.O. NEW CHANDPUR, P.S. DHANIAKHALI, DIST.-HOOGHLY
REGD. NO.-47 H.G. DT.-05.01.1961 Chandpursamabay@gmail.com
M-8436587430 M-7550871280

পরিচালক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ

১ পরিচালক মন্ডলীর সদস্য সংখ্যা ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য (উপবিধিতে উল্লিখিত ধারা অনুযায়ী) সমিতির সমস্ত নির্বাচক সদস্য যথোপযুক্ত যোগ্যতা থাকলে সমিতির পরিচালক মন্ডলীর ১২ টি পদের জন্য (তন্মধ্যে ২ (দুই) টি মহিলাদের এবং ১ (এক) টি আসন তপশিলি জাতি / তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত) প্রার্থী হতে পারবেন এবং ভোটদান করতে পারবেন।

২. নির্বাচন সূচিঃ

ক্রম নং.	বিষয়	তারিখ	স্থান	সময়	ভারপ্রাপ্তব্যক্তির নাম / পদ
১.	মনোনয়নপত্র বিতরণ ও গ্রহণ	২৫।০৮।২০২৫ ২৬।০৮।২০২৫	সমিতির কার্যালয়	সকাল ১২টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটানিং অফিসার অথবা তার অনুমোদিত ব্যক্তি
২.	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা	২৮।০৮।২০২৫	সমিতির কার্যালয়	সকাল ১১.৩০টা থেকে পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটানিং অফিসার
৩.	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা পরবর্তী বৈধ মনোনয়নপত্রের তালিকা প্রকাশ	২৮।০৮।২০২৫	সমিতির কার্যালয়	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা শেষ হবার অব্যবহিত পর	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটানিং অফিসার
৪.	মনোনয়ন প্রত্যাহার	মনোনয়ন পত্র জমা দেবার পর থেকে ইং ২৯।০৮।২০২৫ (শুক্রবার) বিকাল তিনটা পর্যন্ত	সমিতির কার্যালয়	মনোনয়ন পত্র জমা দেবার পর থেকে ইং ২৯।০৮।২০২৫ (শুক্রবার) বিকাল তিনটা পর্যন্ত	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটানিং অফিসার
৫.	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার পরবর্তী চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	২৯।০৮।২০২৫	সমিতির কার্যালয়	বেলা ৩ টে পর	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটানিং অফিসার
৬.	নির্বাচনের তারিখ স্থান ও সময়	১০।০৯।২০২৫	সমিতির কার্যালয়	সকাল ১১ টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটানিং অফিসার এর নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিক দ্বারা
৭.	ভোট গণনা	১০।০৯।২০২৫	সমিতির কার্যালয়	ভোটগ্রহণ শেষ হবার অব্যবহিত পর	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটানিং অফিসার এর নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিক দ্বারা
৮.	ভোটের ফলপ্রকাশ	১০।০৯।২০২৫	সমিতির কার্যালয়	ভোটগ্রহণ শেষ হবার অব্যবহিত পর	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটানিং অফিসার এর নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিক দ্বারা

চঞ্চল রায়
সহকারী রিটানিং
চাঁদপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

প্রশাসনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে চলছে অবৈধভাবে বালি পাচারের কারবার

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ২৪ জুলাই ঃ ইতিমধ্যেই রাজ্যে বর্ষা নেমে গেছে বঙ্গে। জলস্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে নদী-নালায়। সেই কারণে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কড়া নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে নদী গুলিতে। কোথাও কোনোও নদী থেকে বালি তোলা যাবে না। কিন্তু বালিকারবাড়িরা প্রশাসনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে চালাচ্ছে অবৈধভাবে বালি পাচারের কারবার। এমনই এক বালি চুরির ঘটনা সামনে এলো আসানসোলের দক্ষিণ বিধানসভার দামোদর নদীর ডামরা ঘাটে। সেখানকার দুটি জায়গাতে চলছিল অবৈধভাবে বালি পাচারের কারবার । আর গোপন সূত্রে এই খবর পেয়ে রাতের অন্ধকারে হানা দিল আসানসোল - দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি সেন্ট্রাল ওয়ান নেতৃত্বে এবং রানিগঞ্জের নিমচা ফাঁড়ি পুলিশ আধিকারিকদেরকে সঙ্গে নিয়ে অভিযানে নামে। দামোদর নদীর ডামরার দুটি ঘাটে থানা দিয়ে ৬ টি বালি ভর্তি ট্রাক্টর সহ, নদী ঘাটের রাস্তায় আরো ৬টি বালি বোঝাই ট্রাক্টর গাড়ি আটক করে। অবৈধভাবে বালির বোঝাই ১২টি ট্রাক্টর গাড়িকে আসানসোল সাউথ থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়। প্রশ্ন উঠেছে রাজ্য সরকার কড়া নির্দেশিকা থাকার সত্ত্বেও কিভাবে অবৈধভাবে বালি পাচারের কারবার চলছিল। ঘটনার তদন্তে আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনার।

বাস ও বাইকের সংঘর্ষে মৃত দুই

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৪ জুলাই ঃ বাস ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত দুই বাইক আরোহী। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী থানার গীট্টি মোড় এলাকার। ঘটনার খবর পেয়ে বংশীহারী থানার পুলিশ পৌঁছে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত দুই বাইক আরোহীর নাম শংকর রায় (১৮) ও জয় রায় (১৪) বাড়ি বংশীহারী থানার জয়দেবপুরে। সূত্রের খবর, বালুরঘাট থেকে রায়গঞ্জগামী একটি সরকারি বাসের সঙ্গে অপরদিক থেকে আসা বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় বংশীহারী থানার গীট্টি মোড় এলাকায়। ঘটনায় ছিটকে পড়ে রক্তাক্ত হয় দুই বাইক আরোহী। স্থানীয়রা রশিদপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা ওই দুই বাইক আরোহীদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কে কিছুটা যানজটের সৃষ্টি হয়।

বিজ্ঞপ্তি

আমরা ১) এমামুল হক ২) কেতাবুল সেখ ৩) আওয়াল সেখ ৪) আসাদুল্লা সেখ ৫) ফিরোজ সেখ ৬) সুকলেমা বিবি ৭) আমিনা বিবি সকলের পিতা মৃত সাজ্জাদ আলি সাকিম জয়রামপুর পোঃ জঙ্গীপুর থানা- রঘুনাথগঞ্জ জেলা- মুর্শিদাবাদ এর বাসিন্দা। অত্র থানার ১৩৩ নং বিজয়পুর মৌজায় এল আর ৪৮৫৬, ৪৮৭২, ৪৮৫৮, ৪৮৫৭, ৪৮৫৯, ৪৮৬০, ৪৮৬১, ২২১৬, ১৪৮৪ খতিয়ান সমূহে আমাদের নিজ নিজ নামীয় ও ওয়ারীশান সূত্রে প্রাপ্ত ২৬০১ নং দাগে ১৮ শতক, ২৬২৪ নং দাগে ৪০ শতক, ২৫৮৭ নং দাগে ১৭.৩২ শতক, ২৭২৮ নং দাগে ০২ শতক ও ২৬১৬ নং দাগে ১৭ শতক সম্পত্তি সমূহ গত ইং ২০২৪ সালের জঙ্গীপুর অফিসের Book V-17138 নং আমমোক্তারে আমাদের নিযুক্তীয় আমমোক্তার সাগরদিঘী থানার নাচনা নিবাসী **নিলটন সেখ** পিতা হাবিবুর রহমান বিক্রয়-হস্তান্তর করিলে আমাদের কোন আপত্তি নাই।

PWD (GOVT. OF W.B.) TENDER NOTICE

EE, PWD, Hooghly Construction Division invites offline Quotation for the work of: Emergent Erection of Temporary Sun Protected Green House Netting to be maintained for a minimum period of 30 (Thirty) days on hire basis from Bajitpur to Tarakeswar Police Station Premises over Temple Road for ongoing Shrabani Mela, 2025 under Hooghly Construction Sub Division III, PWD, under Hooghly Construction Division, PWD during the year 2025-26.

NIEQ No.: WBPWD/EE/HCD/SHORT NIQ 04/2025-26

Last Date and time limit of the application: **28.07.2025 from 2.00 p.m.** Last Date and time limit for issue of quotation paper: **28.07.2025 from 3.00 p.m.** Last Date and time limit for submission of quotation paper: **28.07.2025 up to 3.30 p.m.** Date and time of opening of quotation: **28.07.2025 at 4.00 p.m. Details of NIQ/NIT and other documents may be downloaded from: http://wbtenders.gov.in**

Sd/-J.P.Dhar
Executive Engineer, PWD
Hooghly Construction Division.
Chawkbazar, Hooghly

Office of the Suti-I Panchayat Samity

Ahiran : Murshidabad
Tender Notice

Executive Officer, Suti – I Panchayat Samity invites sealed tender for: **1. NIT No:- 04/5 th SFC/PS. under 5 th SFC 2023-24, vide Memo No: 494(39)/Eng./PS., Dated: 24.07.2025,** Total No. of Scheme 01 (One) no. Last date of Application : **31.07.2025 upto 06.00 PM.** Details visit the website **https://wbtenders.gov.in** All particulars may be seen in the official notice board of the Undersigned and any one may contact Executive Officer, Suti – I Panchayat Samity.

Sd/-
Executive Officer
Suti-I Panchayat Samity
Ahiran : Murshidabad

বিজ্ঞপ্তি

সইদুল লস্কর দীং মহাশয় এ ডি এস আর হাওড়া অফিসে ০৫০২০০০৩০ / ২০২৫ নং পাওয়ার রেজিস্ট্রী করিয়াছেন, ইমরান লস্কর মহাশয়কে, উনি পাওয়ার বলে ফিরদৌস জাহান ও মহম্মদ আজম খান মহাশয়া মহাশয়কে এ ডি এস আর হাওড়া অফিসে ৬৯৫০/ ২০২৫ ও ৬৯৪৯/ ২০২৫ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, এখন নাম খারিজ করার জন্য অবেদন করিয়াছেন, যদি এই নাম খারিজ ব্যাপারে কারো কোনো আপত্তি থাকে তাহলে বালী জগাছা ভূমি দপ্তর অপিসে যোগাযোগ করিবেন। মৌজা- জগদীশপুর, হাল দাগ-১২৩০।

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of **"Lighting Arrangement from Chandannagar Ranighat till Nasibpur and from Mankundu railway station road till Nasibpur (Shrabani Mela 2025)" NIQ No.- WBPWD/EE/HED/SHORT/NIQ-10 of 2025-26**. Bid submission closing date: **26/07/2025 upto 04.30 P.M**. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from : **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

Office Of The Para Gram Panchayet

PO: Para PS: Para Dist: Purulia
NOTICE INVITING e-TENDER No.
2 nd call of NIT (e) 03/2025-26/5 Th SFC

e-tenders are hereby invited from the experienced and resourceful bidders for execution of various schemes under different development fund. i) Date of Sale of tender document: From **24/07/2025 from 6 PM** ii) Last date of submission of e- tender with documents: **31/07/2025 upto 6 PM.** For further details please contact with the Office of the Para Gram Panchayet.

Sd/-
Pradhan
Para Gram Panchayet

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDERS

ABRIDGED NIT

The **Deputy Chief Engineer (Mech.)/S&D, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:–

1. NIT No.: **KMC/DR/PBPS/M-9/2025-2026**
Name of the Work: **Renovation & repairing of 2 Nos. Mechanical Water Level Indicator with other Allied Works at DWF and SWF Stations under PBPS(DRG.)/S&D.** Estimated Cost: **Quotation.** Earnest Money: **2% of Quoted Rate**. Period of Completion: **15 days.**

2. NIT No.: **GRBU/KT/EL/25-26 (1st Call)**
Name of the Work: **Contractual arrangement for attending any type of fault along with routine up keeping of HT and LT electrical network at Kabitirtha Park DPS under GRBU.** Estimated Cost: **₹ 1,95,580.00.** Earnest Money: **₹ 4,000.00**. Period of Completion: **183 days.**

3. NIT No.: **KMC/DR/PBPS/SS/E/09/2024-25**
Name of the Work: **Thorough repairing and replacement of damaged Spare Parts of Electrical Control Panel used for strainer lifting along with changing of defunct luminaries with other allied works at PDPS and KTPS premises under PBPS (Drg)/S&D.** Estimated Cost: **₹ 2,97,383.00.** Earnest Money: **₹ 6,000.00**. Period of Completion: **15 days.** Last date & time of submission of bid: **07.08.2025 up to 2.00 p.m.** (for Sl. No. 1), **04.08.2025 at 12.00 noon.** (for Sl. No. 2) & **04.08.2025 up to 3.00 p.m.** (for Sl. No. 3). The bid forms and other details are available on and from **30.07.2025 (3.30 p.m.)** (for Sl. No. 1), **26.07.2025 at 5.00 p.m.** (for Sl. No. 2) & **25.07.2025 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 3). The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 3).

The **Deputy Chief Engineer (Mech.)/EWS, KMC** invites e-tender online two bid system for the following works:–

1. NIT No.: **KMC/EWS/ELEC/RA/22/2025-26**
Name of the Work: **Manufacturing, supply and delivery of special type items for production of 30 nos. Mono Pole.** Estimated Cost: **Open Quotation.** Earnest Money: **2% percent of quoted rate.** Period of Completion: **20 days.**

2. NIT No.: **KMC/EWS/ELEC/RA/23/2025-26**
Name of the Work: **Installation of Industrial Pedestal Fan and Electric Grinder with Allied Electrical Works at different Zones in EWS.** Estimated Cost: **₹ 2,98,647.91.** Earnest Money: **₹ 6,0 00.00**. Period of Completion: **20 days.** Last date & time of submission of bid (online): **05.08.2025 (03.00 p.m.)** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **25.07.2025 (5.00 p.m.)** (For Sl. No. 1 & 2). The website **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 & 2).

The **Deputy Chief Engineer (Civil)/(Parks & Squares), KMC** invites quotation online percentage rate two bid system for the following works:–

1. NIT No.: **KMC/DCE_PS/5/GHAT/25-26 (1st Call)**
Name of the Work: **Deployment of labour for cleaning immersion ghat including making temporary vats at Baja Kadam Tala Ghat in Borough-V (2025).** Estimated Cost: **₹ 4,24,951.84.** Earnest Money: **₹ 8,500.00.** Period of Completion: **45 days.**

2. NIT No.: **KMC/DCE_PS/V/GHAT/3/25-26 (1st Call)**
Name of the Work: **Deployment of labour for cleaning of immersion ghat including making temporary vats at Rani Rashmoni Ghat & Jagannath Ghat in Borough-V (2025).** Estimated Cost: **₹ 3,49.910.94.** Earnest Money: **₹ 7,000.00.** Period of Completion: **45 days** (for Sl. No. 1 & 2). Last date & time of submission of bid: **02.08.2025– 1.00 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details shall be available on and from **26.07.2025 (10.00 a.m.).** (for Sl. No. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Civil)/(Parks & Squares) KMC** invites e-tender quotation online percentage rate two bid system for the following work:–

NIT No.: **KMC/EE_PS/VOLUN/BR5/25-26 (1st Call)**
Name of the Work: **Deployment of volunteers with allied arrangement at Baja Kadamtala Ghat, Judges Ghat, Doi Ghat, Rani Rashmoni Ghat during immersion days of Durga Puja, Laxmi Puja, Kali Puja, Chhat Puja & Jagat Dhatri Puja 2025.** Estimated Cost: **Quotation invited.** Earnest Money: **₹ 6,000.00.** Period of Completion: **45 days.** Last date & time of submission of bid: **02.08.2025, 1.00 p.m.** The bid forms and other details shall be available on and from **26.07.2025 (10.00 a.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Director General (Mechanical)/Roads, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:–

NIT No.: **KMC/ASPH/PB/TKS-15/2025-26**
Name of the Work: **Removal of silt from the wet dust collector pond of DM-45 plant at Asphaltum Department, Palmer Bazar.** Estimated Cost: **₹ 4,90,593.52.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion: **60 days.** Last date & time of submission of bid: **02.08.2025 at 2.00 p.m.** Bid opening date for Technical Proposals (online): **04.08.2025 at 2.00 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **25.07.2025 (2.00 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Dy. C.E(M)/SCD, KMC** invites e-tender for the following work:–

NIT No.: **KMC/SCD(N)/2025-26/17 (1st Call)**
Name of the Work: **Replacement of 12 mm dia steel wire rope for 3 nos. power bucket machines (set No. 7-7A, 8-8A & 9-9A) under SCD(N).** Estimated Cost: **NA.** Period of Completion: **14 days.** Last date & time of submission of bid: **06.08.2025 at 12.00 noon.** The bid forms and other details are available on and from **30.07.2025, 9.00 a.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Director General (Uttaran Service), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:–

1. NIT No.: **KMC/US/HQ/095/25-26/065 (1st Call)**
Name of the Work: **Maintenance of IPS passage at 29A, 25B Tilaknagar Colony (Slum Area) in Ward No.-95, Borough-X.** Estimate Amount (Incl. GST & LWC): **₹ 3,43,597.24.** Earnest Money: **₹ 7,000.00.** Period of Completion: **60 days.**

2. NIT No.: **KMC/US/HQ/107/25-26/067 (1st Call)**
Name of the Work: **Repairing of sanitary latrine at Mandir Para, Tara Shaw Bustee and different Bustee in Ward No.-107, Borough-XII.** Estimate Amount (Incl. GST & LWC): **₹ 4,97,311.79.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion: **60 days.** Last date & time of submission of bid: **04.08.2025 up to 11.00 a.m.** (for Sl. No. 1 & 2). Bid opening date and time for technical proposals: **06.08.2025 at 11.00 a.m.** (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **25.07.2025 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2) . The website **https://wbtenders.gov.in** & **https://www.kmcgov.in** (for Sl. No. 1 & 2).

Municipal Secretary, KMC invites e-tender online, two bid system for the following work:–

NIT REF NO.: **KMC/MS/BA_IG/2025/2**
Name of the Work: **Observation of Birth Anniversary of Bharat Ratna Indira Gandhi on 19th November 2025, Wednesday 21-E-Uddyan opposite Birla Planetorium, Kolkata.** Estimated Amount (Incl. GST): **₹ 2,00,788.00.** Earnest Money: **₹ 4,100.00.** Last date & time of submission of bid: **04.08.2025 at 5.00 p.m.** The bid form and other details are available on and from **23.07.2025 at 5.00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

729/25-26

জাঁকজমকের সঙ্গে ৩১ জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে কল্যাণী ফুটবল লিগ

দুরন্ত বার্তা, কল্যাণী, ২৪ জুলাইঃ শুধু বাংলা নয়, গোটা ভারতের ক্রীড়া মানচিত্রে নদিয়া জেলার একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বরাবরই ক্রীড়াবিদদের আঁতুড় ঘর বলে পরিচিত বাংলার এই জেলা। প্রবাদপ্রতিম ক্রিকেটার ঝুলন গোস্বামী, এশিয়ান গেমসে পদকজয়ী অ্যাথলিট জ্যোতির্ময়ী শিকদার ও সোমা দত্ত, ফুটবলে মাঠ কাঁপানো জাতীয় দলের প্রাক্তন ফুটবলার দেবজিৎ ঘোষ, সুরজিৎ ঘোষ, সুমন দত্ত সকলেই উঠে এসেছেন এই প্রান্তিক জেলা থেকে। এই জেলার সর্বশেষ সংযোজন সঙ্গীতা বাসফোর। কল্যাণী মহকুমার এই কৃতি সন্তান এখন ভারতীয় ফুটবলের অন্যতম সম্পদ। সম্প্রতি এএফসি কোয়ালিফায়ারে তাঁর করা দুই গোলেই থাইল্যান্ডকে হারিয়ে মূল পর্বে উঠেছে ভারত। এখানেই অবশ্য শেষ নয়, এই জেলা সদ্য সমাপ্ত রাজ্য অ্যাথলেটিক্স মিটে তৃতীয় হয়েছে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের পিছনে থেকে। পাশাপাশি নদিয়া জেলার অসংখ্য ফুটবলার ময়দান কাঁপিয়েছেন বা কাঁপাচ্ছেন তিন প্রধানের পাশাপাশি অন্যান্য দলের হয়ে। নদিয়া জেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর কল্যাণী। এই মহকুমা শহরে স্থানীয় লিগ হয়ে চলেছে ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। তবে এতদিন পর্যন্ত এই লিগের সেরকম প্রচার ছিল না। অবশ্য এই লিগ থেকেই বিকশিত হয়েছে প্রচুর প্রতিভা। কল্যাণী মহকুমার বিশেষ গর্ব রয়েছে গয়েশপুরের ফুটবলার সুমন দত্তকে নিয়ে। সুমন মোহনবাগান ও জাতীয় দলের পাশাপাশি সুনামের সঙ্গে খেলেছেন আই লিগের ক্লাব রিয়াল কাশ্মীরের জার্সিতেও। রিয়াল কাশ্মীরেই তাঁর কোচিং জীবনের হাতেখড়ি। এখন গয়েশপুরে নিজের একটি ফুটবল অ্যাকাডেমি চালান সুমন। তিনি এবার তাঁর এলাকার ফুটবলকে তুলে ধরতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন। কল্যাণী ফুটবল লিগের প্রসার বাড়াতে এবার উদ্যোগী হলেন তিনি। কল্যাণী জোনাল স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় হয় কল্যাণী ফুটবল লিগ। এতদিন পর্যন্ত এই লিগের কোনও স্পনসর ছিল না। এবার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে কল্যাণীর শিল্পদ্যোগী সংস্থা আরিয়ানা গ্রুপ। তারাই স্পনসর হয়েছে কল্যাণী ফুটবল লিগের। এর আগেও এই সংস্থা বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। এবার তারা এলাকার ফুটবলকে তুলে ধরতে বিশেষ উদ্যোগ নিল। বুধবার কল্যাণী স্টেডিয়াম সংলগ্ন আরিয়ানা হোটেলে বেজে গেল ‘আরিয়ানা কল্যাণী ফুটবল লিগের’ দামামা। একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে লটারির মাধ্যমে জার্সি তুলে দেওয়া হল ক্লাবগুলির হাতে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণীর এসডিও ড. অভিজিৎ সামন্ত, কল্যাণী থানার আইসি দেবাশিস মান্না, কল্যাণী জোনাল স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে মুকুল ঘোষ ও অন্যান্যরা। সেই সঙ্গে ছিলেন আরিয়ানা গ্রুপের এমডি বাপি নন্দী, জেনারেল ম্যানেজার অতনু সেন-সহ বিভিন্ন ক্লাবের প্রতিনিধিরা। স্পনসর আরিয়ানা গ্রুপের পক্ষ থেকে বাপি নন্দী বলেন, ‘‘কল্যাণীতে প্রতিভার অভাব নেই। এখানে আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়াম রয়েছে। কিন্তু সে ভাবে উদ্যোগ ছিল না। প্রাক্তন ফুটবলার সুমন দত্ত এবার বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে আমরা চাইছি, এখান থেকে আরও ফুটবলার উঠে আসুক।’’

মোহনবাগানেই দেখছেন চ্যাম্পিয়নের স্বপ্ন, চার বছরের চুক্তিতে অভিষেক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৪ জুলাইঃ মোহনবাগান সুপার জায়ান্টে নতুন সংযোজন টেকচাম অভিষেক সিং। দেশের প্রতিশ্রুতিমান এই ডিফেন্ডারের আগমন নিঃসন্দেহে হোসে মোলিনার দলকে আরও মজবুত করবে। মাত্র কুড়ি বছর বয়সেই জাতীয় দলের হয়ে নজর কাড়া পারফরম্যান্স আর ক্লাব ফুটবলে ধারাবাহিকতার ফলস্বরূপ, অভিষেকের ওপর নজর ছিল দেশের একাধিক শীর্ষ ক্লাবের। তবে সব প্রস্তাব পিছনে ফেলে সবুজ-মেরুন ব্রিগেডকেই বেছে নিলেন মণিপুরের এই তরুণ প্রতিভা। দু’দিন আগেই কলকাতায় এসে শারীরিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর, বৃহস্পতিবার সকালে অফিসিয়ালি চুক্তিবদ্ধ হন অভিষেক। দীর্ঘ চার বছরের এই চুক্তির মাধ্যমে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের সঙ্গে শুরু হল এক নতুন অধ্যায়। ইতিমধ্যে নিউটাউনের সেন্টার ফর এক্সেলেন্সে শুরু করে দিলেন প্রাক-মরসুম অনুশীলন। সহকারী কোচ বাস্তব রায়ের তত্ত্বাবধানে লিস্টন কোলাসো, অনিরুদ্ধ থাপা, মনভীর সিং, বিশাল কাইথদের মতো জাতীয় দলের তারকাদের সঙ্গে একসঙ্গে ঘাম ঝরাতে দেখা গেল অভিষেককেও। দুই প্রান্তের ফুলব্যাক পজিশনে খেলতে সক্ষম অভিষেক, প্রয়োজনে উইংয়েও খেলেছেন অতীতে। এই বহুমুখী সামর্থ্যই তাঁকে করে তুলেছে দলের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। কোচ মোলিনার পছন্দের ছকে যে তিনি সহজেই খাপ খাওয়াতে পারবেন, সে বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী ক্লাব কর্তৃপক্ষও। চুক্তির পরই নিজের অনুভূতি প্রকাশ করে অভিষেক বলেন, ‘‘আমার কাছে দেশের অনেক নামী ক্লাবের প্রস্তাব ছিল। কিন্তু মোহনবাগান সুপার জায়ান্টকে বেছে নেওয়ার কারণ একটাই, এটা দেশের এক নম্বর ক্লাব। এখানে খেললে ট্রফির স্বাদ পাওয়া যায়, চ্যাম্পিয়নের অনুভূতি পাওয়া যায়। এই ক্লাবের ট্রফি জয়ের ধারাবাহিকতাই আমাকে টেনেছে।’’ তিনি আরও যোগ করেন, ‘‘পঞ্জাবের জার্সিতে আই লিগ ট্রফি জিতেছি। কিন্তু আইএসএল লিগ বা শিল্ড এখনো জেতা হয়নি। মোহনবাগানের হয়ে সেই স্বপ্ন পূরণ করতে চাই। এখানে অনেক তারকা ফুটবলার আছে, ওদের সঙ্গে খেলে এবং অনুশীলন করে নিজেকে আরও উন্নত করতে পারব। আমার লক্ষ্য সেরাটা দেওয়া এবং দলে নিজের জায়গা পাকা করা।’’ এএফসি চ্যাম্পিয়নশিপে খেলার স্বপ্নও বুকে লালন করছেন এই তরুণ। ভারতীয় দলের হয়ে খেলার অভিজ্ঞতা থাকলেও আন্তর্জাতিক ক্লাব টুর্নামেন্টে এখনও মাঠে নামা হয়নি তাঁর। অভিষেক জানান, ‘‘মোহনবাগান জার্সি গায়ে এএফসিতে খেলার স্বপ্ন সত্যি করতে চাই।’’ মোহনবাগানের সমর্থকদের নিয়ে অভিষেকের আবেগও ধরা পড়ল তাঁর কথায়, ‘‘এই ক্লাবের সমর্থকসংখ্যা ভারতের মধ্যে সর্বাধিক। মাঠে এসে কিংবা সোশ্যাল মিডিয়ায় যেভাবে সমর্থকেরা দলকে সমর্থন করেন, সেটা অনুপ্রেরণাদায়ক। ডার্বির উত্তেজনা এতদিন মোবাইল বা টিভিতে দেখেছি, এবার মাঠে সেই আবেগের অংশ হতে পারব। প্রচুর সমর্থক ইতিমধ্যেই যোগাযোগ করেছেন। আমি তাঁদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আপনাদের ইচ্ছাপূরণের জন্য নিজের সবটা দেব।’’ মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের জার্সিতে নতুন অধ্যায় শুরু করতে চলা অভিষেক সিংয়ের চোখে একটাই লক্ষ্য ট্রফি জয়। আর সেই খিদের জোরেই তিনি আজ সবুজ-মেরুনে। এখন দেখার, মাঠে সেই খিদে কতটা কার্যকর হয় এবং দলের সাফল্যের গল্পে কতটা অবদান রাখতে পারেন মণিপুরের এই প্রতিভাবান ডিফেন্ডার।

চিকিৎসাবিজ্ঞানকে ‘স্কুপ হিট’!

সবাইকে হতবাক করে বাইশ গজে ঋষভ

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৪ জুলাইঃ একেই বলে মনের জোর। একেই বলে সাহসিকতা। ব্যথা-যন্ত্রণা সবই উপেক্ষা করা যায় মনের জোর থাকলে। বরাবরই ভয়ডরহীন

মানসিকতার ঋষভ পন্থ চোট উপেক্ষা করে নেমে পড়লেন ব্যাট করতে। প্রথম দিন ব্যাট করার সময় মারাত্মক চোট পেয়েছিলেন ঋষভ। তাঁর ডান পায়ের হাড় ভেঙে গিয়েছিল। চিকিৎসকরা তাঁকে ছয় সপ্তাহ বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু কোথায় কী? ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টের দ্বিতীয় দিনে ভারতের রান যখন ৩১৪, ষষ্ঠ উইকেটের পতন হয় ভারতের। বেন স্টোকসের বলে বেন ডাকেটের হাতে ক্যাচ তুলে ৪১ রান তুলে আউট হন শার্দূল ঠাকুর। এরপরই ওল্ড ট্র্যাফোর্ড দেখল সেই অবাক করা দৃশ্য। প্যাভিলিয়ন থেকে ব্যাট হাতে নামছেন ঋষভ। গোটা স্টেডিয়াম তখন কুর্নিশ জানাচ্ছে ভারতের সহ-অধিনায়ককে। অসম্ভবকে সম্ভব করে ফের ব্যাট করতে নামলেন পন্থ। ভারতীয় ক্রিকেটপ্রমীদের জন্য কিছুক্ষণ আগেই অবশ্য সুখবর দিয়েছিল বিসিসিআই। বৃহস্পতিবার বিকেলে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড তাদের এক্স হ্যান্ডেলের মাধ্যমে জানিয়েছিল, দলের প্রয়োজনে ব্যাট হাতে নামবেন ঋষভ পন্থ। ম্যাঞ্চেস্টারে ভারত ও ইংল্যান্ডের মধ্যে চতুর্থ টেস্টের আজ দ্বিতীয় দিন। ম্যাচের প্রথম দিনেই ইংল্যান্ড পেসার ক্রিস ওকসকে রিভার্স সুইপ করতে গিয়ে ডান পায়ের আঙুলে চোট পান ভারতের সহ্ন-অধিনায়ক ঋষভ পন্থ। স্ক্যান রিপোর্টে দেখা যায় মেটাটারসাল ফ্র্যাকচার হয়েছে টিম ইন্ডিয়ার এই উইকেটরক্ষক-ব্যাটারের। চিকিৎসকরা জানিয়ে দেন কমপক্ষে ছয় সপ্তাহ বিশ্রাম নিতে হবে পন্থকে। যার অর্থ গোটা সিরিজ থেকেই ছিটকে যাওয়া নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল দলের এই গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটারের। এবার বিসিসিআই জানিয়ে দিল, ঋষভ উইকেটরক্ষকের দায়িত্ব পালন করতে না পারলেও প্রয়োজনে ব্যাট হাতে বাইশ গজে নামবেন। এর আগেও দুর্ঘটনা থেকে ফিরে এসে ক্রিকেট-বিশ্বকে মাতিয়েছেন ঋষভ। তাঁর মনের জোর অসম্ভব। এবার তিনি সাহসের পরিচয় দিলেন। ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টের টেস্টের প্রথম দিন ৬৪ ওভার চলাকালীন চোট পাওয়ার পর নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতাও ছিল না পন্থের। তবে দ্বিতীয় দিনের খেলা চলাকালীন তাঁকে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। বিসিসিআই তাঁর চোট সম্পর্কে জানিয়েছে, ঋষভ বাকি ম্যাচে উইকেটরক্ষকের দায়িত্ব পালন করবেন না। ধ্রুব জুরেল এই দায়িত্ব নেবেন। তবে প্রয়োজনে পন্থ ব্যাটিংয়ের জন্য মাঠে নামতে পারেন। চোট পাওয়ার আগে চতুর্থ টেস্টের প্রথম ইনিংসে ঋষভ ৪৮ বলে ৭৭.০৮ স্ট্রাইক রেটে ৩৭ রান করেন। যার মধ্যে ছিল দু’টি চার এবং একটি ছক্কা। চলতি সিরিজে ৪ টেস্টের ৭ ইনিংসে ৭৭.০০ গড়ে এবং ৭৮.৩০ স্ট্রাইক রেটে ৪৬২ রান করেছেন পন্থ। এই সময়ের মধ্যে, পন্থের ব্যাট থেকে এসেছে ২টি সেঞ্চুরি এবং ২টি অর্ধশতক।

জাতীয় দলের দায়িত্ব পাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে খালিদ জামিল

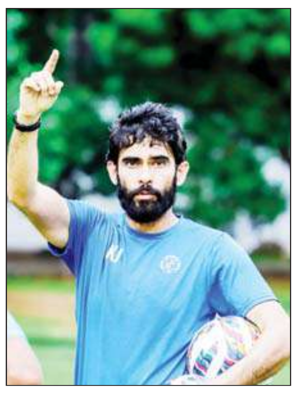

নয়াদিল্লি, ২৪ জুলাইঃ ইগর স্টিমাচের পর মানোলো মার্কুয়েজের হাতে দলের দায়িত্ব তুলে দিয়েছিল এআইএফএফ। ভারতীয় ফুটবল দলের দায়িত্ব পাওয়ার জন্য সেই সময় দেশীয় কোচদের পাশাপাশি একাধিক বিদেশি হাইপ্রোফাইল আবেদনপত্র জমা করলেও শেষ পর্যন্ত মানোলোর উপরেই ভরসা রেখেছিল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। মনে করা হয়েছিল এই স্প্যানিশ কোচের তত্ত্বাবধানেই হয়তো আগামী দিনে ঘুরে দাঁড়াবে ব্লু-টাইগার্সরা। আসলে গত বেশ কয়েক বছর ধরেই ভারতীয় ক্লাব ফুটবল সার্কিটে যথেষ্ট সাফল্য পেয়েছেন মানোলো। হায়দরাবাদ এফসির হয়ে আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর এফসির গোয়ার যোগদান করেছিলেন এই হাইপ্রোফাইল। তারপর থেকেই নতুন ছন্দে ধরা দিতে শুরু করে গোয়া শিবির। এই সবদিক মাথায় রেখেই তাঁকে দায়িত্ব দিয়েছিল এআইএফএফ। কিন্তু খুব একটা সুবিধা করা সম্ভব হয়নি। বিশেষ করে ইন্টার কন্টিনেন্টাল কাপে লেবানন সহ অন্যান্য দল গুলির কাছে পরাজিত হওয়ার পর তাঁর ভূমিকা নিয়ে উঠতে শুরু করেছিল একাধিক প্রশ্ন চিহ্ন। তারপরেও বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক ম্যাচে দলের খারাপ পারফরম্যান্স থাকায় এই বিদেশি কোচের দায়িত্ব থাকা নিয়ে দেখা দিয়েছিল ধোঁয়াশা। শেষ পর্যন্ত পারস্পরিক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে জাতীয় দলের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ান এফসি গোয়ার এই সুপার কাপ জয়ী কোচ। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে যে কার হাতে উঠবে দলের দায়িত্ব। সেই অনুযায়ী এআইএফএফ এর তরফে জারি করা হয়েছিল কোচ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন। সময় এগোনোর সাথে সাথেই একাধিক দেশি ও বিদেশি কোচ আবেদনপত্র জমা করেন। মনে করা হচ্ছে খুব শীঘ্রই নয়া কোচের নাম ঘোষণা করবে ফেডারেশন। সেক্ষেত্রে মূলত নজর রয়েছে তিন কোচের দিকে। যাদের মধ্যে রয়েছেন স্টিফেন কনস্টানটাইন, স্টেফান তারকোভিচকে এবং ভারতীয় প্রশিক্ষক খালিদ জামিল। উল্লেখ্য, বেশ কয়েক বছর আগে সুনীলদের ব্লু-টাইগার্সের দায়িত্ব পালন করছিলেন এই ব্রিটিশ ম্যানেজার। তাঁর সময় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট সক্রিয়তা দেখিয়েছিল ভারতীয় দল। পরবর্তীতে ইস্টবেঙ্গলের দায়িত্ব পালন করার পর পাকিস্তানের জাতীয় দলের দায়িত্ব পেয়েছিলেন এই কোচ। আবারও তাঁকে ফিরিয়ে আনা হবে কিনা সেদিকেই নজর থাকবে সকলের। অন্যদিকে, বছরের পর বছর ধরে ভারতীয় ফুটবল সার্কিটে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে আসছেন খালিদ জামিল। দুই প্রধানের দায়িত্ব সামাল দেওয়ার পাশাপাশি অন্যান্য একাধিক ক্লাবে কোচিং করানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। এমনকি গত মরসুমে তাঁরগ তত্ত্বাবধানে ভালো পারফরম্যান্স করেছিল জামশেদপুর। এছাড়াও নজর রয়েছে তোরকোভিচকের দিকে। মনে করা হচ্ছে কোচের দায়িত্ব পাওয়ার ক্ষেত্রে এক্ষেত্রে অনেকটাই এগিয়ে খালিদ জামিল।

দাবার বিশ্বকাপ ফাইনালে উঠে ‘বিস্ময় প্রতিভা’র তকমায় মেয়েদের হক বুঝে নিতে চাইছেন দিব্যা!

বাটুমি (জর্জিয়া), ২৪ জুলাইঃ ‘চেস প্রডিজি’, বাংলায় বললে ‘দাবার বিস্ময় প্রতিভা’ তকমাটা এতদিন পুংলিঙ্গবাচক ছিল। মানে, প্রতিভাবান কিশোর বা তরুণ দাবাড়ু মানেই হয় তিনি ডি. গুকেশ, নয়তো আর. প্রজ্ঞানন্দ। কালেভদ্রে আলো ফেলেছেন নিহাল সারিন, রৌণক সাধওয়ানি। কিন্তু স্পটলাইটজুড়ে ছেলেদের একাধিপত্য স্পষ্ট। সেই দেয়ালে ফাটল ধরালেন দিব্যা দেশমুখ। গতকাল ফিডে মহিলা দাবা বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছেন নাগপুরের অষ্টাদশী। টুর্নামেন্টে বাঘা বাঘা প্রতিপক্ষদের কুপোকাত করেছেন। শেষচারের লড়াইয়ে যাকে হারিয়েছেন, সেই তান ঝংই বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বর। সবাই ধরেছিল অনায়াসেই ফাইনালে জায়গা পাকা করবেন চিনের দাবাড়ু। কিন্তু আগের সমস্ত ধাপের মতো সেমিফাইনালেও ‘জায়ান্ট কিলার’ তকমার মান রেখেছেন দিব্যা। নিখুঁত কৌশলে ফাঁদ পেতে বন্দি করেছেন দুর্ধর্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীকে। এখন লড়াই ফাইনালে। কে উঠবেন, তা জানা যাবে আজ। আর যদি শেষ যুদ্ধেও শেষ হাসি হেসে ফেলেন দিব্যা, তাহলে স্রেফ অঘটনঘটনপটীয়সী নয়, ঘটনাময় ইতিহাসের তালিকায় নিজের নাম খোদাই করে ফেলবেন! চলতি টুর্নামেন্টে যাত্রাপথ মোটেই মসৃণ ছিল না। কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হন স্বদেশীয় প্রতিপক্ষ, গ্র্যান্ডমাস্টার হারিকা দ্রোনাভাল্লির। নাটকীয় টাই-ব্রেকে পরপর দু’টি গেম জিতে সেমিফাইনালের টিকিট পাকা করেন দিব্যা। শেষ চারের যুদ্ধে তান ঝংইয়ের বিরুদ্ধে প্রথম গেমে ড্র। তারপর ধাপে ধাপে জয়ের সরণি বেয়ে এগিয়ে চলা। কিন্তু আশ্চর্যের হলেও সত্যি, আজকের এই মহাকাব্যিক সাফল্যের আগে দেশের তাব। খেলা-অনুসন্ধিসুদের বড় অংশ দিব্যার নাম পর্যন্ত শোনেননি। মেয়েদের দাবার দুনিয়া কুক্ষিগত ছিল কোনেরু হাম্পির (যিনি ঘটনাচক্রে বিশ্বকাপের আরেক সেমিফাইনালে খেলছেন) মতো গুটিকয়েক দাবাড়ুতে। সেই কক্ষপথে দিব্যা দেশমুখ ঘুরপাক খাননি। ফলে তাঁর এই উড়ান, এক অর্থে, দেশের ক্রীড়াসংস্কৃতির অন্ধকার দিককেও চিনিয়ে দেয়। যা ঘোরতরভাবে হাতেগোনা খেলার দাপটে অন্ধকারে ঢাকা, পুরুষ আধিপত্যে সংকুচিত। জর্জিয়ায় উত্থানের গল্পের শুরুটা যদিও হয়েছিল নাগপুরে। এই শহরেই দিব্যার জন্ম ও বেড়ে ওঠা। বাবা-মা, জিতেন্দ্র ও নম্রতা দেশমুখ, দুজনেই চিকিৎসক। বড়দি ব্যাডমিন্টনে নাম লেখালে দিব্যার মনে

খেলাধুলো নিয়ে আগ্রহ দানা বাঁধে। তবে দিদির পথে নয়, নিজের রাস্তা খুঁজে নেন পাঁচ বছর বয়সে। ঠিক করেন, দাবার বোর্ডই হবে লড়াইয়ের মঞ্চ। এখানেই লিখবেন ইতিহাস, যা দেশের কেউ আজ পর্যন্ত করে দেখাতে পারেননি! পাঁচ বছরের শপথ বাড়িয়ে বলা কথা নয়। দু’বছর বাদেই এর প্রমাণ মেলে। সবে ছয়ে সাতে পা রেখেছেন। ২০১২ সালে অনূর্ধ্ব-৭ জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে নাম লেখান দিব্যা। আর ঘরে ফেরেন পদক জিতে। সেই প্রথম বড় টুর্নামেন্ট। আর শুরুতেই বাজিমাত! এরপর ২০১৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে আয়োজিত অনূর্ধ্ব-১০ বিশ্বখেতাব, ২০১৭-তে ব্রাজিলে আন্ডার-১২ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ জয় উড়ান ছিল বাধাহীন, সাবলীল। প্রভূত সাফল্যের জেরে খুব অল্প বয়সেই অর্জন করেন মহিলাদের ফিডে মাস্টার খেতাব। ২০২১-এ গ্র্যান্ডমাস্টার। বিদর্ভ অঞ্চলের প্রথম দাবাড়ু হিসেবে এই স্বীকৃতি অর্জন করেন দিব্যা দেশমুখ। সেই সঙ্গে ভারতের ২২তম মহিলা গ্র্যান্ডমাস্টার হিসেবে রেকর্ড বুকে নাম লেখান। বছর দুই বাদে হাতে ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার উপাধি। ২০২৪-এ দাবার জগতে সামনের সারিতে এনে এনে দেয় বিশ্ব জুনিয়র (অনূর্ধ-২০) গার্লস চ্যাম্পিয়নশিপ জয়। সেই অভিযান তিনি শেষ করেন অবিশ্বাস্য স্কোরে-১১ গেমে ১০ পয়েন্ট! স্রেফ চোখধাঁধানো সাফল্য নয়, ধারাবাহিকভাবে ভাল ফর্ম ধরে রাখাই দিব্যাকে বাকিদের থেকে আলাদা করে তুলেছে। ২০২৪-এর ৪৫তম দাবা অলিম্পিয়াডে ভারতের মহিলা দলের সোনাজয়ী সদস্য ছিলেন। দলের জয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। একই বছর ওয়ার্ল্ড টিম র‍্যাপিড অ্যান্ড ব্লিট্জ চ্যাম্পিয়নশিপে তাঁর পারফরম্যান্স রেটিং ২৬০০-র ওপরে ওঠে, যা এক কথায় অবিশ্বাস্য! দিব্যার ঝুলিতে ইতিমধ্যে এসেছে-তিনটি দাবা অলিম্পিয়াড সোনা, একাধিক এশীয় ও বিশ্ব বালিকা দাবা খেতাব, বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে বিশ্ব এক নম্বরকে হারানোর অভিজ্ঞতা। চেন্নাইয়ের চেস গুরুকুলে গ্র্যান্ডমাস্টার আরবি রমেশের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ নেন দিব্যা। তাঁর খেলার ধরন রীতিমতো ছকভাঙা। বয়স আঠারো হলেও পরিকল্পনায় পরিণতির ছাপ স্পষ্ট। চাল দেওয়ার শৈলী আগ্রাসী হলেও অহেতুক ঝুঁকি নিতে নারাজ। তীক্ষ্ণ রণকৌশল, ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত আর সৃষ্টিশীলতা-দিব্যার ক্যারিশমায় মুগ্ধ দাবা দুনিয়া। ফাইনালে এই তিন মন্ত্রেই আসবে সাফল্য? উত্তরটা মিলবে চৌষট্টি খোপের লড়াইয়ে।

অজুহাত নিরাপত্তা, এশিয়া কাপ খেলতে ভারতে আসতে চাইছে না পাকিস্তান হকি দল

ইসলামাবাদ, ২৪ জুলাইঃ আগামী মাসে ভারতেম অনুষ্ঠিত হবে এশিয়া কাপ হকি। কিন্তু আসন্ন এই প্রতিযোগিতায় পাকিস্তানের অংশগ্রহণ নিয়ে জটিলতা দেখা দিয়েছে। ভারত-পাকিস্তান বর্তমান সম্পর্কের আবহে ভারতে আসবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে পাকিস্তান হকি ফেডারেশন। এই প্রসঙ্গে পিএইচএফ হকি বিশ্বের নিয়ন্ত্রক সংস্থা এফআইএইচকে জানিয়েছে, নিরাপত্তার কারণে আগামী মাসে এশিয়া কাপের জন্য তাদের দল ভারতে পাঠানো কঠিন হবে। পিএইচএফ প্রধান তারিক বুগতি বলেছেন, তাঁরা এফআইএইচ এবং এশিয়ান হকি ফেডারেশনকে চিঠি লিখে ভারতে দল পাঠানোর সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। বুগতি বলেন, ‘‘আমরা তাদের (এফআইএইচ) জানিয়েছি, বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতে খেলার সময় আমাদের দল নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। পাশাপাশি আমরা বলেছি, পাকিস্তানের খেলোয়াড়রাও এশিয়া কাপের জন্য ভারতে যেতে ইচ্ছুক নয়।’’ এশিয়া কাপও হল বিশ্বকাপের জন্য একটি বাছাইপর্বের টুর্নামেন্ট। এই নিয়ে প্রশ্ন করা হলে পিএইচএফ প্রধান বলেন, ‘‘এখন এই প্রতিযোগিতা এবং পাকিস্তানের ম্যাচগুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব এফআইএইচ এবং এএইচএফের।’’ তিনি বলেন, ‘‘আমরা তাদের কাছে জানতে চেয়েছি, আমাদের খেলোয়াড়রা যে ভারতে নিরাপদ থাকবে এবং টুর্নামেন্টে মনোযোগ দিতে পারবে তার গ্যারান্টি কোথায়?’’ তবে পাকিস্তান সরকার এখনও এই বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেয়নি। যদিও সম্প্রতি একজন ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা বলেছেন, যে পাকিস্তানের হকি টিম ভারতে যাবে না।

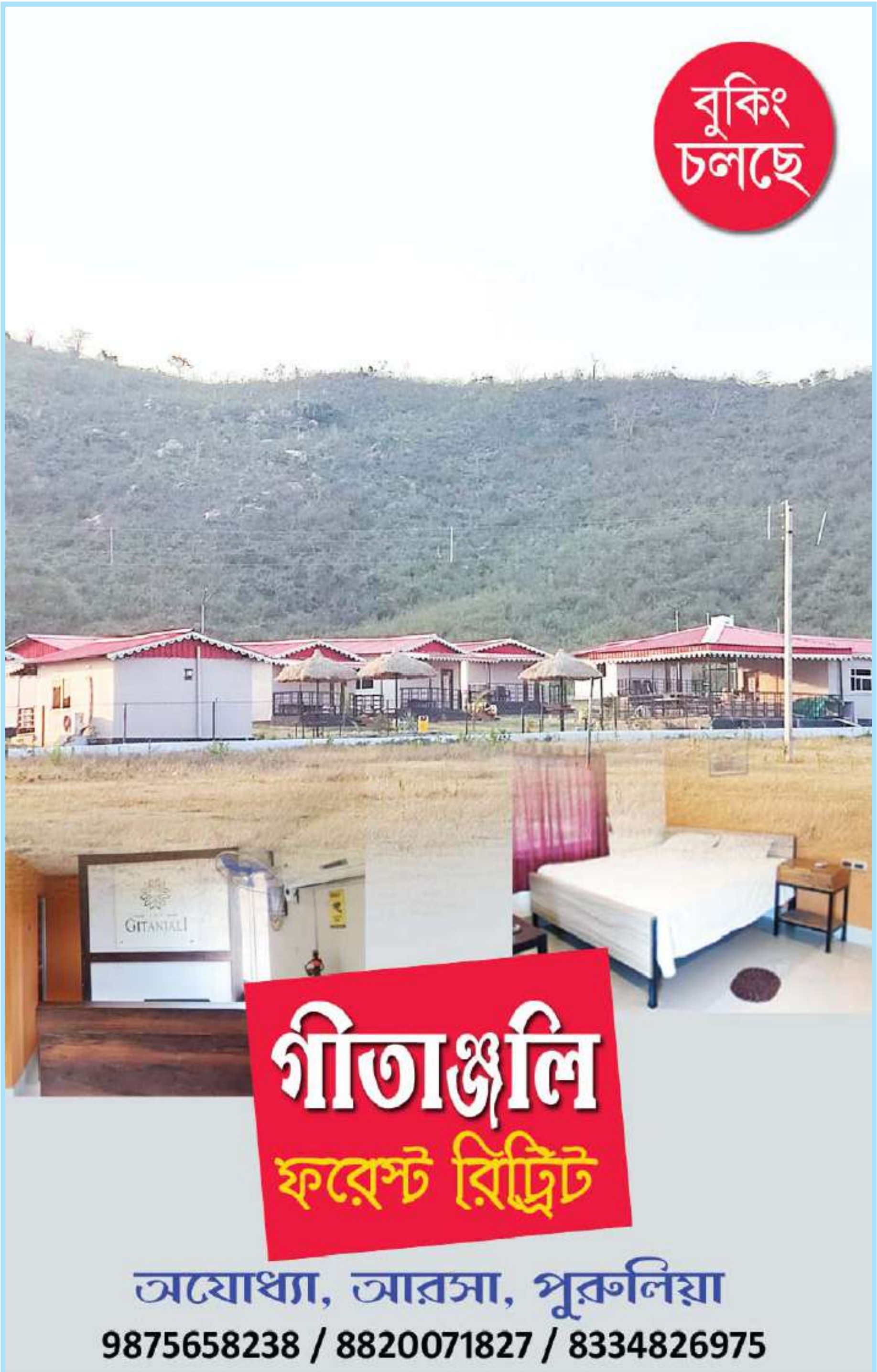

জার্মানির রক্ষণ দেয়াল ভেঙে ফাইনালে স্পেন

দুর্দান্ত কৌশল, আঁটসাঁট ও জমাট রক্ষণভাগ গড়ে লক্ষ্য পূরণে এগিয়ে যাচ্ছিল জার্মানি। ১১২ মিনিট ধরে সেই ধাঁধার জট খুলতে পারছিল না স্পেন। তাদের একের পর এক আক্রমণ, সব প্রচেষ্টা মুখ থুবড়ে পড়ছিল জার্মানদের দেয়ালে। কিন্তু ১১৩ মিনিটে গিয়ে তারা খুঁজে পেল সমাধান। সেটিই স্প্যানিশদের পৌঁছে দিল ফাইনালে।

জুরিখ, ২৪ জুলাইঃ উইমেন’স ইউরোর সেমি-ফাইনালে জার্মানিকে ১-০ গোলে হারিয়ে ফাইনালে পা রাখল স্পেন। ১১৩তম মিনিটে দারুণ দলীয় আক্রমণ থেকে চমৎকার ফিনিশিংয়ে ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেন বার্সেলোনার তারকা আইতানা বনমাতি। অসুস্থতার কারণে এই টুর্নামেন্ট শুরুর আগে তাকে পাওয়া নিয়ে শঙ্কায় ছিল দল। ২৭ বছর বয়সী সেই মিডফিল্ডারই এখন দলকে ফাইনালে তোলার নায়ক। এবারের আগে ইউরোর ১০টি সেমি-ফাইনাল খেলে ৯টিতেই জিতেছিল জার্মান মেয়েরা। এবার দ্বিতীয় পরাজয়ের স্বাদ তাদের পেতে হলো। বড় আসরে জার্মানদের বিপক্ষে স্প্যানিশ মেয়েদের জয় এটিই প্রথম। স্পেনের জয়ে নিশ্চিত হয়ে গেল গত বিশ্বকাপ ফাইনালের পুনরাবৃত্তিও। ২০২৩ বিশ্বকাপের ফাইনালের দুই দল ইংল্যান্ড ও স্পেন মুখোমুখি হচ্ছে মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়েও। বিশ্বকাপে ইংলিশদের হারিয়ে প্রথমবার শিরোপা জিতেছিল স্প্যানিশরা। সুইজারল্যান্ডের জুরিখে বুধবার ম্যাচের ৬৭ শতাংশ সময় বল নিজেদের কাছে রাখে স্পেন। গোলে শট নেয় তারা ২২টি, এর মধ্যে ৯টি ছিল লক্ষ্যে। বারবার হতাশায় পোড়ার পর অবশেষে টাইব্রেকারের কাছাকাছি গিয়ে তারা পায় কাঙ্ক্ষিত গোলের দেখা। ম্যাচের পর যখন আনন্দে উন্মাতাল স্প্যানিশরা প্রদক্ষিণ করছে গোটা মাঠ, জার্মান মেয়েরা তখন ভেঙে পড়েছে কান্নায়। ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেওয়া বনমাতি পরে বললেন, ভাগ্যে বিশ্বাস নেই তার, বরং ভরসা রাখেন প্রক্রিয়ায়। ‘‘আমি দারুণ গর্বিত। এই সাফল্য আমাদের প্রাপ্য। আমি ভাগ্যে বিশ্বাস করি না, আস্থা রাখি আমার কাজ ও মানসিকতায়। যারা আমার পাশে ছিলেন, সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা, কারণ পথচলা সহজ ছিল না। এখানে ভালো সমর্থন পেয়েছি আমি, দেশেও পেয়েছি। সবসময়ের জন্য কৃতজ্ঞতা।’’ আগামী রবিবার বাজেলে স্পেন মাঠে নামবে প্রথম শিরোপার আশায়, বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডের লক্ষ্য থাকবে ট্রফি ধরে রাখা।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com